মহাজন লোক আছে। গুড়, চিনি, খাঁড়, মিছরি (ও) খেরুয়ার কারবার। কুঠীওয়াল ধনী মহাজনদিগের গদি। এখানে মিছরি, খেরুয়া (ও) কম্বল উত্তম হয়। কালপীর জিরা ভাল। শাক, বেগুন, মুলা, শিম (ও) কচু সকল বাজারে পাওয়া যায়। যমুনার তীরে জেলেগণ মৎস্য লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। দধি, দুগ্ধ, মাখন, খুয়া, পেড়া, বরফি, মেঠাই, জিলাপি, পুরি, কচুরি, পকৌড়ি, সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। তামাক যে রকম ইচ্ছা, তাহা পাওয়া যায়। কাষ্ঠের একটু টান আছে। নূতন সরাইয়ের নিকট ভাল সরাই হইয়াছে, তথায় দোকান এবং বাজার। ঐ স্থানে ডাকঘর আর কোতোয়ালি।

নগর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কেল্লার দক্ষিণে সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা সকল আছে। কেল্লার ভিতরে একটী বড় ও দুইটী ছোট বাঙ্গালা আর খাজনাখানা আছে। সম্প্রতি ইনডেন্টের কাছারি হইতেছে; এতদ্দেশীয় একজন লোক কর্ম্মকারক।

এই কেল্লার ঘাট আর বালাজির রাণীসাহেবের পুলের ঘাট বালাজির। ঐ স্থানে শ্রী৺কালীদেবীর মূর্ত্তি আছে। বাঙ্গালি বাবু-দিগের স্থাপিত কালীবাড়ী সকল দেখিয়া বজরায় আসিয়া ঘাটের চাতালে দাল রুটী আহার হইল। এই ঘাটের পশ্চিম রাজঘাট, জেলেদিগের বসতি।

২৪ অগ্রহায়ণ, সোমবার, একাদশী

প্রাতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া উক্ত ঘাটে অবস্থিতি করিয়া বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয় এবং সেই সাবকাশে আহারাদি। বেলা এক প্রহর থাকিতে বজরা

খুলিয়া বাইঘাটে নৌকার গুন খোলাইয়া পার হইয়া আন্দাজ দুই ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান হয়।

২৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, দ্বাদশী ৪।১১, ত্র্যহস্পর্শ

চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি করিয়া আন্দাজ তিন ক্রোশ আসিয়া কোনহেদ গ্রাম। এখানে যমুনার ধারে অনেক বসতি, ইষ্টকালয় সকল আছে। পারঘাটা ক্ষুদ্র, বাঁধা ঘাট আছে। তথা হইতে চারি ক্রোশ আসিয়া বাবকণি গ্রামের আড়পার চড়াতে আহারাদি করিয়া জলপথে চারিক্রোশ, ডাঙ্গাপথে এক পোয়া মিছরিপুর ও দদরিয়া গ্রামের চড়াতে-সন্ধ্যার সময় আসিয়া লাগান করা হইল।

কোনহেদ গ্রাম

২৬ অগ্রহায়ণ, বুধবার, চতুর্দ্দশী

মিছরিপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি পরে স্নান-তর্পণাদি করিয়া তথা হইতে চারি ক্রোশ জলপথে আসিয়া পড়াত নামে এক গ্রাম। ইষ্টকালয় আছে এবং যমুনার চড়াতে এগার ইঞ্চি ইটের পাঁজা সাজান আছে, এমত পাঁজা দেখি নাই। পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি হয়। তাহার পর একক্রোশ আসিয়া হামিরপুর, এখানে সাহেবেরা আছে, কালপীর ন্যায় বসতি এবং সহর (ও) বাজার, সকল দ্রব্যাদির দোকান আছে। স্থানে স্থানে শিবালয় (ও) ধনাঢ্যগণের বসতি আছে। কালেক্টর, মাজিষ্ট্রেট (ও) জইন্ট-মাজিষ্ট্রেটের কাছারি এবং ডাকঘর আছে। দুই বাজার তাহাতে খাদ্য-দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। এই হামিরপুরে কৃষ্ণনগর-নিবাসী ৺রামজয় শিরোমণির পৌত্র বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হামিরপুর

তাঁহার ভগিনীপতি বালিনিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কালেক্টরের কেরাণী, পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, তাঁহার বাসাতে আছেন। আমাদিগকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। আমরা বজরা পার করিয়া চড়াতে রাখিলাম। হামির-পুর বান্দার সামিল। বুন্দেলখণ্ডকে বান্দা কহে। এখান হইতে দশ ক্রোশ। বুন্দেলখণ্ড উত্তম সহর, তথায় ক্যাম্প আছে। হামিরপুরের আড়পার ক্যাম্প কানপুরের সামিল। এখান হইতে কানপুর পোনের ক্রোশ পূর্ব্ব।

২৭ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, পৌর্ণমাসী

হামিরপুরের আড়পারের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া পরে চারিক্রোশ আসিয়া বেটুয়া নামে এক গ্রাম। তাহাতে পারঘাটা আছে, গ্রামে বসতি অনেক আছে। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া মোওই নামে এক গ্রাম। এখানে যমুনার ধারে অনেক জেলেদিগের বসতি, মৎস্য ধরে, জাল সকল শুখাইতেছে। তথা হইতে এক ক্রোশ শুনোলী গ্রাম। তাহার (আড়) পার পড়ুয়া। ঐ চড়াতে লাগান করিয়া রসুই হইয়া আহা-রাদি করিয়া জলপথে পাঁচক্রোশ আসিয়া বরাগ্রামের পশ্চিম কোরণি গ্রামের পূর্ব্ব মধ্যে চড়া, দুই পার্শ্বে যমুনা বহতা আছেন। মধ্য-স্থলের চড়া দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ, উত্তম আবাদ। তরব্দুদ হইয়া ফসল জন্মিতেছে।

কোরণি

ঐ চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী ভাজা আহার করিয়া সকলে বজরায় আসিয়া কাহার নিদ্রা (ও) কাহারও নিদ্রাকর্ষণ হইল। কেবল সিপাহী পাহারা দুই জন আর ভদ্র চাকর বাহিরে

জাগ্রৎ ছিল। তাহারা দেখিতে পাইল যে, চড়া হইতে তিনজন মনুষ্য বজরার দিকে আসিতেছে। কিঞ্চিৎ দূর থাকিতে প্যারীলাল সিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "কে রাত্রে বজরার নিকট আসিতেছ? অন্তরে যাও, নচেৎ তৃতীয় বারের পর গুলি করিব, বুঝিয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া তাহারা অন্য পথে পলাইবার ন্যায় দ্রুতগমনে যাইতেছিল। সিপাহী চারি জন আর ভদ্র এই কথার আন্দোলন করিতেছে, সেই গোলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে সিপাহিগণ সকল বৃত্তান্ত কহিয়া কহিল, "দেখুন আসিয়া, ঐ তাহারা যাইতেছে।" আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম, দুই ব্যক্তি কম্বল গাত্রে, এক ব্যক্তির সাদা কাপড় চড়ার দূরে আছে। কিন্তু তথায় একটা কোণ ছিল, তাহার পূর্ব্ব কি পশ্চিম ঠিক দেখা হইল না। পরে আমরা ভিতরে আসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এক দণ্ড পরে ঐ তিন ব্যক্তি উত্তরমুখ হইয়া গেল। দস্যুদিগের আশঙ্কায় তাবৎ রাত্রি জাগ্রৎ থাকিতে হইল এবং সিপাহী চারি জন বন্দুক ও কড়াবিনে বারুদ ভরিয়া গুলি দিয়া তলোয়ার বন্দুক লইয়া, চারিজনে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরী রহিল। এই স্থানে অতিশয় দস্যুভয় ছিল।

এখান হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যমুনার দুই কূলে অতিশয় দস্যুভয়। হামিরপুরের পর প্রয়াগ পর্য্যন্ত চরথা-মরথার দেশ অর্থাৎ চরথা মরথা নামে দুই জন প্রবল দস্যু হইয়া এই দেশ লুটিয়া লইত। ইহারা গ্রামস্থ সকল মনুষ্যকে সহযোগী করিয়াছিল, যেমত গঙ্গাতে জালিম-জুলিমের ভয় ছিল লক্ষুয়ার পথে। গয়া যাইতে ভোজপুর ডাঙ্গাপথে পাকা-রাস্তাতে যেমত ভেলুয়ার পাহাড়, তদ্রূপ এই স্থান ছিল। কিন্তু প্রায় আট বৎসর গত হইল, এক জন দিল্লীর মহাজন বহুমূল্য দ্রব্যাদি তরি-

চরথা-মরথা দস্যুদ্বয়

পথে লইয়া আসিতেছিল। এই দস্যুর সরহদ্দাতে পহুছানতে দস্যুগণ নাবিকদিগকে কহিল, "লা ভেড়ায় দেও।" নাবিকগণ এবং রক্ষকগণ নৌকা লাগান না করাতে যেমত সকল লোকের নৌকা দিবাতে লুটিয়া লয়, সেইমত গ্রাম শুদ্ধ সকলে আসিয়া ঐ মহাজনের সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তৎকালে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। পরে মহাজন মাজিষ্টরকে জানাইয়া তদ্দ্বারা গবর্ণর-কৌন্সিলে পর্য্যন্ত জ্ঞাত করাইয়া ঐ দস্যুগণের সমূলে উৎপাটন করিয়াছে। তদ্রূপ দৌরাত্ম্য এক্ষণে নাই। তথাচ সেই সকল বংশোদ্ভব যাহারা আছে, আপন আপন পিতৃধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সময় পাইলেই দস্যুবৃত্তি করে। এজন্য এই কয়েক দিবসের পথ অতি সাবধানে থাকিতে হয়। ইহাদিগের সাহসের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ যে, অদ্য পৌর্ণমাসীর রাত্রি, অতি নির্ম্মল চন্দ্র, চড়ার উপরে লাগান বৃক্ষাদি কি ঘরদ্বার ঝোপঝাপ কিছুমাত্র নাই, এক ক্রোশ পর্য্যন্ত বজরার ছাতের উপর হইতে দেখা যাইতেছে, চারি জন সিপাহী বন্দুক তলোয়ার লইয়া প্রহরী আছে, বার জন দাঁড়ি মাজি যমদূতের ন্যায়, এক পর্ব্বতীয় কুক্কুরী আছে, সিংহের ন্যায় প্রতাপ। তাহাতেও তিন জনাতে চৌর্য্যকর্ম্মে আসিয়াছিল। এই কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যে এখনও এত সাহসী দস্যু আছে।

২৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, প্রতিপদ

যারা গ্রামে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নান-তর্পণান্তর বজরা খুলিয়া আসিতে চড়াতে এমত বদ্ধ হইল যে, বেলা ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত চালাইতে পারে না, পরে চড়া

হইতে নামাইয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া মড়ওরি নামে এক গ্রাম। ইতোমধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া প্রদন গ্রামের আড়পার চড়াতে ধরিয়া রসুইয়ের উদ্যোগ। ঐ চড়াতে বড় বড় চারিটা সারস চরিতেছে। এক স্থানে সারসের বাচ্চা সকল চরিতেছে, ধরিতে পারা যায় না, উড়িয়া যায়। যমুনাতে স্থানে স্থানে সারস, মাণিকজোড়, সামুকখোল, বালিহংস, খড়হংস, চক্রবাক, চক্রবাকী, বক, চিল, গাংচিল, পানিকৌড়ী, মরাল ইত্যাদি নানাজাতি জলচর পক্ষিগণ, সকল পক্ষী চিনি না, ক্রোর নামে বৃহৎ পক্ষী বৃহৎ মৎস্যের চক্ষুতে নখ দিয়া উঠাইয়া উড়িয়া যায়, এমত শত সহস্র পক্ষী জলচারণ করিতেছে। মকর, হড়েল, কুম্ভীর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তু অধিক চড়ার কোলে আছে। শুশুক কখনও কখনও দেখা যায়। গঙ্গাতে যত শুশুক হাঙ্গর আছে, যমুনাতে এত জলজন্তু অধিক নাই। যমুনার দুই কূলে ব্রজভূমির মধ্যে কচ্ছপ, মৃগ (ও) ময়ূর, অধিকন্তু কচ্ছপের ত্রাসে স্নান করিতে পারে না। কত স্থানে জীবৎমান মনুষ্যকে ধরিয়া আহার করিয়াছে। এই চড়াতে অন্নাদি পাক হইলে পর সকলে আহার করিয়া দুই ক্রোশ আসিয়া এক গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

প্রদন-গ্রাম

২৯ অগ্রহায়ণ, শনিবার, দ্বিতীয়া

চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর স্নান-তর্পণ সমাপন করিয়া দমদমায় রওনা হইয়া এক ক্রোশ আসিয়া চেল্লাতারা। নৌকাতে পুল বান্ধিতেছে, দুই মুখে নৌকা বসাইয়াছে, মধ্যস্থল খালি

আছে। ঐ খাল হইয়া বজরা বাহিরে আইল। এই পুল পার হইয়া কানপুর যাইবার পথ। পুলের পরে চেল্লাতারা সহর। বাস্তবিক চেল্লাতারা দুই গ্রাম। যমুনার নিকট মোগলপুর নামে এক গ্রাম আছে, তাহাতে দুই শত ঘর বসতি, আহীর আর মুসলমান অধিক আছে। সকলে গৃহস্থ, মহিষ গরু ঘোড়া আছে। অন্ন-শাকের ক্লিষ্ট কেহ নহে। ঐ গ্রামের এক পোয়া অন্তরে চেল্লার বাজার ও বসতি, গণ্ডগ্রাম। নগরের ন্যায় উত্তম বাজার, মহাজন লোক অনেক আছে। দুই পার্শ্বে গদি ও দোকান, মধ্যে পথ। গদিয়ানদিগের ইষ্টকালয়, মহাজনদিগের গোলদারি-দোকান আর হালওয়াই, বেণিয়া ও আর আর দোকান সকল খোলার এবং ঘাসের। শাকসব্জি তরকারীর দোকান বাজারের উত্তরদিকে। সরাইয়ের নিকট তামাকওয়ালার দোকান। ফটকের ধারে সুশোভিত বাজার, ধনাঢ্যগণের বসতি আছে। চেল্লা হইতে তারাগ্রাম এক ক্রোশ অন্তর। চেল্লার বাজার ভ্রমণ করিয়া পরে ছয় ক্রোশ আসিয়া জোহারপুরের উপর চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে এক ক্রোশ আসিয়া খোরপুর গ্রাম, পারঘাট আছে। এই গ্রামে অনেক বসতি, যমুনা হইতে আড়ড়ি পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, তাহার উপরে বসতি। যমুনার তীরে যাহাদের ঘর তাহাদের কত বড় সাহস তাহা অকথ্য। এই আড়ড়ি পর্ব্বততুল্য উচ্চ, তাহাতে ভাঙ্গন হইয়া কাহার অর্দ্ধেক, কাহার সিকি, কাহার কিছু যমুনাগত হইয়াছে, তথাচ ঐ স্থানে বালক-বালিকা বৃদ্ধ-অন্ধ গোবৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া ফরিগ্রাম, পার-

চেল্লাতারা

ঘাট (ও) চৌকি আছে। তথা হইতে লভেটাগ্রাম দুই ক্রোশ, ঐ

লভেটা-গ্রাম

গ্রামের মৃত্তিকার পাত্র বড় শিকিম, কুমারের বসতি অনেক আছে, অন্য অন্য সকল জাতি আছে। বৃহৎ গ্রাম, তিন শত ঘরের কম বসতি নহে। গো, মহিষ, ছাগ অনেক আছে। এতদ্দেশে কৃষিকর্ম্ম সকলেই করিতেছে। যমুনার চড়া সকলে উত্তম আবাদ হইতেছে, কৃষিকর্ম্মে আবাল-বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রীপুরুষ সকলেই শ্রম করিতেছে। এই গ্রামের প্রান্তে আড়পার চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে দাল রুটী ভাজা আহার। রাত্রে উড়ু চাকরকে মণিকুক্কুরী দন্তাঘাত করে।

১ পৌষ, রবিবার, তৃতীয়া

লভেটা গ্রামের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য, স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া বজরা খুলিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া হটমপুর নামে এক গ্রাম। এইস্থানে ধোপা সকল কাপড় কাচিতেছে। তথা হইতে জয়লি গ্রাম, রাজা বিশ্বনাথ সিংহের গুরু দ্বারা (স্থাপিত)। এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি ও দেবালয় আছে, শ্রীশ্রী৺ রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি এবং শিবালয়াদি স্থানে স্থানে আছে। ব্রহ্মকুণ্ড নামে এক ঘাট আছে, তথায় ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডা বলিয়া ভিক্ষা করেন। পরে ঐ গ্রামের আড়পার চড়াতে লাগান করিয়া তথায় চোরাবালি জন্য না থাকিয়া পরে এক ক্রোশ আসিয়া, সারথা গ্রামের চড়াতে আহারাদি করিয়া আসিতে মারথার লাগাও গ্রাম চরথা। এই চরথা-মরথার দেশ। ইহারা দিবসে লুঠিয়া লয়, পূর্ব্বে অতিশয় (দৌরাত্ম্য) ছিল, তাহার শাসন হইয়া

গ্রামকে গ্রাম বিনাশ করিয়াছে এবং কোম্পানি বাহাদুর চৌকি পাহারা থানা বসাইয়াছেন, তাহাতেও এই বৎসর শ্রাবণ মাহাতে এই গ্রামে দিবাতে এক জন বাঙ্গালির নৌকাসমেত তাবৎ দ্রব্য লুঠিয়া লইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি থানাতে জানাইল এবং ঐ স্থানে এক সাহেব বজরাতে পৌঁছিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন তরফের এক জনাকে পাঠাইয়া দিয়া থানা হইতে লোক আনাইয়া ঐ ব্যক্তির তাবৎ দ্রব্য গ্রাম হইতে দেওয়াইয়া পান্সী আপন সমভ্যারে আগরা পর্য্যন্ত লইয়া গেল। এ গ্রামে এত দস্যুভয়। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া সরথণ্ডি গ্রাম, অনেক ছোটলোকের বসতি। তাহার পর জলপথে দুই ক্রোশ আসিয়া পুনরায় চরথা গ্রামের উত্তরদিকে চড়াতে লাগান করিয়া দাল রুটী পাপর আহার করিয়া তাবৎ রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া রাত্রি শেষ করা হইল।

চরথা-মারথা-গ্রাম

২ পৌষ, সোমবার, চতুর্থী

চরথার চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নানকর্ম্মাদি করিয়া প্রায় দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে রওনা হইয়া জলপথে ছয় ক্রোশ আসিয়া কৃষ্ণপুরের নিকট চড়াতে আহারাদি করিয়া, তথা হইতে এক পোয়া আন্দাজ আসিয়া কৃষ্ণগড়ের ঘাট। কাঠের আমদানী, অনেক কড়িকাষ্ঠ। এই ঘাটের উপর রামলীলার সং—রাবণ-মহীরাবণের মূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামে অনেক বসতি, ব্যবসাদার মনুষ্য আছে। এখান হইতে ডাঙ্গাপথে রাজাপুর আট ক্রোশ। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া গড়হা নামে গ্রাম,

কৃষ্ণগড়ের ঘাট

এক ক্রোশ লকনপুরের প্রান্তে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তরকারি আহার হয়।

৩ পৌষ, মঙ্গলবার, পঞ্চমী

লকনপুরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া পূর্ব্ব পার কল্যাণপুর, পারঘাট। পরে দুই ক্রোশ আসিয়া মই গ্রাম, অনেক বসতি আছে। পরে অর্দ্ধক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে আহারাদি করিয়া তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া রাজাপুর। এখানে গঞ্জ, বাজার, দোকান, রাস্তার দুই পাশে আছে। বাজারে তরকারি বার্ত্তাকু কচু ওল বৈকালে পাওয়া যায়। পশারির দোকান কমবেশ একশত, সকল মসলাদি আছে। আর আর মুদিখানার দোকান এক লাগাও পঁচিশ হইবে। চাউল যাহা আছে ক্ষুদের ন্যায়। এক দোকানে পোনের সের চাউল পাওয়া গেল। আটা যাহা বিক্রয় হইতেছে (তাহা) মেলাও, গুড় কাল রঙ্গের। দোকানে আটা দাল ছাতু মুড়ি ছোলাভাজা সকলের আছে। কাহার কাহার দোকানে সিদ্ধ চাউল আছে। হালওয়াইদিগের দোকান সকল আছে, দ্রব্যাদি উত্তম নহে, দেখিতে কদাকার, খাইবার শ্রদ্ধা কি হইবে? পানের শ দুই পয়সা, তামাকু টাকাতে আট সের, কাষ্ঠের দোকান নাই। পাহাড় হইতে কাঠুরিয়াগণ বোঝা লইয়া আইসে, সময় মত থাকিলে পাওয়া যায়। তুলা খরিদের এবং বিক্রয়ের গদিওয়ালা মহাজন প্রায় চারিশত আছে। তুলার কারবারের গঞ্জ। প্রতি ঘরে তুলার কর্ম্ম, এক এক ঘরে দুই তিন চারি পাঁচ ক্লাকুই (?) ফিরিতেছে। ইহারা সকলে চাষী নহে,

রাজাপুর

মহাজনেরা কাপাস খরিদ করিয়া তুলা তৈয়ার করিয়া লয়, ইহা-দিগের মজুরি কাপাসের যে বীজ বাহির হয় তাহাই দিতে হয়। ইহার নাম বেনরা, গরুর খোরাক হয়, টাকাতে দেড় মণ বিক্রয় হয়। তুলার কারবারের মহাজন সকল থাকাতে গোলাগঞ্জ আছে।

এখান হইতে চিত্রকূটের ঘাট দশ ক্রোশ। চিত্রকূটের রাম-ঘাটের কামতানাথ নামে একজন পাণ্ডা এই স্থানে দেখা করিয়া চিত্রকূটের রজঃ প্রসাদ দিয়া যায়।

এখান হইতে রিমা ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণ, রিমার রাজার রাজ্য। উত্তম রাজা, অতি ধার্ম্মিক। এই রাজ্যে পান জন্মে। অদ্য রাজাপুরের আড়পারে স্থিতি হইল।

৪ পৌষ, বুধবার, ষষ্ঠী

রাজাপুরের আড়পারে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর পরে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া কামতাপুরের চড়াতে আহারাদি করিয়া, পরে দুই ক্রোশ আসিয়া যমুনার কিনারাতে এক পাহাড়। তাহাতে এক উত্তম ঘাটী আছে, সাহেব লোক থাকিবার গ্রাম আছে। তাহার পর রাওড় নামে গ্রাম। ঐ পাহাড় অবধি যমুনার জল মধ্যে অতিশয় পাথর আছে, নৌকাদি অনেক সাবধানে চালাইতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষা-সময়ে তৎকালে জলের বেগ অতিশয় এবং পাথর সকল জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হয়। রাওড় হইতে দুই ক্রোশ জলপথে আসিয়া নকট গ্রামে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী আহার হয়। এই গ্রামের চৌকিদার যমুনার তীরে নৌকাতে চৌকি-পাহারা তাবৎ রাত্র দেয়। এখানে ভাল বন্দোবস্ত আছে, এখান হইতে এলাহাবাদ ডাঙ্গাপথে বারক্রোশ।

৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

নকটের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি করিয়া পাথরের জন্য উত্তর-পার দিয়া না আসিয়া দক্ষিণ-পার হইয়া তিন ক্রোশ আসিয়া পরদোঙা। এই অবধি জল মধ্যে পাথর। ইহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া প্রতাপপুর। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া এক ক্রোশ আসিয়া উত্তর-পার সিমরি, দক্ষিণপার গরহাট্টা। তাহার পর এক ক্রোশ আসিয়া সওড়া নামে গ্রাম, পারঘাট। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া নশীপুর ও ময়না এবং সেরগড়—তিন গ্রাম পরে পরে আছে। এই স্থানে সন্ধ্যার সময় লাগান হইয়া বুটের দাল ছোকা রুটী আহার হয়।

প্রতাপপুর

৬ পৌষ, শুক্রবার, অষ্টমী

সেরগড়ের চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া চারি ক্রোশ আসিয়া যমুনার জলের মধ্যস্থলে এক পর্ব্বত। তাহার উপরে একটী হাওয়াখানার ন্যায় ছত্রি আছে। আর এক বৃক্ষ পর্ব্বত উপরে সুশীতল ছায়া করিয়া আছে। নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত সোপানাবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এক সাধু তপস্যা করিতেছেন, ঐ পর্ব্বতকে আলা-সাহেবের হাওয়াখানা কহে। তাহার অর্দ্ধ-ক্রোশ পরে উত্তর পার পালপুর, দক্ষিণ-পার তারাপুর। তাহার তিন ক্রোশ আসিয়া মহব্বতগঞ্জের চড়াতে লাগান করিয়া আহারাদি করা হয়। পরে দুই ক্রোশ আসিয়া এলাহাবাদে নৌকাতে যে যমুনার পুল আছে, ঐ পুলের ঘাটের নাম বেড়ুয়া ঘাট, ঐ ঘাটের উপর বাজার আছে। পুলের

আলা-সাহেবের হাওয়াখানা

কুলপী বেলা দুই প্রহরের সময় খুলিবার হুকুম আছে, তদ্ভিন্ন সময়ে কাহার বিশেষ প্রয়োজন হইলে কুলপী খোলা হইয়া গতায়াত করে। প্রতি বার খানি পান্‌সী এক টাকা, সওয়ারি কি বোঝাই হইলে দুই টাকা, হরজের অর্থাৎ ক্ষতিপূরণার্থে দাখিল করিলে অনিয়ম সময়ে পুলের কুলপী খুলিয়া দেয়। এজন্য পুল পার না হইয়া পূর্ব্বপার মওয়া গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে দাল রুটী কপি আহার হয়। এই বেড়ুয়া ঘাটের পুল পার হইয়া রিমা ও জব্বলপুর গমনাগমনের পথ।

৭ পৌষ, শনিবার, নবমী

মওয়ার চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর যমুনায় স্নান-তর্পণ করিয়া কুলপী না খুলা জন্য ঐ স্থানে আহারাদি করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে পুলের কুলপী খুলিলে পার হইয়া বেণীঘাটের পার্শ্বে কেল্লার দক্ষিণে বজরা রাখিয়া সহর ভ্রমণ।

এলাহাবাদ উত্তম সহর, পাঁচক্রোশী সহর মধ্যে পাঁচটী প্রধান বাজার। দারাগঞ্জ সহর যথায় এক্ষণে শ্রী৺বেণীমাধবের মন্দির, কর্ণেলগঞ্জ যথায় ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম, কিটগঞ্জ—কিট সাহেব এই গঞ্জ বসায়, মুঠিগঞ্জ এই স্থানে গোলদার মহাজনদিগের দোকান, কটরা বাজার, ছাউনীতে বড়বাজার চক। এই স্থানে কোতোয়ালি সহরের প্রধান বাজার। এই বাজারের পশ্চিম এক পোয়া কুতগঞ্জের বাজার। এই স্থানে বাদসাহী সহরপানার বড় কটক এবং সরাই। ইহা ভিন্ন বেণী-কিনারার বাজার, আর উত্তরদিকে বেড়ুয়া ঘাটের বাজার আর স্থানে স্থানে বাজার আছে।

এলাহাবাদ

প্রয়াগতীরে ষোল শত ঘর প্রয়াগী পাণ্ডার বসতি। কিটগঞ্জ, আহিয়াপুর, দারাগঞ্জ, মোসেমগঞ্জ, মীরাপুর, আতরসিয়া ও নৈবস্তী এই সাত স্থানে যে সকল প্রয়াগী আছে, তাহাই ষোল শত ঘর, তদ্ভিন্ন ঝুশী ও আর আর গ্রামে আছে।

প্রয়াগী সকল অধিক ধনবান্। ইহাদের বড় বড় রাজা রাজড়া যজমান। এমত এক এক রাজা স্নানার্থে আইসেন, এক লক্ষ মুদ্রা দান করেন। ইহাতেই প্রয়াগীদিগের এত ধন। ইহাদের মধ্যে দুঃখীও আছে।

প্রয়াগ তীর্থরাজ। এ স্থানে যুক্তবেণী, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, সরস্বতী অন্তঃসলিলা। শ্রী৺বেণীমাধব প্রধান দেব। এ তীর্থে প্রবেশ মাত্র মুণ্ডন এবং তীর্থোপবাস। পর দিবস তীর্থ-প্রাপ্ত শ্রাদ্ধ। এ স্থলে মুখ্যকর্ম্ম মুণ্ডন, সঙ্গম-স্নান, তীর্থ-শ্রাদ্ধ, অক্ষয়বট, বেণীমাধব, ভরদ্বাজ (ও) সোমেশ্বর শিব দর্শন।

এই প্রয়াগের নাম এলাহাবাদ—আকবর বাদসাহের সময়ে হইয়াছে। উক্ত বাদসাহ কাম্য-কূপের উপরে যমুনার তীরে ত্রিবেণী-সঙ্গমে কেল্লা স্থাপিত করিয়াছেন। অক্ষয়বট কেল্লার ভিতরে, তাহার বেষ্টিত ঘর। এলাহাবাদের কেল্লার যেমত গাঁথনী এবং বুরুজ সকল মজবুত এমত কেল্লা প্রায় দেখা যায় না। কেল্লা মধ্যে বাদসাহের শিশ-মহল, আয়না-মহল, লাল-মহল, দেওয়ান-আম-খাস সকল (ও) কাছারির স্থান সকল ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানে সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবগণ আছে এবং অন্যান্য দেশের রাজাদিগের রাজ্য জয় করিয়া বিপক্ষ রাজগণকে এই স্থানে বন্দী রাখে। কেল্লা মধ্যে এক্ষণে সৈন্য থাকে না, প্রহরিগণ আছে। মেগাজিন তোপখানা শেলেখানা

এলাহাবাদের কেল্লা

কেল্লার ভিতর, তিহারা গড়। গোলা গুলি স্তূপাকার আছে, চতুষ্পার্শ্বের খাই বড় গভীর, পশ্চিম দিকে প্রবেশের দ্বার, সম্মুখে ও দক্ষিণদিকে প্যারেডের মাঠ।

সৈন্যগণ ছাউনীতে থাকে। ছাউনী সহরের পশ্চিমদিকে, তথায় সাহেবদিগের বাঙ্গালা আছে। [কেল্লা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিম, তথায় কটরা বাজার, এ বাজারে সাহেবদিগের আহার ব্যবহারের দ্রব্যাদি সকল আছে।

এখানে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্‌টর, কমিশনর, মুনসেফ, সদর আমিন, সদর-আলা, নিমক, আবগারি, পরমিট(ও) পঞ্চদ্বরার কাছারি সকল দুই পারে আছে; এজন্য অনেক সাহেব ও অনেক বাঙ্গালিগণ আছেন। ডাক্তার সাহেব হাসপাতালে আছে, বাঙ্গালি ডাক্তার মুঠিগঞ্জে আছে। এখানে এক্ষণে তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তিনি বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী।

যে সমস্ত বাজার স্থানে স্থানে আছে, তাহাতে উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল পাওয়া যায়। সহরের সকল স্থানেই উত্তম রাস্তা, রাস্তার দুই পার্শ্বে দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, শৃঙ্খলা মতে দোকান সকল স্থাপিত আছে। বড় বাজারের চকে উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল পাওয়া যায়, সকল বাজারের শ্রেষ্ঠ বাজার।

পাঁচক্রোশী সহর মধ্যে কমবেশী এক লক্ষ ঘর হিন্দু-মুসলমানের বাস, অধিক ধনী ব্যক্তির বাস। পিরুমল নামে একজন কুঠীওয়ালা আছে। ইহার কুঠী সকল সহরে আছে, এখানে বাসস্থান, দারাগঞ্জে বাটী। উত্তম বাড়ী, মজবুত পোক্তা এমত নির্ম্মিত করিয়াছে যে, বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। আর সহরের প্রায় সকল বাড়ী ঘর পাকা। শ্রী৺বেণীমাধবের কৃপাতে সহরে সকলে সুখী আছে।

এখানে ৺গঙ্গা-যমুনার দুই স্থানে নৌকায় দুই পুল আছে, এক পুল যমুনাতে বেড়ুয়া ঘাটে, আর এক পুল গঙ্গাতে দারাগঞ্জের ঘাটে। এই পুল হইয়া কাশী ইত্যাদি দেশে গমনের পথ। পুল দিয়া গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, উট, গো, মহিষ ইত্যাদি গমনাগমন করে। ডাকের গাড়ী এই পথে গতায়াত করে।

কাম্যকূপ

প্রয়াগতীর্থ তীর্থরাজ। এখানে কাম্যকূপে যে যে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহার কামনা সিদ্ধ হইবে এবং জাতিস্মর হইয়া সেই ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের সকল কর্ম্ম স্মরণ হইবে। প্রয়াগে ডুবিয়া মরিলে কাহারও অপঘাত হইবে না। কেবল বিষপানে (ও) গলরজ্জুতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে অপমৃত্যু হইবে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে আছে। প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বার অধ্যায়। তাহার এক স্থানে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রত্নমালার ইতিহাসে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি একবার প্রয়াগ-তীর্থে কামনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ অথবা স্নান করিবে, সে জন্ম জন্ম প্রয়াগ তীর্থ প্রাপ্ত হইবে।

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ও অক্ষয়বট

মুকুন্দ ব্রহ্মচারী এই তীর্থের পূর্ব্ব পারে সোমেশ্বর শিবের নিকট তপস্যা করিতেন। তাঁহার বীরভদ্র নামে এক চেলা ছিল। ব্রহ্মচারী কঠোর তপস্যাতে পরমেশ্বর প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্ন করিয়া ছিলেন। ভগবদ্মায়া—তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগের মনন হওয়াতে তাঁহার প্রতি পরমেশ্বরের আদেশ হইল যে, 'তোমাকে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে হইবে।' তাহাতে ব্রহ্মচারী দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "এত কঠোর তপস্যা করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে? যদি আমাকে ঐশ্বর্য্য ভোগ জন্য পুনর্ব্বার আসিতে হয়, তবে আমার চেলার কি হইবে?"

তাহাতে আদেশ হইল, 'উভয়ে জন্ম-সুখাভিলাষ পূর্ণ করিয়া আসিবে।' এই আদেশ রহিল। এখানে ব্রহ্মচারীর চেলা ব্রহ্মচারীকে প্রতি দিবস যেমত দুগ্ধ পান করান, সেই মত আহরণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু ছাঁকা হয় নাই। ঐ দুগ্ধ পান করা হইলে পরে ব্রহ্মচারী যোগবলে জানিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দেহ বৃথা হইল। যবন-তুল্য কর্ম্ম হইয়াছে, যবন গৃহে জন্ম লইতে হইবে। এই সকল ভাবিয়া গুরুশিষ্য কাম্যকূপে আসিয়া ব্রহ্মচারী দিল্লীশ্বর ও চেলা মন্ত্রী কামনা করিয়া কূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আকবর সাহা আর বীরবল (রূপে) দুই জনে জন্মগ্রহণ করিলেন। দিল্লীশ্বর আর বীরবলের রাজ্য ভোগ করিতে করিতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। দিল্লীশ্বর মন্ত্রিসহিত প্রয়াগ-তীর্থে পূর্ব্ব তপস্যা-স্থানে আসিয়া বিবেচনা করিলেন, "এই কাম্যকূপে কামনা করিয়া আমি দিল্লীশ্বর হইয়াছি, তবে যে কেহ কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সেই ব্যক্তি এই পদ প্রাপ্ত হইবে। এজন্ত এ কূপ রাখা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমার যোগ ভঙ্গ হইয়াছে। ইহার পর আর কেহ তপস্যাদি করিবে না, সকলেই কাম্যকূপে ঝম্প দিবেক।" এই সকল বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, কাম্যকূপ কলিযুগ জন্ত রাখা কর্ত্তব্য নহে। পরে কাম্যকূপে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিয়া তাহার উপরে কেল্লা করিলেন। তাহার চিহ্ন অদ্যাবধি এই পাওয়া যাইতেছে যে, কাম্যকূপের তীরে অক্ষয়বট। ঐ বটবৃক্ষ অদ্যাবধি জীবৎমান আছে, তাহার উপরে গাঁথিয়া ঘর করিয়াছে। (গাছ) রৌদ্র বাতাস কি বৃষ্টি কিছু পায় না, তথাচ প্রতি বৎসর চারি পাঁচ গাড়ী ডাল কাটিয়া ফেলিতেছে। কেল্লার প্রায় কুড়ি হাত নিয়ে, অন্ধকার ভূমি মধ্যে বট বৃক্ষ আছে, বিনা আলোর তথায় যাইবার ক্ষমতা

হয় না। ঐ স্থানে দুই বৃক্ষ। এক বৃক্ষ সম্মুখে আছে, কিঞ্চিৎ অন্ধকার ঘর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই দেখা যায়। কিন্তু ঐ বট আসল অক্ষয়বট নহে। আসল অক্ষয়বট তাহার পর কুড়ি হাত নীচে যাইলে দর্শন হয়, বক্রভাবে আছে, নিম্নে সরস্বতী, ইহার উপরে কেল্লা। এই বট চারি যুগের। অনেক কষ্টে প্রদক্ষিণ এবং কোল দেওয়া হয়।

গৌতম-আশ্রম

সোমেশ্বরনাথ দর্শন। কেল্লার আড় পার আরইন গ্রামে এই শিব মন্দিরের নিকটে ব্রহ্মচারীর তপোবন। এই গ্রামের দক্ষিণে ঝুসী গ্রাম। এ স্থানে গৌতম মুনির আশ্রম। এই স্থানে গৌতম গঙ্গা-স্নান করিয়া তপস্যা করিতেন।

প্রয়াগে মাঘ-মেলা

প্রয়াগ-তীর্থে মাঘ মাহাতে মেলা হয়। নানা দেশের রাজা ও ধনাঢ্য ও আর আর মনুষ্যগণ এবং সাধু শাক্ত থাকী বৈষ্ণব রামাৎ সন্ন্যাসী নির্ব্বাণী নিরঞ্জনী প্রভৃতি আখড়াধারী গোসাঞিগণ এবং স্বদেশ ও ভিন্ন দেশস্থ ব্যক্তিগণ মকরে কল্পবাস করেন, তজ্জন্য মেলা হয়। নানাদেশ হইতে দোকানদার ও মহাজনগণ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান করে। এই সমস্ত দোকানদারদিগের দোকান বেণী-কিনারে রেতীর উপরে হয়। মধ্যে রাস্তা, দুই পার্শ্বে দোকান। চকবাজারের ন্যায় বাজার বৈসে। ইহার প্রহরী জন্য সহর-কোতোয়াল আপন পদাতিকগণ লইয়া থাকেন। মাজিষ্টর সাহেব সর্ব্বদা তদারক করিতেছেন। এই রেতী মধ্যে যে সমস্ত দোকানদার ও কল্পবাসিগণ বাস করিবে এবং প্রয়াগীগণ যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য যে ঘর বান্ধিবে, ঐ সকল ভূমির মেলায় এক মাহার কর ধার্য্য হয়,

ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বিঘা, উচ্চ মূল্য। দোকানের মধ্য মূল্য, প্রয়াগীর শেষ মূল্য। কল্পবাসীর বৎসর বৎসর করের ডাক হইয়া ধার্য্য হয়। আমাদের কল্পবাসের মানস জন্য বিশেষ জ্ঞাত হইতে হইয়াছে। পৌষের ২০ দিনে বন্দোবস্ত শেষ হয়। মাজিষ্টর কালেক্টর নিরিখ করেন। কোতোয়াল বন্দোবস্তের মালিক।

এ সহরে বাগ-বাগিচা অনেক। কাঁঠালগাছ বাগানে বাগানে আছে, সময়ে ফল পাওয়া যায়।

৮ পৌষ, রবিবার, দশমী ৬০।০।

বেণীঘাটে মুণ্ডন, স্নান-তর্পণাদি। সঙ্গমস্থলে দুগ্ধধারা (ও) ফল-পুষ্পে কনকাঞ্জলি।

৯ পৌষ, সোমবার, দশমী

সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণাদি করিয়া তীর্থশ্রাদ্ধ-ব্রাহ্মণভোজন। সন্ধ্যাগতে আহারাদি।

১০ পৌষ, মঙ্গলবার, একাদশী

সঙ্গমে স্নান-তর্পণাদি, একাদশী-ব্রত, নগর-ভ্রমণ (ও) দ্রব্যাদি ক্রয়।

প্রয়াগতীর্থে সন ১২৬১ সালের বৈশাখ মাহাতে আসিয়া ত্রিরাত্র বাস, মুণ্ডনশ্রাদ্ধ (ও) পরিক্রমাদি করা হয়। কিন্তু তৎকালে নাসাজর হইয়াছিল, এ জন্য লিখা হয় নাই। তৎকালে যে ব্যক্তি পাণ্ডা ছিল নগদার স্থান। এই বার প্রয়াগ-তীর্থের পাণ্ডা ৺জগবন্ধুর পুত্র বিহারী ও জানকী পাণ্ডা, জগবন্ধুর ভ্রাতা রামদীন ও শালগ্রাম এবং ভ্রাতুষ্পুত্র

প্রয়াগের পাণ্ডা

ধনিরাম—ইহাদের বাটী দারাগঞ্জ এবং আচার্য্য যজ্ঞেশ্বর (ও) তস্ত ভ্রাতা বেণীমাধব। ইহারা দশকর্ম্মান্বিত, বাঙ্গালার মতে ক্রিয়াদি উত্তম জানে। আর আর প্রয়াগী যাত্রীদিগের প্রতি যেমত দৌরাত্ম্য করে, তাহা গতবারে চক্ষুতে দেখিয়া জ্ঞানহত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রয়াগীদিগের চরিত্র সত্যযুগের ব্রাহ্মণের ন্যায়। প্রয়াগী-দিগের ব্রহ্মানুষ্ঠান ভাল আছে। সন্ধ্যাহ্নিক পূজা গীতাদি পাঠ করিয়া থাকে। বেণীমাধবের জয়।

প্রয়াগ হইতে কাশী

১১ পৌষ, বুধবার, দ্বাদশী

সঙ্গমস্থলে প্রত্যূষে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া প্রয়াগতীর্থ হইতে সাত ক্রোশ লকটুয়া গ্রাম। ঐ চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে দুই ক্রোশ আসিয়া শরশা গ্রাম, গঙ্গার তীরে। অতি উত্তম বসতি, অনেক ইষ্টকালয় আছে। বাজার গোলাগঞ্জ—ঘাটে অনেক নৌকাতে মাল আমদানি রপ্তানি হইতেছে। তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিলে পর এক ষ্টিমার, তৎপশ্চাৎ লৌহময় তরি, তাহাতে গোরা সৈন্যগণ এলাহাবাদ যাইতেছে। তাহার পর তিন ক্রোশ আসিয়া বারা গ্রামের চড়াতে লাগান করিয়া রুটী কপির তরকারি আহার।

১২ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

বারার চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর শ্রী৺গঙ্গাস্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে বজরা খুলিয়া গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে গ্রাম সকল আছে, জলপথে আট ক্রোশ আসিয়া বকুরাগ্রামের চড়া। এই চড়াতে আহারাদি। ইহার পার্শ্বে ইটুহারা গ্রাম, তাহার পরে চারি ক্রোশ আসিয়া চড়াতে স্থিতি।

১৩ পৌষ, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী

চড়াতে প্রাতঃকৃত্যান্তর স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া পরে তিন ক্রোশ আসিয়া এক গ্রাম, তথায় বাজারাদি এবং গঙ্গা-তীরে জেলেদিগের বসতি (ও) পারঘাট। তথা হইতে এক ক্রোশ আসিয়া রসুলাবাদ গ্রাম (ও) পারঘাট। পরে তিন ক্রোশ জলপথে

আসিয়া কলিঞ্জর গ্রাম, এ গ্রামে অনেক বসতি শবদাহী ঘাট। তাহার পর বেরঙা গ্রাম, আড়পার হেঁড়নিগ্রাম। তাহার পর গেন্ধারোয়া গ্রাম, আড়পার নগরদা গ্রাম। ঐ চড়াতে আহারাদি করিয়া তাহার পর অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া সমরনাথ শিব আছেন, ঝাড়ি মধ্যে। মৃজাপুরের এক মহাজন পূর্ব্ব-কালে মন্দির করিয়া দিয়াছে, বড় জাগ্রৎ দেবতা। তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া ভোরাগ্রাম, পরে দুই ক্রোশ আসিয়া নওগাঁ, পরে এক ক্রোশ দালিপটী গ্রাম, গোপাল-পুরাগ্রাম, পরে বেরাশপুরা, তাহার পরে চড়াতে লাগান করিয়া রাত্রে রুটী তরকারি আহার।

সমরনাথ

১৪ পৌষ, শনিবার, অমাবস্যা

বেরাশপুরার পরের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমা-পন করিয়া পরে দুই ক্রোশ আসিয়া রামপুর গ্রাম। তাহার আড়পার নগর গ্রামে এক দেবালয় আছে, বসতি এবং বাজারাদি আছে। তাহার পর তথা হইতে চারি ক্রোশ আসিয়া শ্রী৺বিন্দুবাসিনী দেবীর নগর। শ্রী৺গঙ্গাতীরে ঘাটবান্ধা, ঐ ঘাটের উপর উঠিয়া অর্দ্ধ পোয়া গমন করিলে পরে শ্রী৺বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী মহাদেবীর শ্রীমন্দির, চতুষ্পার্শ্বে দরদালান, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ পূজা পাঠ করিতেছে। দেবীর মন্দির বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণগণ আছেন।

বিন্দুবাসিনী

পশ্চিমদ্বারী মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে যে মন্দির তাহার ভিতরে পশ্চিমমুখে দেবী আছেন, সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা। ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকৃতি সুঠাম গঠন।

এ মন্দিরের তুল্য মন্দির পশ্চিমদিকে, তাহাতে মহাকালীর মূর্ত্তি। তাহার পশ্চিমে এক মন্দির, তাহাতে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, (৩) মহাকালীর মূর্ত্তি আছে, এ সকল কল্পিত করিয়া রাখিয়াছে। আদিস্থান বিন্ধ্যাচল, ত্রিকোণ-যন্ত্রাকৃতি। ইহার তিন কোণে তিন মহাদেবী আছেন।

যোগমায়া

যোগমায়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর ৺গঙ্গাতীর হইতে এক ক্রোশ ঈশানে। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির হইতে যাইবার পথ প্রস্তরাবদ্ধ। ক্রমে উচ্চে উঠিতে হয়, দুই পার্শ্বে প্রস্তরের দোকান। শিল, জাঁতা, চন্দন-পীড়ি, মোটা বাটী, কুঁড়ি ইত্যাদির দোকান সকল। ঐ পথ হইয়া যাইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যোগমায়া মহাদেবী অষ্টভূজা। এই দেবী কংসের হাত হইতে আসিয়া বিন্ধ্যগিরি উপরে আছেন। ইঁহার মূর্ত্তি এক্ষণে মন্দিরের দেওয়ালে গাঁথা আছে, দেবীর অতি উত্তম মূর্ত্তি।

পর্ব্বত উপরে যোগমায়া দর্শন করিয়া মধ্যস্থলে গুফা মধ্যে গবাক্ষদ্বারের স্থায় দ্বার দিয়া যাইয়া এক সন্ন্যাসীর তপোস্থান। তিনি বহু দিবস তপস্যা করিয়া সম্প্রতি গুপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার গুফা দর্শন করিয়া, পরে মহাকালী নিম্নে বায়ুকোণে আছেন, তাঁহার দর্শনাদি। তিন কোণে তিন দেবীর দর্শন করিয়া উত্তরদিকে গঙ্গাতীর হইতে অর্দ্ধ পোয়া অন্তরে বটুকভৈরব শিব আছেন, আর অনেক শিবালয় এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের অর্থাৎ বাটীর চতুষ্পার্শ্বে পাণ্ডাদিগের বসতি, পাঁচ শত বত্রিশ ঘর পাণ্ডা। চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত বাজার; হালওয়াইদিগের দোকানে মিষ্টান্ন পক্কান্ন সুশোভিত আছে। চিড়া

তৈয়ার হইতেছে, চাউলভাজা ছোলাভাজা এবং আর আর সকল চর্ব্বণ-দ্রব্য সকল এবং আর্দ্র চণক ও মটর ঘৃতসিক্ত ফুলারি পকৌড়ি নানামতে দোকানে সাজান। আর আর সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। প্রায় দুই শত দোকান এক এক স্থানে আছে। তরি-তরকারি সকল পাওয়া যায়, মটরশুটি এ বৎসর প্রথম এই স্থানে দেখা হইল।

মহাকালীর সম্মুখে প্রতি দিবস অনিয়মিত বলি প্রদান হয়। রুধির-ধারে স্থান পরিপূর্ণ আছে। বিন্ধ্যাচলবাসী প্রায় সকলে মৎস্য-মাংসভোজী এবং দেবীস্থান জন্য সুরাপানাদি আছে।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের ভিতর দেবীর সম্মুখে এক কাঠরা আছে। এ কাঠরামধ্যে যাত্রীদিগকে পাণ্ডাগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রবিষ্ট করায়।

বিন্ধ্যবাসিনী

তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেই দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভোগ ইত্যাদি নানাবাবুদ করিয়া কিছু লয়, অতি দুঃখী হইলেও চারি আনার কম লয় না। যে পর্য্যন্ত দিবার স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ রাখে। ভিক্ষুক অধিক, কুমারীগণ পয়সার জন্য ভ্রমণ করিতেছে। অতি সুরূপা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাগণ পর্য্যন্ত কুমারীভাবে দেবীর মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে। মালীগণ পুষ্পমাল্য লইয়া বিক্রয় করিতেছে। বসতি প্রায় চারি হাজার ঘর হইবে। এখানে স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, বালকগণ পড়িতেছে।

মহাদেবী বিরাজিতা। তাঁহার কৃপাতে সকলেই উপার্জ্জন করিতেছে, কেহ নিরানন্দ নহে। দেবীস্থানে স্ত্রীগণের বলবুদ্ধি অধিক, স্ত্রীপ্রধান।

অনেক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যোগিগণ পর্ব্বতে নগর মধ্যে তপস্যা

করিতেছে। এই সকল নানাস্থান দর্শনাদি এবং নগর-ভ্রমণ করিয়া চড়াতে আসিয়া আহারাদি করিয়া, তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া মৃজাপুর সহর।

মৃজাপুর সহর দুই ক্রোশ, তাহার পর ছাউনী দুই ক্রোশ। সহর মধ্যে মহাজনদিগের গদি এবং দোকানদারদিগের বসতি। সকল জাতি আছে, সহর অতি উত্তম। এখানে সকল দ্রব্যাদির সওদাগরি ভাল হইতেছে। সওদাগরদিগের আড়ত অধিক আছে। তুলা ও তিসি আর বস্ত্রাদির মহাজন, নানাদেশীয় ব্যক্তিগণ (ও) অনেক বাঙ্গালির কারবারের কুঠী আছে। বড় বড় ধনাঢ্য কুঠীওয়াল আছে।

মির্জ্জাপুর

শ্রী৺গঙ্গার ঘাট সকল প্রস্তরে বান্ধিয়া দিয়া উপরে শিব-স্থাপন (ও প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির অতি সুগঠন। ঘাটে ঘাটে ঘাটীয়াল সকল আছে, তাহারা তিলকাদি দিয়া উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করিতেছে। এমত পঁচিশ ঘাট আছে। গঙ্গা হইতে এক শত ধাপের অর্থাৎ সিঁড়ির কম নহে, সহরের উপর উঠিতে ইহার অধিক আছে। এই সকল সিঁড়ি চড়িয়া নাগরীগণ জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে ধরিয়া অবলীলাক্রমে উঠিতেছে। গঙ্গার প্রভাবে সহরের দিক্ ভাঙ্গিতেছে, তাহাতে অনেক বড় বড় বাটী-ঘর বাগ-বাগিচা পোক্তা-পোস্তা গাঁথনি সমেত গঙ্গাতে পড়িতেছে। কিন্তু স্থানের মায়াজন্য অর্দ্ধেক ঘর ভাঙ্গিয়াছে, তথাচ স্থান ত্যাগ করে না।

মির্জ্জাপুরে গঙ্গার ঘাট

সহর মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবী স্থাপিত আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত সুগঠিত মন্দির সকল সুশোভিত। সহরে দশ হাজার ঘর বসতি, ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী সকল। তদ্ভিন্ন

কাঠের ঘরবাটী আছে, সকল মনুষ্য বাণিজ্য করিয়া সুখী। এ সহরে দুঃখী প্রায় নাই।

এখানে দুলিচা গালিচা আসন উত্তম উত্তম তৈয়ার হইতেছে, আট আনা অবধি তিন টাকা পর্য্যন্ত গজ পাওয়া যায়। লাল-পাথরের শিল জাঁতা চৌকী কুঁড়ি স্থানে স্থানে অনেক হইতেছে। পশমিনা ইত্যাদির মহাজন, লাহোর অমৃত-সহরের পাঠান সকল, চাউল, দাল. আটা, গম, কলাই, সরিষা, তিসি, ভুষি ইত্যাদি ভুরি দ্রব্য সকলের মণ্ডী আলাহিদা। সহরের রাস্তা পাথর দিয়া পাকা বাঁধা, নৰ্দ্দমা পাথর খুদিয়া বান্ধিতেছে, সহরের মধ্যস্থলে কোতোয়ালি।

এখানে সৈন্যগণ ছাউনীতে থাকে, গোরাপল্টন ও কালা-পল্টন দুই আছে, অনেক সাহেব সরকারি কর্ম্মে আছে, তদ্ভিন্ন সওদাগর সাহেব সকল আছে, দুই শত বাঙ্গালা আছে। ছাউনীতে জজ মাজিষ্টর কালেক্টরের কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা ইত্যাদি (ও) সাহেবদিগের আহার-ব্যবহারের দ্রব্যাদির বাজার ছাউনীর নিকট। এই সহরের বাজার স্থানে স্থানে দেখিয়া নগর ভ্রমণ করিয়া, এক কেতা নোট ভাঙ্গাইয়া, মুজাপুরের পিতলের বাসন এবং বাটলো উত্তম (হয়), সেই জন্য কাঁসারি-পটীতে ক্রয় জন্য যাওয়াতে পাওয়া গেল না; তাহার কারণ অমাবস্যা ও একাদশীতে কাঁসারি ও কাপড়ের দোকানে খরিদ-বিক্রয় হয় না, এজন্য হইল না। অদ্য অমাবস্যা।

এখানে কলুটোলানিবাসী গুণাকৃষ্ণরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, মাধবদত্তের কানুসারনে তিনির কুঠীর গমস্তা। রাণীতলাব, হর্ষকারিণী ঝিল (ও) স্কুলাদি দেখিয়া মুজাপুরের পারে বজরা না

রাখিয়া, এক ক্রোশ আসিয়া ছাউনীর আড়পারের চড়াতে লাগান করিয়া রান্ধে রুটী তরকারি আহার হয়।

১৫ই পৌষ, রবিবার, প্রতিপদ

মৃজাপুরের আড়পারের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া তথা হইতে দুই ক্রোশ আসিয়া জলের অতিশয় বেগ হেতু যে সমস্ত নৌকা উজান উঠিতেছে অতি কষ্টে নৌকা তুলিতেছে। মাস্তুলে গুণ দিয়া আট জন (৫) গলুয়ে কাছি দিয়া তিন জন টানিতেছে। তাহারা প্রায় মৃত্তিকাতে মিশাইয়া পড়ে, এমত জোরে টানিতেছে। তাহাতেও না উঠাইতে পারিয়া তাহার উপর তিন চারিটা ধ্বজি, সাত আট জনাতে ঠেলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তুলিতেছে, এত জলস্রোত। ভেটেল নৌকা চকিতের ন্যায় আইসে। এই মত এক ক্রোশ পথ, তাহার পর শকুরা গ্রাম। এখানে জল সহজ গতি। পরে এক ক্রোশ আসিয়া রামনগর গ্রাম, পায়রঘাট। এই স্থানে বাতাস উঠিয়া সুবাতাস হয়। বেলা নয় দণ্ডার সময় দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে চণ্ডালগড় পহছান হয়। জলপথে ষোল ক্রোশ।

চণ্ডালগড়ে পাহাড়ের উপরে এক কেল্লা আছে, বাহির হইতে দেখিতে যৎসামান্য কেল্লা, কেবল উচ্চ, পরে প্রাচীর আর ছোট মুরচা দেখা যায়। কিন্তু ভিতরে বারিক ইত্যাদি বাড়ী সকল আছে। এই কেল্লাতে এক্ষণে পঞ্জাবের এক সর্দার কয়েদ আছেন, এজন্য এক পল্টন গোরা আছে, প্রহরী দৃঢ়রূপে আছে। কিন্তু কেল্লা দেখিতে যাইবার নিষেধ নাই। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র

চণ্ডালগড়

দেখা যায়। কেল্লা অতিশয় মজবুদ। বিপক্ষ বাহির হইতে কোনমতে বুরুজাতে আঘাত করিতে পারে না। চতুষ্পার্শ্বে এমত পাহাড়ের পোস্তা যে, কেহ উঠিতে পারে না। পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বদিকে নদী আবজো পাহাড় হইতে আসিয়াছে।

চণ্ডালগড়ের কেল্লা

ভিতরে বাগান এবং কেল্লার রীতি মতে রাজাদিগের অন্দর মহল পর্য্যন্ত বাটী সকল আছে। তেহারা কেল্লা, পূর্ব্বকালে চন্দ্রগুপ্তরাজার কেল্লা ছিল। রামনগরের রাজা অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে কোম্পানী বাহাদুরের এক বাজার আছে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের তার অধিক ধনাঢ্য লোক নাই, নগর তুল্য স্থান। প্রায় ৪০ জন সাহেবের বাঙ্গালা আছে। পাঁচটা ভাল বাটী কেল্লার উত্তরদিকে, তাহাতে সাহেব সকল আছে। ঐ স্থানে গোরস্থান। গঙ্গাতীরে পুষ্পাদির ভাল বাগান আছে।

চণ্ডালগড়ের তামাক অতি উত্তম। মৃত্তিকার বাসন সকল অতিশয় পাতলা এবং দেখিতে ততোধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও মজবুদ। দোকান সকলে মৃত্তিকার বাসন হুকা, কলিকা, গুড়গুড়ি, করদী, খোড়িয়া, গুড়িশোরা, চাদান ইত্যাদি নানামত বাসন সকল সাজাইয়া রাখিয়াছে। যে যে রঙ্গের আছে, সেই সেই পাথরের দ্রব্যের ন্যায় বোধ হয়।

কেল্লা বাজার, লাল দরজার বাজার, কোতোয়ালি, ডাকঘর, গোরাবারিক এবং নগর মধ্যে বসতি সকল, দেবদেবীর মন্দির ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র দেখিয়া, কেল্লার দক্ষিণে চড়াতে সন্ধ্যাগতে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল। কেল্লার মধ্যে রাজা ভরতের শিবস্থাপন। তথায় জেলেখানা।

১৬ পৌষ, সোমবার, দ্বিতীয়া

চণ্ডালগড়ের চড়ার ঘাটে প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি করিয়া, তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া ছোট-কলিকাতা। এই স্থানে এক্ষণে সাহেবদিগের থাকিবার দশখানা বাঙ্গালা আছে, তাহাতে সাহেবগণ আছে। এক বাজার এবং বসতি আছে, বাজারে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান সহর তুল্য ছিল। প্রথমে কোম্পানীর ফৌজদার-দিগের ছাউনী, তুরুক-সওয়ারের লাইন আর তিন পল্টন গোরা থাকে, তাহাতে ছোট-কলিকাতা নাম হয়। এইখান হইতে সন্ধান করিয়া পার হইয়া চণ্ডালগড়ের কেল্লা মারিয়া মুজাপুর পর্য্যন্ত দখল করে। চণ্ডালগড় লুঠ হইবার সময়ে মুজাপুরওয়ালা আসিয়া কোম্পানীর সহিত মিল করিয়া অনুগত হয়। এজন্য মুজাপুর লুঠ হয় নাই।

ছোট-কলিকাতা

এই ছোট-কলিকাতাতে তুরুক-সওয়ার তৈয়ারি হইত, এক্ষণে কিছু নাই। পরে তথা হইতে তিন ক্রোশ আসিয়া রাইপুরিয়া গ্রাম। তাহার উপরের আড়পারের চড়াতে আহারাদি করিয়া, বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে বজরা খুলিয়া, তিন ক্রোশ আসিয়া রামনগর, যে স্থলে রাজার বাটী। ইহার নাম ব্যাসকাশী। এখানে ব্যাসের স্থাপিত শিব এবং ব্যাসের মূর্ত্তি আছে। সহর তুল্য স্থান। রাজ-বাটী উত্তম, গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে। কেল্লামধ্যে বাটী। রাজার আসবাবাদি অধিক আছে, তাহার সংখ্যা নাই। রাজার নয় লক্ষ টাকার রাজ্য নিকর আছে। তদ্ভিন্ন জমিদারী প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার।

ব্যাস-কাশী

রামনগর হইতে শ্রী৺কাশীধামের অসির ঘাট অর্দ্ধ ক্রোশ। এখান হইতে বরুণা তিন ক্রোশ। পঞ্চক্রোশী কাশীধাম, অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। উত্তরবাহিনী গঙ্গা। অসিতে লাহোরনিবাসী পঞ্জাবী রাজা রণজিৎ সিংহের পুরোহিত রাজা মেছরের এক বাটী এবং বাগান আছে—শ্রী৺জগন্নাথ দেবের বাটী।

কাশীধাম

অসি-সঙ্গম-স্থানে সঙ্গমেশ্বর শিব। এই ঘাটে বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে পহুছিয়া পরে চারি দণ্ড বেলা থাকিতে কেদার-ঘাট ইত্যাদি পশ্চাৎ করিয়া নারদ-ঘাটে বজরা লাগান করিয়া আমি এবং মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর অন্বেষণ জন্য শ্রীযুত শিবরতন বাবুর পাণ্ডার নিকট গমন করি। পথিমধ্যে বালক পণ্ডিত যাত্রাওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তিন জনাতে শিবরতনের নিকট তাহার বৈঠকে যাইয়া তাহাকে শুদ্ধ সন্ধ্যার সময়ে বজরাতে আসা হয়। রাত্র ছয় দণ্ড গতে শ্রী৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া বজরাতে আসিয়া তীর্থোপবাস হইল।

কাশীর বিবরণ

১৭ পৌষ, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

প্রাতে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে যাইয়া প্রাতঃকৃত্য স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া, তদন্তে কাশী নগরীতে চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাটে আসিয়া, শ্রী৺কেদারেশ্বর দর্শন করিয়া, বাঙ্গালি-টোলার তরকারি বাজারের উপরে বাগবাজারনিবাসী জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া থাকিয়া তীর্থকর্ম্মাদি করা হয়। এ বাটী বারাসতনিবাসী শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পে-অফিসের কেরাণীর। তেঁহ কালী বাবুর থাকিবার জন্ত দশ টাকা মাসিক ভাড়াতে পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ বাটীতে স্থিতি হইল। সন্ধ্যাগতে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন।

চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট

কাশীধাম আনন্দ-কানন, ব্রহ্মনাল, গৌরীপৃষ্ঠে মহাশ্মশানে। পঞ্চক্রোশী কাশীধাম। ইহার মধ্যে সকল তীর্থ এবং দেবদেবীর অধিষ্ঠান এবং স্ব স্ব নামে শিব-স্থাপন আছে। সকল তীর্থের এবং দেবদেবীর নাম কাশীখণ্ডে আছে। কাশী-মাহাত্ম্য সকল তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

শ্রী৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির মহারাজ রণজিৎ সিংহ সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। কাশীপুরীর রাজা বিশ্বেশ্বরের অমূল্য রত্নাদি ভাণ্ডারে আছে। পাণ্ডা-মহারাজ সাক্ষাৎ কুবের। সুবর্ণ-রজতে নির্ম্মিত রাজ-পরিচ্ছদের নানামত দ্রব্যাদি আছে। আসাশোটা, ছত্র, আড়ানি, চামর,

বিশ্বেশ্বর-মন্দির

মোরছল, বল্লম ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য সকল আছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রধান দ্বার দক্ষিণ-দিকে। তাহার সম্মুখে রাস্তার দক্ষিণদিকে নহবৎ। বাটীর ভিতরে দক্ষিণদিকের পশ্চিম ধারে আশাপুরী দেবী লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা। পশ্চিমদিকে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তাহার বাহিরে ভৈরবনাথ দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের কাছারিতে যাইতে হয়। উত্তরদিকের পশ্চিমধারে পার্ব্বতীমূর্ত্তি স্থাপিত। পূর্ব্ব-ধারে অন্নপূর্ণামূর্ত্তি স্থাপিত। কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার আলাহিদা বাড়ী ইত্যাদি আছে। পূর্ব্বদিকে কিছু নাই। দক্ষিণদিকের পূর্ব্বধারে অবিমুক্তেশ্বর শিব আছেন, আর বিশ্বেশ্বরের নন্দীশ্বর আছেন।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চারি দ্বার। পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাটমন্দির। তাহার মধ্যস্থলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্থাপিত শিব আছেন। নাটমন্দিরের পশ্চিমে দণ্ডপাণীশ্বর শিব। উত্তরদ্বারে পূজারি ব্রাহ্মণ, পদাতিক (ও) এক পাণ্ডাজি নিয়োজিত থাকে। নাটমন্দিরে এবং স্থানে স্থানে রাজাদিগের শিবস্থাপন আছে। বিশ্বেশ্বরের উপরে সর্ব্বদা হর হর শব্দে লোক সকল গঙ্গাজল বিল্বদল দিতেছে। মন্দিরের পশ্চিমদিকে বিশ্বেশ্বরের সভামণ্ডপ। তথায় অনেক শিবলিঙ্গ (ও) দেবদেবাদির মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এ স্থানে নয় মণ্ডপের পূজা হয়। নয় বেধীর নাম— ... ...

ইহার উত্তরে জ্ঞানবাপী (নামে) এক কূপ। যৎকালে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী কাশীধামে আইসেন, বিশ্বেশ্বর পূজার জলমানসে আপন মুষ্ট্যাঘাতে মৃত্তিকা খনন করাতে তাঁহার যোগবলে ভোগবতী উঠেন। ঐ কূপ এস্থানে। অষ্টবেদীতে অষ্টমূর্ত্তির পূজা হয়।

অন্তর্গৃহী এবং পঞ্চক্রোশী করিবার সময়ে জ্ঞানবাপীর যে মণ্ডপ

জ্ঞানবাপী

আছে তাহাতে তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া পূজা এবং সঙ্কল্প করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হয়। জ্ঞানবাপীর জলস্পর্শ জন্য এই কূপের পশ্চিমদিকে সোপান। তাহাতে তালাবদ্ধ, উপরে লোহার রেল আছে, ইহার পূর্ব্বদিকে তারকেশ্বর শিব আছেন।

উত্তরদিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাণ মন্দির আছে। বিশ্বেশ্বর গুপ্ত হইয়াছেন। তাহার কারণ আওরঙ্গজেব বাদসাহ ঐ মন্দিরের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপন ভজনের মসজিদ করিয়াছেন এবং

বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করিয়া তাহার উপরে আপন কবরস্থান (নির্ম্মাণ করিয়া) আপন কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুরাতন মন্দিরের ভিতর মঠ এবং কুম্ভকযোগে কয়েকজন সাধু যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। সেই স্থানের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়াছে তথায় মুসলমান রক্ষকগণ আছে, কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। কেহ কেহ বহু যোগাযোগে নানামত স্তব স্তুতি এবং রক্ষকগণকে পুরস্কার দিয়া তন্মধ্যে যোগঃ সাধনে যাইতেন। এক ব্যক্তি কিছুদিন সাধনাভ্যাসে শ্বাসের দ্বারায় আসনসিদ্ধ হইয়া এক হস্ত-প্রমাণ শূন্যে উঠিবার ক্ষমতা হইলে পরে উন্মাদ বায়ুগ্রস্ত হন। তাঁহার প্রমুখাৎ শুনা হইয়াছে, ঐ স্থানে যোগিগণ যোগাসনে বাহ্যজ্ঞান ও স্পন্দনরহিত হইয়া আছেন। তেঁহ অদ্যাবধি জীবৎমান আছেন। বাগবাজারনিবাসী অভয়াচরণ মিশ্রের গুরুপুত্র, নাম ... ... তর্কালঙ্কার, বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। ন্যায়, তন্ত্র, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যাপক।

ইহার উত্তরে পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচ শিব-স্থাপন।

বিশ্বেশ্বর মহল্লায়···ফটক। এই ফটক মধ্যে পাণ্ডাজির হুকুম। পশ্চিম ফটকের উত্তরদিকে ঢুণ্ঢীগণেশ আছেন। ইঁহার দর্শন, পূজা করিয়া পশ্চাৎ বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার দর্শনাদি। এই গণেশ ব্যাসদেবকে ছলনা করিয়াছিলেন। এই ফটকের উপরে অন্নপূর্ণার নহবৎখানা। উত্তরদিকে পাণ্ডামহারাজের অন্নপূর্ণা অন্নসত্রবাটী। দক্ষিণে অন্নপূর্ণার বাড়ী। শ্রীমন্দির বিরাজিত। মন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর তিন দিকে দ্বার, পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি আছে। সম্মুখে রূপার থাম দিয়া বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছে। দেওয়াল মধ্যে মূর্ত্তি আছে। দেবীর সুবর্ণ-রজতের মুখাদি নির্ম্মিত। তাহাতে শিঙ্গার আদি হয়। মহামায়ার ধনের কথা কি বলিব! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপে কাশীধামে বিরাজ করিয়া অটলা। ছত্রমধ্যে অন্নদান করিয়া জীবজন্তু কীটপতঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীবকে পরিবেশন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছেন।

অন্নপূর্ণার বাড়ীতে ঈশানকোণে কুবেরেশ্বর, অগ্নিকোণে সূর্য্য-নারায়ণ, নৈঋ্‌তকোণে গণেশজি (৩) পশ্চিমদিকে চতুর্ভুজনারায়ণ আছেন। নাটমন্দিরের বায়ুকোণে গোসাঞি চৌকির উপর বসিয়া তুলসির তিলক দেন। দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণগণ পূজা পাঠ করে এবং ব্যাসাসনে একব্যক্তি পুরাণ পাঠ করে। অন্নপূর্ণার সেবা পারিমতে আছে। গোসাঞি মাসে দশ দিবসের পারিদার। আর আর অনেক পারিদার আছে। সেবার বরাদ্দ অধিক নহে।

রাস্তার উত্তর অক্ষয়বট, বড় হনুমান। দক্ষিণ শনৈশ্চর দেবতা, ইহার পশ্চিমে বিশ্বেশ্বরের গদি। এই স্থানে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

থাকেন। পূর্ব্বকটকের উত্তর ও দক্ষিণ দুই পাশে পাণ্ডাজির দেওয়ানখানা।

শ্রীশ্রীকাশীধামের যাত্রাদি—দক্ষিণ-মানসে যাত্রা, কেদারঘাটে স্নান। এই স্থানে গৌরীকুণ্ড, চক্রতীর্থ, আদিমণিকর্ণিকা এবং মহাশ্মশান।

এই কেদারঘাটে স্নান করিয়া কেদারেশ্বর দর্শন। কেদারের অতি বৃহৎ বাটী। তাহার মধ্যে মধ্যস্থলে কেদারের পিণ্ডাকৃতি মূর্ত্তি, হিমালয়স্থ কেদারের সহিত এক-যোগ। ভিতরে চিহ্ন এবং যোড়ঙ্গ আছে।

কেদারেশ্বর

মন্দির-নির্ম্মাণ সময়ে খনন করাতে প্রায় ত্রিশ হস্ত পর্য্যন্ত অনেকে গতায়াত করিয়া দেখিয়াছেন। কোথাও বৃহৎ মোটা, কোথাও সরু, কোথাও অতিশয় সরু এইরূপে আছেন। তাহার নিম্নে সুড়ঙ্গ।

কেদারঘাটের উদক-পানের নিয়ম এবং মাহাত্ম্য বায়ুপুরাণে কেদারখণ্ডে বিশেষ প্রকাশ আছে। হিমালয়স্থ কেদার-সমীপে রেত-কুণ্ড, উদক-কুণ্ডে যদ্রূপ জলপান। দক্ষিণ হস্তে তিন গণ্ডূষ, বাম হস্তে তিন গণ্ডূষ, অঞ্জলিতে তিনবার, গোগ্রাসে তিনবার, দশাক্ষরী কি পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র পাঠে পান করিলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া হৃদ্-মধ্যে শিবলিঙ্গাকৃতি হয়।

কেদার-ঘাট

কেদারনাথের অতিশয় বিভব। ইঁহার পাণ্ডা তৈলঙ্গদেশীয় গোসাঞি কুমারস্বামী। কেদার কাশীধামের জমিদারস্বরূপ। কেদারের বাটী-ঘর বাগ-বাগিচা স্থানে স্থানে আছে। কেদারের বাটীর ভিতরে চতুষ্পার্শ্বে দেব-দেবীর মূর্ত্তি সকল আছে। মন্দিরের উত্তরপার্শ্বে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ এবং পার্ব্বতী-মূর্ত্তি। পৃথক্ পৃথক্ স্থানে। দক্ষিণদিকে তৈলঙ্গদেশীয় ধাতুময় রাম-সীতা এবং নারায়ণমূর্ত্তি।

পশ্চিমদিকে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং কালীদেবী। দক্ষিণপার্শ্বে নারায়ণী আর সর্ব্বত্র শিবময়। অতি মনোরম স্থান। পূর্ব্বদিকে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা বিরাজিতা। ঘাটের উত্তরাংশে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব এবং তৎস্থানে অনেক দেবদেবী স্থাপিত আছেন।

ঘাটের দক্ষিণদিকে মহাশ্মশানবাসী শিব মঞ্চোপরি আছেন। অতিশয় উগ্রমূর্ত্তি। কেহ সে স্থানে বসিয়া সাধন করিতে পারে না। বড় বড় জাপক সিদ্ধগণ যোগিগণ যোগ সাধনে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

শ্মশানেশ্বর শিব

স্থানান্তরে ফেলিয়া দিয়াছে। ঐ শিবের মন্দিরাদি নাই। যদি কেহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা তৎক্ষণাৎ সমূল উৎপাটন করিয়া নির্ম্মূল করেন।

কেদারেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, চিন্তামণিগণেশ, ছোট হনুমান্, বড় হনুমান্, লোলার্কতীর্থ, কোণার্কেশ্বর, কোণার্কাদিত্য, অমরেশ্বর, পরাশরেশ্বর, অর্কবিনায়ক, অসিসঙ্গম, সঙ্গমেশ্বর, জগন্নাথজিউ, পুষ্কর তীর্থ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, দুর্গাকুণ্ড, দুর্গাবিনায়ক, দুর্গাদেবী, ভদ্র-কালী, কুক্কুটেশ্বর, মহামায়া, রেণুকা, তিল-ভাণ্ডেশ্বর—দক্ষিণমানসে এই সকল প্রধান প্রধান দেবদেবীর তীর্থগণের দর্শন স্পর্শন পূজা স্নানাদি করিয়া এক দিবসের যাত্রা সমাপন হয়।

দক্ষিণমানস

জগন্নাথজির বাটী চারিখণ্ড, বৃহৎ বাটী। তাহার মধ্যে বাগান ও নারিকেলগাছ আছে। পূর্ব্বে নারিকেলগাছ এই স্থান ভিন্ন আর কোথাও ছিল না, এক্ষণে গুরুধামে এবং শিক্‌রোলেও দুই তিন বাগানে হইয়াছে। জগন্নাথের বাটীর ভিতরে পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি। দক্ষিণ-দিকে নৃসিংহদেব, পশ্চিমদিকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন জানকী

পাঁচ মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে অসিসঙ্গম ঘাটের উপর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বিরাজিত আছেন।

তিলভাণ্ডেশ্বর জালার আকৃতি। শৌণ্ডিকালয়ের জালামধ্যে এক ব্রাহ্মণ-পুত্র স্ত্রী-আসক্তি প্রযুক্ত লুকাইয়া থাকাতে, প্রাণবিয়োগ হইয়া কাশী জন্ত শিবলোক প্রাপ্ত হন। জালামধ্যে পিণ্ডাকৃতি হওয়ার জন্ত পিণ্ডাকৃতি শিব হইলেন। প্রতিদিবস তিল-প্রমাণ বৃদ্ধি বর পাইয়াছেন।

তিলভাণ্ডেশ্বর

লোলার্কতীর্থ এক কুণ্ড। এই কুণ্ডের জল সময় সময় বর্ণান্তর হয়। অদ্যাবধি ছয় ঋতুতে ছয় বর্ণ হইতেছে। ঐ কুণ্ডে সূর্য্যনারায়ণের ধ্যানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে যে মানসে স্নান করিবে, তাহার সুফল হইবে। সূর্য্যদেব লোল হইয়া এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন।

লোলার্কতীর্থ

দুর্গাকুণ্ড—পুষ্করিণী, চতুর্দ্দিকে প্রস্তরে সোপানবদ্ধ প্রস্তরের জাঠ। ঐ কুণ্ডের চারি দিকে পথ আছে, পথে রেল দেওয়া। কুণ্ড মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও কচ্ছপাদি আছে। দুর্গাবিনায়ক পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, দক্ষিণদিকে দুর্গাদেবীর ভবন, তাহাতে দশভুজা মূর্ত্তি আছেন। মন্দিরের পশ্চিমদিকে দক্ষিণ-কোণে কালী দেবী আছেন। কাশী-ক্ষেত্রের মধ্যে আর আর অনেক দেবীমূর্ত্তি আছেন। কোথাও ছাগাদি বলি প্রদানের প্রথা নাই। কেবল দুর্গা দেবীর বাটীতে হননাদি হইত। এক্ষণে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা মদ্য-মাংস অত্যন্ত প্রয়াসী, তাঁহারা গোপনে নিজালয়ে বীরভাব হইয়া পশুর ন্তায় আচরণ করিয়া শিববাক্য মিথ্যা করিয়া পশুবধ করিতেছেন।

দুর্গাকুণ্ড

পশ্চিম-মানস অর্থ পশ্চিম দিকে যে সমস্ত দেবদেবী তীর্থগণ আছেন, তাহার মধ্যে প্রধান-প্রধানের দর্শন, স্পর্শন, পূজন (ও) স্নান-তর্পণাদি।

পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, গরুড়েশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, লোপামুদ্রা, কাশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বিমলাদিত্য, ধ্রুবেশ্বর, সূর্য্যকুণ্ড, সাম্বাদিত্য, লক্ষ্মীকুণ্ড, লক্ষ্মণদেবী, রামকুণ্ড, রামেশ্বর, লবেশ্বর, কুশেশ্বর, বটুক-নাথ, কামাখ্যাদেবী, বৈদ্যনাথ, শম্ভুধারা, শম্ভুকর্ণ (ও) মহাদেব। পশ্চিম দিকের যাত্রা সমাপ্ত। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবী আছেন।

উত্তর-মানস অর্থাৎ উত্তর দিকে দেবদেবী তীর্থগণের দর্শন, স্পর্শন (ও) পূজা ইত্যাদি।

মণিকর্ণিকাতে এবং চক্রতীর্থে স্নান-তর্পণাদি। মণিকর্ণিকেশ্বর, সিদ্ধবিনায়ক, সঙ্কটা দেবী, বশিষ্ঠ, বামদেব, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, আত্ম-বীরেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, নাগেশ্বর, অগ্নীশ্বর, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, চন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রকূপতীর্থ, বিশ্বেশ্বর, গভস্তীশ্বর, মঙ্গলাগৌরী, ময়ূখাদিত্য, লছমন বাবা, বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গেশ্বর, পাপভক্ষেশ্বর, কালভৈরব, নবগৃহেশ্বর, দণ্ডপাণি ভৈরব, মহাকালেশ্বর, রত্নেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, বৃদ্ধকালতীর্থ, অমৃতকুণ্ড তীর্থ, ধন্বন্তরিকূপ, ঋণমোচন, পাপমোচন, কপালমোচন, তরণী, বৈতরণীতীর্থ (ও) লাট ভৈরব।

মণিকর্ণিকা

এই লাটভৈরবে ভৈরবের দণ্ড এবং ভৈরবের জাঁতা। কাশী-ক্ষেত্রে পাপকর্ম্ম করিলে দেবমানের ষাট হাজার বৎসর ভৈরব-জাঁতাতে পেষণ হইয়া পরে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইলে মুক্তির সম্ভাবনা। এই ভৈরব-জাঁতা লইয়া হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হয়। ঐ স্থানে

মুসলমানেরা আমাদের স্থান বলিয়া এক মসজিদ করিবার সূত্রপাত করাতে কাশীবাসী হিন্দুগণ তাহাতে আপত্তি করিয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়া, মুসলমানদিগকে পরাভব করিয়া দুরবস্থা করে। পরে রাত্রিযোগে মুসলমানগণ একত্র হইয়া লাট-ভৈরবের জাঁতা বেষ্টিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি দেয়; তাহাতে জাঁতার হানি না হওয়াতে, পরে গোহত্যা করিয়া ঐ জাঁতাতে গোরক্ত দিয়া অগ্নি দেওয়াতে জাঁতা ভগ্ন হইয়া যায়। তাহার পরে প্রাতে হিন্দুগণ জ্ঞাত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে জজ রেনলিক এবং ... ... সাহেব বারাণসীর কর্ম্মাধ্যক্ষ। তাঁহারা অনুমতি করিলেন, "তোমাদের ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তোমরা এক প্রহর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ কর।" এই হুকুমে সকল হিন্দুগণ অস্ত্রধারী হইয়া মুসলমানের সহিত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করে। তাহাতে সহস্র সহস্র মুসলমান হত হয় এবং যাহারা এ স্থলে জীবৎমান ছিল, তাহাদের মুখে শূকর-রক্ত এবং গোবর ইত্যাদি দিয়া কর্ণচ্ছেদ করাইয়া নানামত দুরবস্থা করে এবং যেখানে যেখানে মুসলমানের দেবালয় ছিল তাহাতে শূকর-ছেদন (ও) স্ত্রীগণের দুরবস্থা প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত করাতে অনেক মুসলমান দেশত্যাগ করে। পরে সাহেবগণ আসিয়া হিন্দুদিগকে স্থির করাইয়া কহিলেন, "তোমরা দিনভর যুদ্ধ করিয়া বহু ব্যক্তি হত করিয়াছ, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তবে তোমাদের যে জাঁতা গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে তামার জাঁতা সরকার হইতে তৈয়ার করিয়া দিতেছি।" এই কহিয়া তাঁহারা জাঁতা তৈয়ার করিয়া দেন। সেই জাঁতা এক্ষণে আছে।

ভৈরব-জাঁতা

বাগীশ্বরী, গুহ, যাগেশ্বর, ঈশ্বর গঙ্গা, গণেশ, জম্বুকেশ্বর,

মন্দাকিনী তীর্থ, ভূত-ভৈরব, নিধানেশ্বর, কন্দুকেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, জ্যেষ্ঠাগৌরী, জ্যৈষ্ঠেশ্বর, কাশীদেবী, সপ্তসাগর তীর্থ, করুণ-

উত্তর-মানসের প্রধান দেবদেবী

ঘাটতীর্থ, চিত্রগুপ্তেশ্বর, চিত্রঘণ্টা দেবী, পশুপতীশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, তারকেশ্বর, নন্দিকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর (ও) জ্ঞানবাপী। এই সকল প্রধান প্রধান দেব, দেবী (ও) তীর্থগণের দর্শন, স্পর্শন পূজা করিলে উত্তর-মানসের যাত্রা হয়।

পঞ্চতীর্থ—

অসি-সঙ্গম তীর্থে স্নান-তর্পণাদি। তথায় সঙ্গমেশ্বর শিব দর্শন (ও) পূজা।

দশাশ্বমেধতীর্থে স্নান-তর্পণাদি, দশাশ্বমেধেশ্বর দর্শন-পূজন ও শীতলাদেবী দর্শন।

বরণা-সঙ্গম-তীর্থে স্নান-তর্পণ, বরণা-সঙ্গমেশ্বর দর্শন, স্পর্শন, পূজন (ও) আদিকেশব দর্শনাদি।

পঞ্চগঙ্গাতীর্থে স্নান-তর্পণ, পঞ্চগঙ্গেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন (ও) পূজন।

মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নান-তর্পণাদি, মণিকর্ণিকেশ্বর শিব দর্শন ও পূজন।

বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ—এই সকল দর্শন, স্পর্শন, পূজা ও প্রদক্ষিণ।

পঞ্চক্রোশী

পঞ্চক্রোশী তিন মতে হয়—প্রধান কল্প নয় দিবস, দ্বিতীয় কল্প সাত দিবস, শেষ কল্প পাঁচ দিবস বাস করিয়া এবং যে স্থানে যে দিবস থাকিবার নিয়ম

আছে, তথায় শ্রাদ্ধাদি এবং পথিমধ্যে দেবদেবী সকল দর্শন (ও) পূজাদি করিয়া গমন।

নয় দিবসের পঞ্চক্রোশী—

মণিকর্ণিকাতে স্নান-তর্পণ করিয়া জ্ঞানবাপীতে আসিয়া ঐ স্থানে ঢুণ্ঢীগণেশ, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাদি সকল দেবদেবীর পূজা এবং মানস প্রদক্ষিণ করিয়া (ও) পঞ্চক্রোশীর পদ্ধতি মতে সঙ্কল্প করিয়া, তথা হইতে মণিকর্ণিকাতে উক্তমত পূজাদি করিয়া, কেহ নৌকা-রোহণে মধ্যগঙ্গা দিয়া, কেহ বা তীরে গমন করিয়া তীরস্থ দেবদেবী তীর্থগণের পূজা ও দর্শন করিয়া, অসি-সঙ্গমে স্নান করিয়া, দুর্গাকুণ্ড তীরে বসে। দুর্গা দেবী দর্শন (ও) শ্রাদ্ধাদি দ্বিতীয় দিবস।

দ্বিতীয় দিবস—

দুর্গাকুণ্ড হইতে কর্দমেশ্বর আড়াই ক্রোশ, তথায় এক উত্তম সরোবর আছে, তাহার নিকটে স্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি। কর্দমেশ্বর শিব দর্শন, সাধুগণের অনেক আশ্রম আছে। তথায় পরমানন্দস্বামী আছেন, বেদান্ত ইত্যাদি স্মৃতি শ্রুতি পুরাণাদি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরমহংস।

তৃতীয় দিবস—

কর্দমেশ্বর হইতে লেঙ্গুটিয়া হনুমান্ তিন ক্রোশ। তথায় অবস্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি।

চতুর্থ দিবস—

লেঙ্গুটিয়া হনুমান্ হইতে ভীমচণ্ডী তিন ক্রোশ, এক পুষ্করিণী এবং বাজারাদি আছে। তথায় থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি এবং চণ্ডীবিনায়ক ও চণ্ডী দেবী দর্শন।

পঞ্চম দিবস—

ভীমচণ্ডী হইতে সিন্ধুসাগর তিন ক্রোশ।

ষষ্ঠ দিবস—

সিন্ধুসাগর হইতে রামেশ্বর চারি ক্রোশ। বরণার ঘাট অতি সুরম্য স্থান, বরণার ঘাট প্রস্তরের সোপান-বদ্ধ। উপরে রামেশ্বর শিব দর্শন। বাগ-বাগিচা ভাল ভাল আছে, সুশীতল স্থান, স্থানে স্থানে সাধু-তপস্বিগণের আশ্রম আছে, বাজার ও বসতি আছে। ঐ স্থানে থাকিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এ স্থানে অনেক ধর্ম্ম-শালা আছে।

সপ্তম দিবস—

রামেশ্বর হইতে তিন ক্রোশ শিবপুর, তথায় অবস্থিতি ইত্যাদি।

অষ্টম দিবস—

শিবপুর হইতে সারঙ্গ তলাব চারি ক্রোশ, তথায় এক উত্তম পুষ্করিণী আছে এবং বাগ-বাগিচা ও বাজার আছে। ঐ স্থানে স্থিতি করিয়া শ্রাদ্ধাদি দর্শন-পূজন, আর এই স্থানে দশ অবতারের ঝাঁকি হয়। সহরের অনেক মনুষ্য ঐ মেলাতে একত্রিত হয়। দশাবতারের ঝাঁকি অর্থাৎ মনুষ্য দ্বারা নাট-বিস্তাতে সদৃশ মূর্ত্তি করিয়া দর্শনাদি। অতি চমৎকার দেখা হয়। উত্তম উত্তম মনোরম গীত-বাগ্যাদি হয়।

নবম দিবস—

সারঙ্গ তলাব হইতে কপিল-ধারায় অবস্থিতি (ও) শ্রাদ্ধাদি। পুষ্করিণীর নিকটে বাস, কপিলেশ্বর শিব দর্শন। কপিল-ধারা তীর্থ এবং কুণ্ড, কুণ্ডতীরে শ্রাদ্ধ। তথায় বাজার আছে।

দশম দিবসে কাশীপুরী প্রবেশ, মণিকর্ণিকা-স্নান, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন, মণিকর্ণিকাতে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। পঞ্চক্রোশী অন্তের কর্ম্মাদি।

এই পঞ্চক্রোশী যাত্রাতে মুখ্য মুখ্য এক শত একুশ দেবদেবীর পূজা-দর্শনাদি আছে।

সাত দিনের পরিক্রম—

প্রথম দিবসে দুর্গাকুণ্ডে স্থিতি, দ্বিতীয় দিবসে কন্দবেশ্বরে, তৃতীয় দিবসে ভীমচণ্ডীতে, চতুর্থ দিবসে রামেশ্বরে বরণায়, পঞ্চম দিবসে শিবপুরে, ষষ্ঠ দিবসে সারঙ্গতলাব, সপ্তম দিবসে কপিলধারায়, অষ্টম দিবসে কাশীধামে প্রবেশ।

পঞ্চম দিবসে পঞ্চক্রোশী—

প্রথম দিবস ৩ ক্রোশ কন্দবেশ্বরে স্থিতি, দ্বিতীয় দিবস ভীমচণ্ডী ছয় ক্রোশ, তৃতীয় দিবস রামেশ্বর সাত ক্রোশ, চতুর্থ দিবস সারঙ্গতলাব সাত ক্রোশ, পঞ্চম দিবস কপিলধারা ছয় ক্রোশ, ষষ্ঠ দিবস কাশীধামে প্রবেশ তিন ক্রোশ।

পঞ্চক্রোশীর নিয়ম সকলই উপরোক্ত মত। যে দিবস যথায় থাকিবার নিয়ম, সেই স্থানেই শ্রাদ্ধাদি। এক্ষণে পাঁচ দিবসে পঞ্চক্রোশী করা, ইহাই সকলে করিতেছে। যাহার যখন ইচ্ছা হয়, সেই সময় পঞ্চক্রোশী হয়। সহরের ব্যক্তিগণ ফাল্গুনের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ করে। মাঘাদি চতুর্মাসে পঞ্চক্রোশীর ফলাধিক্য।

কাশীধামে দেবদেবী (ও) তীর্থ অসংখ্য আছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যত তীর্থ (ও) দেবদেবী ব্যক্ত আছেন, সকলেই

কাশীধামে আছেন। ইহার মধ্যে মুখ্য মুখ্য দর্শন, স্পর্শন ও পূজাদি।

ষোড়শ যাত্রার বিধি—

কাশীখণ্ডের মতে পঞ্চক্রোশী সপ্তাহে, পঞ্চরাত্রে, ত্রিরাত্রে দ্বিরাত্রে, একরাত্রে—পঞ্চ প্রকার পঞ্চক্রোশী হয়।

পঞ্চক্রোশব্যাপী সনাতন জ্যোতির্লিঙ্গ, তন্মধ্যে হরগৌরী। এই জ্যোতির্লিঙ্গ বেষ্টিত করিয়া ছাপান্ন বিনায়ক, দ্বাদশ আদিত্য, নব-গৌরী, একাদশ রুদ্র, দশ দিক্‌পাল, নবগ্রহ, দশ অবতার, রামকৃষ্ণ, পঞ্চ প্রকৃতি, গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা, আর তীর্থাদি আছেন। এই পরিক্রম করিলে সকল পরিক্রম হয় এবং কাশীকৃত পাপের খণ্ডন হয়।

মুক্তিমণ্ডপে পঞ্চক্রোশী যাত্রার সঙ্কল্প করিয়া, সকল দেবদেবীর পূজা অক্ষ দ্বারা মানসে করিয়া, পঞ্চক্রোশীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সিদ্ধবিনায়কের এবং বিশ্বেশ্বরের পূজা (ও) প্রদক্ষিণ করিয়া মৌনী হইয়া পঞ্চক্রোশী করিতে হয়। তাহাতে তিলমাত্র স্থান ত্যাগ করিবে না। যে যে স্থানে যে দিবস স্থিতি করিয়া ক্রিয়াদি করিতে হয়, তাহার পদ্ধতি কাশীখণ্ড মতে বিশেষবিধি আছে।

অন্য তীর্থের কিম্বা জন্মান্তরের পাপসকল কাশীদর্শনমাত্র ভস্ম-রাশি হয়। কাশীকৃত দৈবঘটিত পাপ পঞ্চক্রোশী যাত্রাতে পরি-ত্যাগ হয়। পঞ্চক্রোশীতে যে পাপ জন্মে, নগর-ভ্রমণে ত্যাগ হয়। কাশী নগর-ভ্রমণে পাপ জন্মিলে অন্তর্গৃহে মুক্ত হয়। অন্তর্গৃহ-কৃত পাপ মণিকর্ণিকাতে স্নানমাত্র মুক্ত হয়। মণিকর্ণিকাতে পাপ করিলে বজ্রলেপ তুল্য হয়।

বারাণসী অর্থাৎ কাশী যাহাকে বেনারস কহে, এই সহর অতি প্রাচীন সহর, অধিক বসতি। পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত সহরের বসতি এবং বাজারাদি।

সহরের মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত ভবন সকল বৃহৎ বৃহৎ, তিনতলা চারিতলা পাঁচতলা পর্য্যন্ত উচ্চ। বসতি এত আছে যে, দুই পার্শ্বে বাটী সকল মধ্যে হদ্দ দেড় হস্ত প্রমাণ পথ। এমত গলি পথ কত শত আছে তাহার সংখ্যা নাই। সকল গলির এবং ফটকের নাম লিখিতে অনেক কাগজ যায়। সহরে পাঁচ হাজার ফটক। এক এক ফটকের মধ্যে পাঁচ ছয় সাত গলি আছে, গলি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পথ অনুসন্ধান করা অতি সুকঠিন। যদি আসিতে আসিতে গলির মোড়ে এক বাটীর ফের পড়ে, তবে কত ভ্রমণ করিয়া পথ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা কহিতে পারি না। এমত ঘটিয়া উঠে, এক ক্রোশ বাহির হইয়া যাইতে হয়। বিদেশী মনুষ্য পথ ভুলিলে শীঘ্র ঠিকানা করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সকল বাটী প্রায় একমত। সকল গলিতে সমান বাজার।

কাশীর গলিপথ

সহর মধ্যে যেখানে বসতি, প্রতি মহল্লা মহল্লাতে নানামত খাদ্যদ্রব্য এবং পানের দোকান আছে। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে নানা জাতীয় দ্রব্যাদির বাজার। তদ্ভিন্ন গোলা, গঞ্জ, চক (ও) বাজার আছে। ত্রিলোচনগঞ্জ, বিশেশ্বরগঞ্জ, বাবুর বাজার, চেৎগঞ্জ, খেজুয়া, চক চাঁদনী, নূতন চৌক, ঠঠেরি বাজার, চৌখাম্বা বাজার, বড়বাজার, দালমণ্ডী, মছলিহাট্টা, রেশম কটরা, কেনারী পটি, জহুরিপট্টি, কুঞ্জগলি, সেকেন্দরগঞ্জ, গল্লিকটরা, বাদসাহী বাজার, বাঙ্গালি-টৌলার

কাশীর গঞ্জ ও বাজার

বাজার, তরকারি বাজার, দশাশ্বমেধের বাজার, মানসরোবরের বাজার ও সতীর বাজার। ত্রিলোচনগঞ্জে চাউল ও লবণের গোলদারী দোকান আর আর সকল দ্রব্যাদি আছে। অন্য অন্য বাজার হইতে ত্রিলোচনের ওজন অধিক, এক শত সিকার ওজন।

বিশ্বেশ্বর-গঞ্জে সকল দ্রব্যাদির আড়ত। তরিতরকারি শাক-সব্‌জি মেওয়ালি অনেক আমদানী হয়, আশির ওজন। বাবুর বাজারে সকল রকম জিনিস পাওয়া যায়। চেৎগঞ্জে নানারকম দাল পাওয়া যায়, গোলদারী দোকান। খেজুরাতে চাষী লোক দ্রব্যাদি আমদানী করে। ওখান হইতে মহাজনে খরিদ করে। তরিতরকারি সের কি মণ দরে বিক্রয় হয় না, সেউড়ি অর্থাৎ বাজরা মূলন। পানের বাজার হয়, গাট্টা দরে বিক্রয় হয়, দুই শতে এক গাট্টা।

চক চাঁদনীতে সকল মত দ্রব্যাদি (ও) মনোহারীর দোকান আছে। চক মধ্যে জুতা, কাপড়, মালা, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, মনোহারী দোকানের যে সকল দ্রব্যাদি, লোহার জিনিস, কাঠের দ্রব্যাদি, নয়চা, গন্ধির পশারির আতর, জরি কেনারি গেলাসওয়ারির দোকান (ও) সকল কুঠীয়াল আছে। চকের শোভা বৈকালে, নানামত দ্রব্যাদির বিক্রি করে। বাহিরে পশ্চিমদিকে হুকাপটি। পূর্ব্বদিকে আচার মোরব্বা মেওয়াজাত ফলওয়ালার দোকান। দক্ষিণদিকে দুলচে গালচে সতরঞ্চি এবং কাপড়ের দোকান। পশ্চিম ফটকে কোতোয়ালি, দক্ষিণ অংশে ডাক্তারখানা। নূতন চকে কাপড়ের দোকান সকল আর পুরাতন লোহার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হয়, বাসনওয়ালার দোকান। এ বাজারে দালালি দস্তুরি নাই।

ঠঠেরি বাজারে কাঁসা পিতল তামা ইত্যাদির বাসন। চৌখাম্বার

বাজারে সকল দ্রব্যাদির দোকান, তামাকের দোকান ভাল আছে। বড়বাজারে হালওয়াইয়ের দোকান, দরজিদিগের দোকান (ও) আর আর দ্রব্যাদি আছে। দালমণ্ডী বাইদিগের থাকিবার স্থান। উপরের ঘরে নীচে নানাজাতীয় দ্রব্যের দোকান, পোস্তের অনেক দোকান আছে। বৈকালে সর্ব্বদা গান বাদ্য নৃত্য হয়, সদানন্দ স্থান। মছলি-হাট্টাতে মৎস্য বিক্রয় হয় এবং আর আর দ্রব্যাদির দোকান আছে। রেশম কটরা—এস্থানে রেশমের দোকান সকল এবং জোলাগণ বারাণসী কাপড় তৈয়ার করে। আর এক স্থানে রামপুরায় জোলাগণ রেশমী পীতাম্বরী ইত্যাদি বুনান করিতেছে। কেনারিপট্টি—গোটাকেনারি, কিরণ, জরি, পাল্লা, তিল্লা, গথরু, বিনাবট ইত্যাদি দ্রব্য সকল। জহরিপট্টি—জহরতের অঙ্গুরি, মালা, বালা, বাজু ইত্যাদি সকল আভরণ, হীরা, পোক্‌রাজ, লালপান্না, মতি (ও) প্রবালাদির দ্রব্য। কুঞ্জগলিতে নানাবিধ বস্ত্রাদি, সুতার রেশমের উলের পশমিনার তাসের সাদা রঙ্গিন নানাপ্রকার বিক্রয় হয়। বড় বড় মহাজন সকল আছে। সাটিন্, মখ্‌মল্, বারাণসী তিল্লার কর্ম্মের নীলাম্বরী পীতাম্বরী। সেকেন্দর গঞ্জে গম, যব, তিসি, সরিষা ইত্যাদি দ্রব্য সকল। গন্ধিকটরাতে আতর, গোলাপ, ফুলেল ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য সকল। বাদসা-বাজার ইত্যাদি আর আর বাজার সকলে খাদ্য দ্রব্যাদির সমুদয় পাওয়া যায়। সটীতে আম্র বিক্রয় হয়।

চৌখাম্বার পরে গোপাল-মন্দির গোকুলের গোস্বামীদিগের স্থাপিত। সেবাদির বরাদ্দ উত্তম আছে। গোপালের সদা-সর্ব্বদা উত্তম উত্তম দ্রব্যের ভোগ হয়। কিন্তু প্রসাদ বিক্রয় আছে।

সন ১২৬৪ সালের ১৭ বৈশাখ

বাঙ্গালিটোলা হইতে অসিতে শ্রী৺জগন্নাথ জিউর মন্দিরের নিকটস্থ শ্রীযুত গণপতি রাও মহারাষ্ট্রের বাটীতে থাকা হয়। বাঙ্গালিটোলা হইতে আসিবার কারণ অতিশয় মারিভয় হয়। উলাউঠা ব্যাধিতে বহু মনুষ্যের মৃত্যু হয়। শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষের পাচকব্রাহ্মণ নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের ১১ বৈশাখ সন্ধ্যার পর ব্যারাম হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ১২ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়ে কাশী প্রাপ্তি হয়। পরে ১৪ বৈশাখ কালীবাবুর স্ত্রীর ব্যাম হয়, নানামত চিকিৎসাতে সুস্থ হন। এই সকল কারণ জন্য তথা হইতে অসি-মোকামে থাকা হয়। জল বাতাস অতি উত্তম, সহর অপেক্ষা শীতল স্থান। এথান হইতে শ্রী৺বিশ্বে-শ্বরের মন্দির এক ক্রোশ হইবে। প্রাতঃস্নানাদি করিয়া বাসায় প্রবৃত্ত।

১৭ বৈশাখাবধি ৩০ বৈশাখ

অসিতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া দর্শন (৩) যাত্রাদি।

১৫ বৈশাখ, অক্ষয়-তৃতীয়া

ত্রিলোচন শিবের দর্শন, ঐ স্থানে হংসতীর্থ, তাহাতে স্নান-তর্পণ, যব, ঘট ইত্যাদি দান (৩) শ্রাদ্ধাদি। কাশীখণ্ডে ফলাধিক্য লিখিয়াছে।

২৭ বৈশাখ, পৌর্ণমাসী

মণিকর্ণিকাতে স্নানদানাদি করিয়া বাসা করা হয়।

৩১ বৈশাখ, সংক্রান্তি, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

পঞ্চতীর্থে গমন। প্রথম অসিসঙ্গম-স্থলে স্নানাদি, সঙ্গমেশ্বর দর্শন, পরে দশাশ্বমেধ, গোদাবরী-সঙ্গম-স্থলে স্নানাদি, পরে বরণাসঙ্গমে স্নানাদি, বরণেশ্বর, আদিকেশব দর্শন। তাহার পর পঞ্চগঙ্গাতে স্নানাদি, তদন্তে মণিকর্ণিকাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বিশেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া যথাবিহিত তীর্থে তীর্থে দানাদি করিয়া পুনরায় বাসস্থানে গমন। ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া, নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম সমাধা করিয়া আহারাদি করা হইল।

অসিসঙ্গম কাশীর প্রান্তভাগ, সহর মধ্যে নহে, তিন দিকে মাঠ। পূর্ব্বদিকে উত্তর-বাহিনী গঙ্গা, তাহার পূর্ব্বপারে রামনগর, যাহাকে ব্যাসকাশী কহে। কাশীর রাজা চেৎসিংহের বাটী। উত্তরদিকে লক্ষ্ণৌর নবাবের এক ভ্রাতার বাটী। অতি উত্তম মনোরম স্থান। জল বাতাস সকলই ভাল। সহরের ভিতর যেমত গরম, (এখানে) তাহার শতাংশের একাংশ নহে, তথাচ এমত গ্রীষ্ম হইত যে, সর্ব্বদা পাখার বাতাস ভিন্ন তিষ্ঠিতে পারা যায় না। বেলা এক প্রহরের মধ্যে আহারাদি করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়। রৌদ্রের উত্তাপে বাহির হইবার ক্ষমতা নাই। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হওয়াতে মারিভয় অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। ইহাতে অনেক মনুষ্য স্থানে স্থানে পলাইয়া গেল। আমাকে গাজিপুর

কাশীত্যাগের উদ্যোগ

যাইবার জন্য আমার মধ্যম পুত্র শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী দুই তিন পত্র ডাক-যোগে লিখিলেন। আমিও গমনোদ্যোগ করিয়া শ্রীযুত কালী-বাবুকে কহাতে (তিনি) কোন ক্রমে গমন করিতে দিলেন না, কহিলেন, "আমাদিগকে বনবাস দিয়া মহাশয় কি গমন করিবেন?

যদি একান্ত গমনের ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে দশ পোনের দিবস পরে সকলে একত্র গমন করিব।" এই কহিয়া কলিকাতায় তাঁহার দেওয়ান শ্রীবৈদ্যনাথ সরকারকে পাঁচশত টাকা পাঠাইবার জন্য পত্র পাঠান এবং বজরা ভাড়ার জন্য লোক পাঠাইলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা হইতে কালীবাবুর টাকা পহুছিল এবং আমার মাসিক খরচের টাকা গাজিপুর হইতে সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী পাঠাইয়া লিখিলেন, "যত শীঘ্র পারেন তথা হইতে আসিবেন।" এই পত্র পাইয়া শীঘ্র গমনোদ্যোগে সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম সমাপন জন্য বিহিত মনোযোগী হইতে হইল। সকলে একত্র দেশে আগমন করিবে, এই ব্যবস্থা হওয়াতে আমার একলা সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া গাজিপুর গমন হইল না।

ইতিমধ্যে কালীবাবুর পরিবারের ভেদবমি হইয়া অতিশয় ব্যামোহ হইয়া বাটী গমনোদ্যোগ রহিত হইল। সুস্থ ভিন্ন গমন হইতে পারে না, এই স্থির হইয়া যে বজরা ভাড়া করা হইয়াছিল, তাহাকে জবাব দেওয়া হইল। এই মত ব্যামোহের গোলযোগে ১০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গত হইলে পর পুনরায় স্বদেশ গমনের উদ্যোগী হইয়া, নৌকাদি ভাড়ার জন্য ঘাটমাঝি কালুকে ডাকাইয়া এক বজরা (৩) এক পান্‌সীর কথা কহা হইল।

যাত্রা-স্থগিত

ঘাটমাঝি কালু কহিল, "এক্ষণে জলপথে গমন করা উত্তম বিবেচনা হইতেছে না, যেহেতু এক্ষণে ঝড়-বৃষ্টি আদির দিন, অতিশয় তুফান হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ বাহির গাঙ্গ দিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে যদি গমনের মনন হয়, তবে কহিলে নৌকা, বজরা যাহা চাহিবেন তাহা আনিয়া দিব; নচেৎ আষাঢ় মাহাতে জলের সচ্ছলতা হইলে গমন

করিবেন।” জলপথের এই মত কথা শুনিয়া, কালীবাবু এবং তাঁহার পরিবার জলপথে গমনে নিবৃত্ত হইয়া, ডাকের গাড়ীতে গমনের মনন করিয়া কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সেনের গাড়ীর আড়গড়াতে সিমুলানিবাসী শ্রীযুত নবকৃষ্ণ সেন গোমস্তার নিকট ডাকের গাড়ীর কথা কহিলে তিনি কহিলেন, “অস্থকার দিল্লীর সংবাদ-পত্রে মিরাট ও দিল্লীর অঘটন ঘটনা সংবাদে সশঙ্কিত আছি। বোধ করি, কলিকাতা গমনাগমনের পথ শীঘ্র রুদ্ধ হইবে।” এই কথোপকথন হইতে হইতে সংবাদ আইল।

সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণ

ইং ১৮৫৭, ১১ মে। সন ১২৬৪ সাল, ৩০ বৈশাখ

সিপাহী-বিদ্রোহারম্ভ

দিল্লীর ছাউনীতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া ষ্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লী-শ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরকে সাহায্য জন্য কহে।

১০ই মে, ২৯ বৈশাখ, রবিবার,

মিরাটের ছাউনীতে রাত্রি পাঁচ ছয় ঘড়ির সময়ে ১১নং দেশীয় পদাতিক দলে কলরব হইয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া মহানন্দে ঘোররবে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। ২০নং দেশীয় পদাতিকগণ (ও) ৩নং অশ্বারূঢ় সেনাগণ আসিয়া ১১নং পদাতিকগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহারণারম্ভ করিয়া কেবল সেনাপতিগণকে হত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে। কর্ণেল ফিনিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতি-গণ পদাতিকদিগকে স্তুতিবাক্যে সম্বরণার্থ বহুতর মিনতি করিতে ছিলেন। এমতকালে ২০নং পদাতিকদল হইতে গুলি আসিয়া কর্ণেল ফিনিসের অশ্বের উপর আঘাত করিল। অশ্বোপরি আঘাত হওয়াতে অন্য সেনাপতিগণ ব্রিগেড-মেজরকে সংবাদ করিতে পরামর্শ দিতে ছিলেন, এমত সময়ে কর্ণেলের পৃষ্ঠদেশে এক গুলির আঘাত হওয়াতে (তিনি) পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য সেনাপতিগণ প্রস্থান করিয়া বারিক-লাইনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদের রাত্রি, রণধুমেতে শুক্লপক্ষের

প্রতিপদের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল। তৎসময়ে পদাতিকগণ সাহেব লোকের বাঙ্গালাতে অগ্নি দিল, ভীষণ ঘোরনাদে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সকল দগ্ধ হইয়া হত হইল। চতুর্দ্দিক ধূমে পরিপূর্ণ হইল। এই সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া ১০,২০,৩৮,৫৪ (ও) ৭৪নং এই কয়েক দল দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক্ষণে দিল্লীতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লী নগরে যে সমস্ত সেনাপতিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত করিয়া, দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছে।

১৯ ও ৩৪ নং পদচ্যুত পদাতিকগণ বারাকপুর হইতে বিদায় হইয়া রাণীগঞ্জ লুঠ করে।

আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দসহর, ইটাওয়া প্রভৃতি লুঠ হইয়াছে। কানপুর আগরা ইত্যাদি সশঙ্কিত। দিল্লীর আশপাশ সিপাহীগণ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডাকের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আগরার পশ্চিম হইতে চিঠি আইসে নাই।

মথুরা সহরের বাজার ইত্যাদি দুই দিবস বন্ধ ছিল। সহরের সকল ফটক বন্ধ, কেবল লাল-দরজা আর আগরা-দরজার খিড়কি খোলা ছিল। ভরতপুর এবং গোয়ালিয়রের রাজধানী হইতে পাঁচদল রাজসৈন্য (ও) চব্বিশ কামান আসিয়া আগরা এবং মথুরা রক্ষা করিতেছে। লছমিচাঁদ শেঠ পাঁচশত মেওয়াতি পদাতিক সাহায্য জন্য দিয়াছে। চণ্ডালগড়ের বাজার কয়েক দিন বন্ধ। কেল্লার ভিতরে সকলে ছিলেন।

কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ। সাহেবগণ ত্রাসিত

হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে চণ্ডালগড়ে প্রেরণ করিয়া সহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল, ইহাদের কর্ম্মে অন্তলোক নিযুক্ত করিয়া ঐ চৌকিদারদিগকে থানার বরকন্দাজি ভার (দিয়াছে)। থানার বরকন্দাজ সকল শিকরোলে পাহারাতে থাকে এবং কাশীধামের রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লোক লইয়া স্বয়ং শিকরোলে আছেন। শিকরোলে অন্ত ব্যক্তিগণের গমনের ক্ষমতা নাই। সিপাহীগণের মতান্তর দেখিয়া সিবিল ও মিলিটারি রাজপুরুষেরা বহুতর স্তুতিবাক্য করিয়া কহিলেন যে, "টোটার বিষয়ে যে আমা-দিগকে দোষী করিয়া কহিতেছ যে, তোমাদের ধর্ম্মনষ্ট করিতেছি, আমরা ধর্ম্মতঃ কহিতেছি, ইহাতে ধর্ম্ম-নষ্টের দ্রব্য কিছু নাই। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এ টোটা তোমাদের ব্যবহার করিতে হইবে না। আমরা কদাচ কাহারও ধর্ম্মনষ্ট করিব না।" এই মত প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে দেন নাই। তথাচ বিশ্বাস না করিয়া সুলতানপুর হইতে কেভল্‌রি সেনা আনাইয়া থানাথানা, বরুণীথানা পাহারাতে আছে। দানাপুর হইতে ২০০ শত গোরা আসিয়াছে। প্রতি দিবস গোরা পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে। শিখসৈন্তগণ অবাধ্য হয় নাই, ইহা দেখিয়া স্থির আছে।

মিরাট ইত্যাদিতে সেনাপতি এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে ২৬ জন হত (ও) ৮৮ জন আহত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম লিখিত আছে। ইতোমধ্যে বাঙ্গালি কাহারও প্রতি আঘাত হয় নাই। কেবল টোটার বিবাদে সাহেবদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ হয়।

অযোধ্যাতে সেনাপতিগণ এবং প্রধান প্রধান সাহেবগণ একত্র হইয়া দেশীয় সেনাদিগকে এবং হাওয়ালদার জমাদার সুবাদার বাহাদুরদিগকে নানামত ভয়-মৈত্র প্রদর্শাইয়া এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিবার বিষয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া দেশীয় পদাতিকগণকে তিন শত টাকার ন্যূন নহে (ও) হাজার মুদ্রার অধিক নহে, (এইরূপ) পারিতোষিক বণ্টন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথাকার পদাতিকগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মিরাট, দিল্লী, অম্বালা, কোয়েল, আজমগড়, ইটাওয়া ইত্যাদির ছাউনীর সৈন্যগণ, সেনাপতিদিগের সহিত টোটার বিষয়ে মনান্তর হইয়া, সেনাপতিগণকে এবং রাজপুরুষ সাহেবগণকে হত করিয়া, খাজনা লুঠ করিয়া ছাউনী এবং সাহেবদিগের বাঙ্গালা জ্বালাইয়া দিয়া, জেলখানার বন্দীদিগকে খালাস করিয়া, কতক দিল্লীতে কতক স্থানে স্থানে থাকিয়া প্রজাদিগের লুঠ-তসাদ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ইদানীন্তন শুনা যাইতেছে, কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে দেশে যেখানে দেশীয় পদাতিকগণ আছে, সকলে এক পরামর্শ করিয়া ইহাদিগকে রাজ্য-ভ্রষ্টের বিশেষ উপায় করিতেছে। কেবল আশি দল পদাতিক একযোগ হইয়াছে। কোন দেশের রাজা কি বাদসাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়র ছলকার বাহাদুরের স্ত্রী রাজাবাই উজ্জয়িনী হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত গোয়ালিয়র নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাবাই দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বরূঢ় শাস্ত্রপাণি এবং বার কামান আগরায় কেল্লাতে পাঠাইয়া

কোম্পানি বাহাদুরের তরফ মদতগিরি করিয়া আগরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপন সৈন্য ও তোপ কেল্লার ভিতর রাখিয়াছেন, গোরাদিগকে ছাউনীতে রাখা হইয়াছে।

ভরতপুরের রাজা আগরার ন্যায় মথুরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু রাজার বয়ঃক্রম অল্প; মন্ত্রী তাদৃশ নাই।

২৩ জৈষ্ঠ, ৪ জুন, বৃহস্পতিবার

বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু নূতন হুকুম আসিয়াছে, তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেড পর দণ্ডায়মান হও।" এমত

কাশীতে বিদ্রোহ

বাক্য কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, বলণ্টরি দলের পদাতিকগণ উত্তম যোদ্ধা। কিন্তু ইহারা আপন আপন দুর্ভাগ্যক্রমে টোটার বিষয়ে বিপরীত বোধ করিয়া, যত ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সেনাপতিগণ স্তুতি-বাক্য কহিয়াছিলেন, সে বাক্য কপট বোধ করিয়া দুরাচার পদাতিকগণের আদেশে সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠিয়া গমন চেষ্টায় ছিল। ইহার বিশেষ কারণ বোধ হইল যে, পদাতিকগণের প্রহরীতে তোপ এবং মেগাজিন আর খাজনা ছিল। তাহাতে সর্ব্বত্র গোলযোগ হইলে খাজনা স্থানান্তর করিতে রাজপুরুষগণ চাহিলে পদাতিকগণ কহিলেক, "তোপ মেগাজিন আর খাজনা আমরা কদাচ ছাড়িব না।" এই কথাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইয়া শিখ-পদাতিক এবং সুলতানপুর,

যাহাকে ছোট-কলিকাতা কহে, তথা হইতে সওয়ার আনাইয়া তাহাদের পাহারা সর্ব্বত্র হইল। বলণ্টরি পদাতিকগণের প্রহরী হইতে তোপ মেগাজিন লইবার তদ্বিরে কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে পদাতিকগণকে বুঝাইবার জন্ত মধ্যস্থ স্থির করায় রাজার বাক্য দ্বারা পদাতিকগণ তোপ এবং মেগাজিন ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল গোরাদিগের প্রহরীতে দেন। পরে ৪ জুন প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিমদিকে শিখ-পদাতিকগণ, দক্ষিণ দিকে সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলণ্টরি পদাতিক, এক পণ্টনের মধ্যে দুই কোম্পানি গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনীতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জীভূত হইয়া গোরা-পদাতিকগণকে সঙ্কেত দ্বারা তোপে পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন। পূর্ব্বে আদেশ ছিল, সঙ্কেত মাত্রই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে ভারত-যুদ্ধের ন্যায় রণস্থল হইয়া, অভিমন্যু-বধের ন্যায় বলণ্টরি পদাতিকদলকে বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলা-রূপ বাণ নিক্ষেপ হইতে লাগিল। পদাতিকগণ রণপণ্ডিত (ও) সুশিক্ষিত। ইহাদের তুল্য দেশী পদাতিক কোন দল নহে। যৎকালে গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল, তৎকালে সৈন্যগণ ভূমিতে ভূমির ন্যায় মিশাইয়া বহু সৈন্য প্রাণরক্ষা করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সহযোগে রণস্থল হইতে বরণা পার হইল। কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ অবসরে ধাবমান হইয়া আপন আপন শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাদি লইতে গিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ দেখিয়া ঐ শিবির মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিল। তাহাতে অনেকে হত হইল। তন্মধ্য হইতে যে কেহ অস্ত্রধারী হইয়া নির্গত হইল, তাহারা রণস্থলে

আসিয়া কতগুলি গোরা সেনা এবং সেনাপতিগণকে হত করিয়া, কেহ যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ, কেহ কেহ বা পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে দৈবঘটনাতে এমত হইয়া উঠিল যে, তাহা কি কহিব! শিখ-সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের সম্মতিতে ছিল। কেবল বিপক্ষ মতান্তরী পদাতিকগণের প্রাণদণ্ড জন্য এই চক্রব্যূহ রচনা হইয়া ছিল। তাহাতে বিধিক্ত বলণ্টরি পদাতিক দুই শত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল ঘোর কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল। কিন্তু গোরাসকল তোপ নিক্ষেপে নিবৃত্ত ছিল না। ঐ তোপের গোলা দ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ-পদাতিক হত হইল। শিখ-সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া, মনে বিবেচনা করিল যে, "কেবল বলণ্টরি পদাতিকগণকে তোপে উড়ান নহে—কালা পল্টন মাত্র কিছু রাখিবে না। ইহা না হইলে আমাদের দলের সৈন্য কি জন্য হত হইতেছে।" ইহা কহিয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রথী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর পাইন্‌কে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগের গমন দেখিয়া অশ্বারোহী অস্ত্রপাণি যে এক সহস্র ছিল, তাহার মধ্যে পাঁচশত ঐ সমভ্যারে গমন করিল।

এখানে গোরাগণ রণে উন্মত্ত হইয়া, পদাতিকগণকে অন্বেষণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যে কোন পদাতিক প্রাণ ভয়ে কাহারও গৃহ মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছে, তাহাকে গৃহস্বামী বাহির করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

ওখানে পদাতিকগণ মধ্যে যে কেহ পাইতেছে, সাহেবদিগের বাঙ্গালায় এবং গোরাবারিকে আর মিশনরীদিগের বাঙ্গালাতে অগ্নি

সংযোজন করিতেছে। শিকরোল একেবারে অগ্নিময় হইয়া দুর্জ্জয় অনল প্রজ্বলিত হইল। পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত! রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই ব্যাপার ছিল।

এই মত উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে সাহেবদিগের বালক-বালিকা এবং বিবি সকল আর সরকারি খাজনা এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার যাহা মজুত ছিল, তাহা কাশীর রাজার যে কুঠী অর্থাৎ এক বড় বাটী ঐ শিকরোল মধ্যে আছে, তাহাতে রাখিলেন। রাজা বাহাদুর আপন হাজার বন্দুকচি লইয়া ঐ পুরী রক্ষা করিলেন। পরে দুই শত গোরা আর তিন শত তোপ পুরী রক্ষার্থ আসিল। রাজা সাহেবকে আপন কেল্লা রামনগর রক্ষার্থ ঐ রাত্রে আসিবার অনুমতি হইল। তেঁহ দুই শত অশ্বারোহী আর পাঁচজন সাহেবদিগকে লইয়া রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে গঙ্গা পার হইয়া রামনগরের কেল্লাতে গমন করিলেন।

যে সমস্ত বাঙ্গালি এবং এতদ্দেশী ব্যক্তিগণ চাকুরির জন্য শিকরোলের আফিস সকলে (এবং) আপন আপন কর্ম্ম স্থানে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেকেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া কোথায় গেল, তাহার তৎকালে অন্বেষণ পাওয়া গেল না। কে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা ছিল না। কেহ কোন পথে বহু ক্লেশে গোপন পথ হইয়া নানাক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রযোগে মৃত প্রায়, কেহ বা পর দিবস প্রাতে আপন আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালি পরিবার লইয়া শিকরোলে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার লইয়া কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একে স্ত্রীলোক,

তাহাতে বাঙ্গালি, তাহাদিগের নিকটে অর্দ্ধক্রোশ মধ্যে রণস্থল তৎকালে যেমত ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ত্রাসযুক্ত হইয়া কে কোথায় কি ভাবে লুকাইত হইল, তাহা বলা যায় না। স্থান বিবেচনা নাই, কেহ সবস্ত্র, কেহ বিবস্ত্রে, কেহ অচৈতন্য, কেহ মূর্চ্ছাগত হইয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানে ছিল। পর দিবস প্রাতে সকলে সপরিবার সহর মধ্যে আসিয়া রহিলেন। শুক্র-বারাবধি রবিবার পর্য্যন্ত সকল কাছারি বন্ধ ছিল। সাহেবগণ স্থানে স্থানে গোপনে রহিল।

গোরাগণ তিন দিবস পর্য্যন্ত রণসজ্জাতে ছিল। আহার—মিঠাই মণ্ড আর কাঁচা মাংস। ইহাতে তিন দিবস গুজরান হইল। যে সমস্ত অশ্বারোহিগণ রণস্থলে ব্যূহ দ্বারের রক্ষক ছিল, তাহারা শস্ত্রপাণি হইয়া দুই দিবস পর্য্যন্ত রণস্থলে ছিল। তাহাদিগকে সাহেবগণ পারিতোষিক দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে, "তোমরা সরকারের খয়ের খাঁ। অতএব তোমাদের এক এক ব্যক্তিকে দশ দশ টাকা, আর এক এক সের মেঠাই পারিতোষিক দিতেছি। তোমরা কোমর খুলিয়া শ্রম দূর করিয়া আহারাদি কর।" তাহাতে সওয়ারগণ উত্তর করিল, "আমরা কোমর খুলিয়া নিরস্ত্র হইয়া প্যারেডের মাঠে যাইব না এবং চাকুরি করিব না। যেহেতু আমরা কালা সৈন্য ভিন্ন গোরা নহি। যখন বলন্টরি পদাতিকগণের টোটার আপত্তি, তখন সে আপত্তি আমাদের আছে। অতএব যাহা পারিতোষিক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছি।" এই কথা কহিয়া টাকা আর মেঠাই লইয়া প্যারেডের বাহির অর্দ্ধ-ক্রোশ মাঠের নিকট যাইয়া কোমর খুলিয়া আহারাদি করিয়া,

অশ্বারোহিগণকে পুরস্কার দান

সঅস্ত্র সবাহন স্থানান্তরে গমন করিল। এইমত সৈন্যগণ ভঙ্গিয়ান দিয়া গেল।

যে সকল পদাতিক প্রহরীতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা যৎক্ষণাৎ শ্রুত হইল যে, ভদ্দলের পদাতিকগণকে তোপে উড়ান হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা আপন আপন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মতান্তরী সৈন্যগণ বিষন্ন হইয়া বরণার পশ্চিম ... ...
... ...
... ... সকলে একত্র হইয়া সুবেদার এবং প্রধান প্রধান নায়কগণ একত্র হইয়া যুক্তি করিল যে, এস্থানে আর থাকা ভাল হয় না। এই বিচার করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া শিবপুরের প্রধান প্রধান দোকানদারদিগকে কহিল, "আমাদের রসদ দেও।" তাহাতে তাহারা অস্বীকার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করাতে সৈন্য-গণ ঐ দোকানদারদিগের দোকান হইতে দাল, আটা, ঘৃতাদি আপনাদিগের আহারের মত লইয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

শিবপুর-বাজার লুণ্ঠন

৪ জুন পদাতিকগণের বিনাশ এবং পলায়ন সময়ে বরণা হইতে অসি পর্য্যন্ত পঞ্চক্রোশের মনুষ্যগণ ধন-প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। সহরে যত ফটক এবং বাটী সকলের দরজা বন্ধ করিয়া, সকলে শস্ত্রপাণি (হইয়া) এবং গুলি টোটা বন্দুক কড়াবিন পিস্তল ভরিয়া এবং ছাদের উপর ইট পাথর তুলিয়া সকলে আপন আপন একতলা দোতলা তেতালা, যাহার যে ছাদ আছে, তাহার উপরে দ্বারপালগণ দ্বার রুদ্ধ

বারাণসী-বাসিগণের সাবধানতা

করিয়া, ভিতর দিকে যুদ্ধ-সজ্জাতে রহিল। হাট বাজার দোকানে মনুষ্যের গমনাগমন নাগাইদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। তিন দিবস পর্য্যন্ত অত্যন্ত গোলযোগ ছিল।

৮ জুন, সোমবার, রাজপুরুষগণ রাজকার্য্যের কাছারি করাতে সকলে সাহসযুক্ত হইয়া বাজারে দুই এক করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য লইয়া সামান্ত সামান্ত দোকান খুলিল। কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বার খুলিল না। চারি পাঁচ তক্তাতে দ্বার রুদ্ধ। তাহার এক তক্তা খুলিয়া ঐ দ্বারের বাহিরে সম্মুখে বসিয়া, চাউল দাল ঘৃত আটাদি, হালওয়াইদিগের যাহার হাজার বারশত টাকার দোকান, তাহারা এক আধ টাকার লাড়ু, পেড়া লইয়া দোকান করিল। আর কোন দ্রব্যের দোকান খুলিল না। পরে ক্রমে শৈথিল্য হইলে কিছু কিছু দোকান দশ পোনের দিবস গতে খুলিতে আরম্ভ করিল। ২৫ জুন পর্য্যন্ত কুল্লগলি জহুরিপট্টির বাজাজ, কুঠীওয়ালা, সরাবগির, মহাজন সকল কেহ দোকান খুলে নাই। বাজার ইত্যাদি সকলই বন্ধ।

যে সকল পদাতিক জৌনপুরদিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা আজমগড় লুঠ করিয়া, তথায় যে সমস্ত সাহেব লোক ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া কম বেশী দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া বাঙ্গালা কাছারি জ্বালাইয়া, তথাকার আজমগড়ের সরকারি বদমায়েশ লোকদিগকে সমভ্যারে লইয়া খাজনাখানা লুণ্ঠন জৌনপুর গমন করিল। পথিমধ্যে নীলকর সাহেবদিগের কুঠী আর রাস্তাবন্দী সাহেবের কাছারি ছিল, ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সাহেব লোকজন পলায়ন করিল। পদাতিকগণ কুঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া যে টাকা পয়সা দেখিতে পাইল,

তাহা লইয়া এবং কুঠীর যে সমস্ত আসবাব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া, তথা হইতে গমন করিল। পরে দশ বার জন যে বক্রী সৈন্য পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগের সহিত ঐ স্থানের জমিদারগণ মিলিত হইয়া, কুঠী মধ্যে আসিয়া যে স্থানে লোহার সিন্ধুক মাটীর মধ্যে পোতা ছিল, তাহার সন্ধান দেখাইয়া, ঐ লৌহ-সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া পাঁচ হাজার পাঁচ শত টাকা লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের পাঁচ হাজার, রাস্তাবন্দীর জন্য কোম্পানি বাহাদুরের পাঁচশত টাকা ছিল। ঐ সকল টাকা লইয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যে সমস্ত বাঙ্গালি কর্ম্মকারকগণ ছিলেন, ইঁহারা প্রাণভয়ে কেবল এক ধুতি পরিধান মাত্র করিয়া অতি নীচ জাতিদিগের বাটী লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। একজন সাহেব আপন বিবি ও দুইটী বালক বালিকা লইয়া প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া এক নর্দ্দমার ভিতরে লুকাইয়া ছিল। কোন দুরাচার ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ঐ সাহেবকে কুস্থান হইতে বাহির করিল। তাহার পরে একত্র হইলে, তখন সাহেব ও বিবি দুইজনে প্রাণরক্ষা জন্য অনেক স্তুতি-বাক্য কহিতে লাগিল। তাহা না শুনিয়া সাহেবের প্রাণ নষ্ট জন্য গুলি নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সাহেব ডাকিয়া কহিল, "আমার প্রাণ নষ্ট করিলি, কিন্তু এই কর্ম্ম করিস্—আমার বিবিকে মারিস্ না।" এই কহিয়া সাহেব প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে দুরাচারগণ শয্যাতে বিবিকে ধরাতলে শয়ন করাইয়া, ঐ দুইটী বালক বালিকা লইয়া জৌনপুরের অতি নিকটে এক মুসলমান মান্য ব্যক্তি কাজি সাহেব, তাহার নিকট দিলেক। কাজি সাহেব ঐ দুই বালক বালিকাকে যত্ন করিয়া রাখিল।

পদাতিকগণ তথা হইতে জৌনপুরের সহরে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় যে দেশীয় পদাতিকগণ ছিল, তাহাদিগকে আপন দলে মিলাইয়া এবং তদ্দেশীয় জমিদার ও বদমায়েশদিগকে সমভ্যারে লইয়া প্রথমে বন্দিশালাতে প্রবেশ করিয়া, বন্দিগণের বেড়ি ইত্যাদি বন্ধন হইতে সকলকে মুক্ত করিয়া দিল। পরে সাহেবদিগের

জৌনপুর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সাহেব বিবি বালক বালিকা অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া, বাঙ্গালার দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া, কাছারিতে প্রবেশ করিয়া রাজপুরুষগণকে গুলি এবং তরবারির দ্বারা হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা এবং সহরের ... ... দিগের কুঠী, দোকান, ধনাঢ্যগণের বাটী লুঠ করিয়া, কম বেশী বিশ লক্ষ টাকা লইল। সৈন্যগণ অধিক লইতে পারিল না, তদ্দেশীয় বদমাইশ জমিদারগণ লইলেক। এইরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে পরম্পরায় জৌনপুরের সকল সাহেব সপরিবার ধরাতলে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেবল জেলের সার্জ্জন আর কমিশনর চারি পাঁচ বিবি (ও) কয়েকজন বালককে লইয়া পলাইয়া কোন জমিদারের বাটীতে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বাঙ্গালি তথায় পরিবার সমেত ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় প্রাণভয়ে ত্রাসিত হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া, কেহ মালার ঘরে, কেহ বা চাষীর ঘরে, কেহ কাহারের ঘরে, কেহ ডোমের ঘরে, এই মত ছোট ছোট জাতির ঘরে যাইয়া জাতিকুলের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণরক্ষা করিয়া রহিলেন। এই মত সপ্তাহ পর্য্যন্ত গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রহিলেন।

সৈন্যগণ খাজনা লুঠ করিয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালা, কাছারি,

পোষ্টাফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিল।

দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া সহর গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারও কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিক ব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া, এক কৌপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কৌপীন দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোর জবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে। জৌনপুর হইতে ডাক ইত্যাদি গমনাগমন রহিত হইল। সকল পথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

বিদ্রোহিগণ কর্তৃক কমিশনার হত্যা

যে সমস্ত সাহেবগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কমিশনর সাহেব যে জমিদারের ঘরে লুকাইয়া ছিলেন, ঐ জমিদার বারাণসীর জজ শ্রীযুত গবিন্স সাহেবের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। সাহেব এই কথা শ্রুতমাত্র তাঁহাকে পাচশত টাকা পারিতোষিক দিবার অনুমতি করিলেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সমভ্যারে করিয়া, তিন শত গোরা সৈন্য (ও) আট হস্তী লইয়া জৌনপুর যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় চারি পাঁচ হাজার দস্যুগণ একত্র হইয়া গবিন্স সাহেবের প্রাণদণ্ড করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টাতে থাকিয়া, তিন চারি গুলি চালাইয়া ছিল। বিধিকৃত দৈববল জন্ত ঐ গুলি মাথার উপর দিয়া গেল। তাহার পর গোরা সকল ঘাড় ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল ব্যক্তি পলায়ন করিল। তাহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাদিগকে বারাণসীতে প্রেরণ করিয়া গবিন্স সাহেব জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া

দেখিলেন যে, কমিশনর সাহেবের মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত আছে। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া মৃত্তিকা দিবার জন্য হস্তী' পরে তুলিয়া কাশীতে পাঠাইলেন। পরে সাহেব ও বিবিগণ যাঁহারা জমিদারের ঘরে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সমভ্যারে করিয়া লইয়া আসিলেন। যে জমিদার এই উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার জমিদারির খাজনা চিরদিনের জন্য মাফ হইল এবং সরকারের খয়ের খাঁ হইয়া সুখ্যাতিপত্র পাইলেন।

যে সকল দুরাত্মগণ মনুষ্যদিগের ধন হরণ এবং প্রাণনষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে তাহাদিগের গলরজ্জু দিয়া প্রাণ হরণ হইল।

গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ আইল, এমত দুরাচার বদমায়েশ এবং কোম্পানি বাহাদুরের অনিষ্টকারী, সরকারের মন্দকারী, পদাতিকগণের সাহায্যকারী এবং মন্দকারী সৈন্যগণ যৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইবে, তৎক্ষণাৎ গলরজ্জু, কি শস্ত্রে, কিম্বা তোপের গোলা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবে। এজন্য বারংবার অনুমতি লইবার প্রয়োজন করে না।

গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা নিয়োগ

এখানে দুষ্টগণের দমন জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধানকারী লোক নিযুক্ত হইল এবং গোকুল থানাদার নামে এক ব্যক্তি বারাণসীতে পূর্ব্বে থানাদারি করিত, তাহাকে জজ সাহেব অতিশয় খাতিরদারি করিয়া প্রধান গোয়েন্দাতে নিযুক্ত করিয়া, বদমায়েশ, গুণ্ডা এবং পলাতক পদাতিকগণকে ধৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন, যে (ব্যক্তি) সরকারের অনিষ্ট-

কারী পদাতিকগণের কোন রকমে সাহায্য করিবে, কি তাহাদিগকে চাকর রাখিবে তাহাদিগের এবং প্রজাগণের লুঠ ইত্যাদি করিবে, কি যুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যা গল্প করিবে, অথবা সরকার বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাঘাতের চেষ্টা—অন্তরে থাকুক বা না থাকুক, যদি মুখে বলে, কোম্পানির রাজ্য গেল—তৎক্ষণাৎ তাহার ফাঁসী হইবে। এই সকল হুকুম জারি হওয়াতে সকলে ভরসা পাইয়া কর্ম্মকার্য্য করিতে লাগিল। যে যেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করিতেছে। দারগা ইত্যাদি পুলিস আমলাগণ যাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া মাজিষ্টরের নিকট পাঠাইতেছে। তাহাদিগকে দোষী জানিতে পারিলেই প্রাণ নষ্ট করিতে আরম্ভ হইল। এই মত শত শত ব্যক্তির প্রাণহত্যা হইতেছে। বলণ্টরি পন্টনের মধ্যে যাহারা যাহারা লম্পট স্বভাবে উপস্ত্রীর বশ জন্য পলাইতে পারে নাই, তাহারা গোয়েন্দা দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া ফাঁসী পড়িয়াছে। আর কাশীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে দস্যুগণ ... ... হইয়া রাস্তা ঘাটে সকলের লুঠ ফসাদ করিতেছে। তাহাদিগের যখন যাহাকে পাইতেছে তাহাকে আনিয়া ফাঁসী দিতেছে। এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সমস্ত বাঙ্গালি এবং ফিরিঙ্গি কেরাণী ও অন্য অন্য কর্ম্মকারকগণ জৌনপুরে ছদ্মবেশে ছিলেন, তাঁহারা পথের ভয়ানক ব্যাপার জন্য কেহ আসিতে পারেন না। এখানে অর্থাৎ কাশীতে কাহার পিতা, কাহার ভ্রাতা, কাহার মাতুল, কাহার শ্বশুর, এই মত অনেকের আছে। তাহারা ব্যাকুল হইয়া কাশীর জজ গবিন্স সাহেবকে জানাইলে দুই শত গোরা, পাঁচ

হস্তী এবং কালেক্টর সাহেব জৌনপুর যাইয়া সেখানে যত বাঙ্গালি ছদ্মবেশে ছিলেন এবং ফিরিঙ্গিদিগের ঘর ঘর অন্বেষণ করিয়া সকলকে একত্র করিয়া ১৮ জুন বেনারসে নিরুদ্বেগে পহুছিয়া দিয়াছেন। তথাকার সহর জিলা ভগ্ন হইয়া উৎছন্ন হইয়াছে, তথাকার জমিদার ... ... সকল ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছেন।

গোরখপুরের সৈন্যগণ এই মত বেদেল হইয়া খাজনা লুঠিয়া, সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া, ছাউনী জ্বালাইয়া দিয়া গমন করিয়াছে। অনুমান, দিল্লী যাইয়া পল্টনের সহিত একত্র হইয়া বাদসাহের পানাপোত্তীতে আছে।

পল্টনেরা এই মত ব্যবহার করাতে যে সম ... ... পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এতাবৎ জেলা সদরের দুরবস্থা দেখিয়া তথাকার জমিদারগণ এবং দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া প্রজাদিগের এবং পথিকদিগের ধন-প্রাণ সর্ব্বদা হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অতিশয় অরাজক হওয়া অত্র ভয়ানক ব্যাপার হইল।

এই সংবাদে নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত জঙ্গ বাহাদুর দশ সহস্র সেনা লইয়া পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আপন রাজ্য রক্ষার্থ রহিলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর নীচে ছাউনী করাতে দস্যুগণের প্রবলতা স্বল্প হইয়াছে।

জৌনপুরের সহর, বাজার এবং পথিকগণের গতায়াত বন্ধ হওয়াতে, সকল প্রজাবর্গের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আহারের দ্রব্যাদি না পাওয়াতে প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন জানিয়া তথাকার

ধার্ম্মিক বর্দ্ধিষ্ণু কাজিসাহেব, তেঁহ আপন লোক দ্বারা সোহরত দেওয়াইলেন,—"মুলুকপতি সাহার হুকুম পঞ্চ জনার সকলে হাটবাজার-দোকান পূর্ব্ব মত খুলিয়া ক্রয়বিক্রয় করহ, কেহ কাহার প্রতি অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে ইহার বিপরীত করিবে, পঞ্চ-বিচারে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে। যিনি রাজ্যাধিপতি হইবেন, তাঁহার নিকটে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ করিয়া বাজারের দোকানাদি খোলাইয়া সকলের হিত করিয়াছেন, আর কেহ কাহার প্রতি হঠাৎ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

জৌনপুরের কাজিসাহেবের ঘোষণা

অযোধ্যার সিংহাসনের রাজাদিগের মধ্যে মানসিংহ নামে এক রাজপুত্র (ছিলেন)। তেঁহ কতগুলি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জৌনপুরে ছাউনী করিয়া আছেন, কেহ প্রজাগণের অনিষ্ট করিতে না পারে। যে সকল অনিষ্টকারী ছিল, তাহাদিগকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, কি মননে আছেন, তাহা প্রকাশ হয় না, দুই পক্ষেই সম্প্রীতি রাখিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত অহিতাচার করেন নাই, কেবল কহিতেছেন—"দেশের কেহ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য আমি রহিলাম।"

এলাহাবাদের ছাউনীতে গোরাসৈন্যগণ এবং সেনাপতি সাহেব-গণ আর শিখসৈন্য এক দল ছিল, কেল্লার মধ্যে ৬ নম্বরের দেশীয় পদাতিক এক দল ছিল, ঐ পদাতিকগণ কেল্লা এবং খাজনা (ও) মেগাজিন রক্ষা করিয়াছিল।

... জুন তারিখে এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠিয়া এবং কেল্লা হইতে গুলি গোলা বারুদ লইয়া, সেনাপতিদিগকে এবং

আর আর অনেক কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া
এলাহাবাদের সরকারি ছউনী বাঙ্গালা সকল এবং পোষ্টাফিস ও
খাজনা লুট ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া রণোম্মত্ত
হইয়া (বিদ্রোহিগণ) চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল—
যেমন মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র অন্বেষণে ভ্রমণ করে তদ্রূপ। ... ...
পদাতিকগণ ... ... দিগের অন্বেষণ করিতেছে। এই অবসরে
যে সমস্ত সাহেব ও গোরা এবং বিবি ইত্যাদি পরিবারগণ জীবৎ-
মান ছিল, সকলে কেল্লার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ
করিল। শিখ-পল্টন রুকার্থ রহিল। ৬নং পদাতিকগণের এতাদৃশ
প্রবল পরাক্রম সেনাপতিদিগের প্রতি দেখিয়া, তথাকার বাসিন্দা
অষ্টাদশ শত প্রয়াগী একযোগ হইয়া এবং মীর সাহেব নামে
এক মুসলমান, তুই হাজার স্বজাতি এবং তুই হাজার মেওয়াতি
সমভ্যারে সহযোগী হইয়া পদাতিকগণের সহিত একত্র হইয়া
কোম্পানি বাহাদুরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টিত হইল।
রাজপুরুষগণ গুপ্তভাবে থাকাতে অরাজক হওয়াতে দস্যুগণ
(ও) জমিদার আপন আপন দলবল লইয়া, গ্রাম সকল লুঠ
করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত
জমিদারগণ (ছিল), তাহারা কমরবস্তবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে রহিল,
এই মত প্রয়াগ হইতে দৈবকঘাটী গোপীগঞ্জের পশ্চিম তিন
ক্রোশ পর্য্যন্ত। যে কেহ এই পথে গতায়াত করিতেছে, তাহারই
প্রাণদণ্ড। কিম্বা যদি ইংরাজের রাজ্য বলিয়া মুখে আনিয়াছে,
তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। এইরূপ ভয়ানক
ব্যাপার হইয়া ডাকাদি সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এলাহাবাদ
সহর মধ্যে মীর সাহেব আর মৌলবী সাহেবের হুকুম প্রচ-

লিত। নগর মধ্যে এমত ঘোষণা দিলেক যে, মুলুক বাদসাহের হুকুম—মীর ও মৌলবী সাহেবের (এবং) হিন্দু ও মুসলমানদিগের দিল রক্ষা জন্য সকলে শস্ত্রধারী হইয়া ফিরিঙ্গির দলবল বিনাশ কর। এই মত ঢেটরা দিয়া রণোন্মত্ত হইয়া হাট বাজার সহর গোলা-গঞ্জ পথ ঘাট সকল লুঠ তরাজ করিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা দুই স্থানে যে দুই নৌকার সেতু ছিল, তাহাও ছেদন করিয়া দিল, তাহার কারণ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাদি না পার হইয়া এলাহাবাদের কেল্লাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উপরোক্ত সকলে রহিল। কেল্লার দ্বার কোন-ক্রমে কেহ খুলিয়া কিছু উপায় করিতে না পারে। এই সকল ব্যক্তি কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে বিনাশ করিয়া কেল্লা দখলের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ছিল।

যে সমস্ত গোরা-সৈন্য কেল্লার মধ্যে ছিল, তাহারা যুদ্ধের কিছুই উপায় পায় না। কেল্লার মুরচা হইতে তোপ করিলে বিপক্ষ বিনাশ হয় না। ইহা দেখিয়া নিস্তব্ধে কেল্লা মধ্যে রহিল।

যে সমস্ত সৈন্য পদব্রজে এলাহাবাদ যাইতেছে, তাহারা গোপীগঞ্জ পর্য্যন্ত গমন করে। তাহার অগ্রে গেলে একেবারে ছয় সাত হাজার মনুষ্য বন্দুকধারী আসিয়া যে স্বল্প সৈন্য যায়, তাহা নিপাত করিবার সম্ভাবনা হয়। এজন্য সেনা-পতিগণ বিবেচনা করিয়া গোপীগঞ্জে গোরা-লাইন করিলেন। যখন যত গোরা পদব্রজে কাশী হইতে গমন করে, গোপীগঞ্জে একত্র হয়। এই মত ক্রমে ক্রমে এক হাজার গোরা গোপী-গঞ্জে রহিল, তাহাদের প্রতি কিছু যৌরাত্ম্য নাই।

ষ্টিমারে যে গোরা-সৈন্য এলাহাবাদ পাঠান হইতেছে, তাহা-দিগের জাহাজ এলাহাবাদের পারে যাইতে দেয় না। তীরে তীরে সহস্র সহস্র বন্দুকধারী ভ্রমণ করিতেছে। এক এক ষ্টিমারে দুই শত আড়াই শত গোরা যায়, ইহারা দশ সহস্র সৈন্য মধ্যে কি করিবে? ইহা বিবেচনা করিয়া ঝুশী গঙ্গার পার তথায় রহিল। ক্রমে শত ষ্টীমারে সৈন্যগণ একত্র হইয়া রহিল।

এখানে পদাতিকগণ চার পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত এলাহাবাদ সহরে ছিল, পরে তাহারা গোরা সৈন্যের আমদানি দেখিয়া তথা হইতে লক্ষ্ণৌ মুখে যাত্রা করিল। কেবল তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ জমায়েত হইয়া একাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতিশয় প্রবল প্রতাপে ভয়ানক করিয়া হুকুম ইত্যাদি চালাইয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। যখন সরকার বাহাদুরের বার শত গোরা সৈন্য একত্র হইল এবং সেনা-পতিগণ সেনাদিগের নিকটস্থ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দুষ্ট দস্যুগণের এত বৃদ্ধি রাখা আর ভাল হয় না। তখন একজন ছদ্মবেশীকে কেল্লাতে সংবাদ জন্য পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি আতুরের বেশ ধারণ করিয়া পদে অনেক ছেঁড়া কাপড় ও চট জড়াইয়া কৌপীন করঙ্গ লইয়া ভস্মভূষণ করিয়া নানা ছলেতে কেল্লার নিকটস্থ হইয়া কৌশলে দ্বারপালকে পত্র দিল। এতদ্দ্বারা সাহেবদিগের নিকট পহুছিল। তথা হইতে যে সাঙ্কে-তিক পত্র দিলেন, ঐ ছদ্মবেশী লইয়া আসিল। ইতোমধ্যে যে শিখ-সৈন্যগণ কেল্লার দ্বারপাল ছিল, তাহার একজন বাজারে আসিয়াছিল। তাহাকে একাকী এবং নিরস্ত্র দেখিয়া মীর মৌলবীর

শিখ-সৈন্যের উত্তেজনা

ব্যক্তিগণ আসিয়া গুলির দ্বারা হত করিল। এই সংবাদ শিখপণ্টনে হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার সেনাপতি সাহেবকে কহিল যে, "কি আশ্চর্য্য! আমাদের পল্টন জীবিতমান থাকিতে চাষাগণে একজন সেনাকে মারিল। অতএব হুকুম দেন যে, আমরা এ সকল ব্যক্তিকে মারিব।" এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, "তোমরা পারিবে?" শিখদল সকলেই কহিল, "কি বিচিত্র কথা! ক্ষণমাত্রে সকল বিনাশ করিব।" এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তোমরা সুসজ্জিত হও। যে গোরা কেল্লাতে আছে, ইহারাও তোপ লইয়া পশ্চাতে যাইতেছে। আর ঝুশী হইতে গোরাগণ শীঘ্র পহুছিবে। গোপীগঞ্জের গোরাগণ অগ্রগামী হইয়াছে, পুল ভগ্ন জন্ম পারের কষ্ট আছে। তাহাও শোধরান আবশ্যক। সে সকল গোরা-সৈন্ত সে সব পথ খোলসা করিয়া তীরে পহুছিলেই হইবে।"

এই কথা শ্রবণমাত্রে শিখসৈন্তদল রণসজ্জা করিয়া কেল্লার বাহির হইয়া যেমত অজাপালে মৃগেন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ করে, তদ্রূপ শিখগণ গ্রাম্য যোদ্ধাগণের প্রতি আক্রমণ করিল। গ্রাম্য সিপাহীগণ কমবেশ দশ সহস্র একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জাতে উপস্থিত হইয়া উভয় দলে ঘোরতর রণ আরম্ভ হইল। দুই দলের বন্দুকের শব্দে কত মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল। গুলির সন্‌সনানি, তলোয়ারের চপ্‌চপ্, সঙ্গীনের আঘাতের শব্দে সকলে স্তব্ধ হইয়া দেহে প্রাণমাত্র অনেকের ছিল। শিখগণ রণোন্মাদ হইয়া দিক্‌বিদিক্-জ্ঞান না করিয়া কেবল হন্ হন্ শব্দে গ্রাম্য যোদ্ধাগণকে নিপাত করিতেছে। যাদৃশ অজাগণকে শার্দ্দূল নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহাদের রুধিরে রণভূমিতে স্রোত বহিয়াছিল। ত্রিবেণী ত্রিধারা ছিল, তাহাতে

শিখ ও সিপাহীগণে যুদ্ধ

আকবর সা কাম্যকূপের উপর কেল্লা করায় সরস্বতীধারা গুপ্তভাবে আসিতেছে। ঐ স্থলে রুধির-ধারা প্রবল হইয়া ঐ দিবস চতুর্ধারা হইয়াছিল। এ ধারাতে ত্রিবিধ প্রকার জল জানা যাইত। রক্ত-ধারা মিশ্রিত হইলে পর সকল ধারা গোপন হইয়া রক্তধারা প্রবল হইয়া বহিতে লাগিল। শিখগণ রাজনীত্যনুসারে ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত, রণপণ্ডিত। ইহাদের সম্মুখে গ্রাম্য নির্ব্বোধ দুষ্ট দুরাচার যোদ্ধাগণ কি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে? কেবল মনে করিয়াছিল, নবাবী রাজ্য হইলে পূর্ব্বমত লুঠ করিয়া লইয়া খাইব। যাহার লোকবল অধিক থাকিবে, তাহারই রাজ্যপদ। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার করায় এই অনিষ্টকারী দুরাচারী ব্যক্তিগণ অঘটন ঘটন আশাতে প্রাণ-আশা পরিত্যাগ করিয়া শিখহস্তে বহু ব্যক্তি রণভূমিতে রুধির-সজ্জায় শয়ন করিয়া মহা-নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কতকগুলি সৈন্য এবং মীরসাহেব পলায়ন করিল।

এখানে শিখগণ এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, ওখানে গোরাগণ রণসজ্জা করিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র তোপ লইয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিল। ইতোমধ্যে

মীরসাহেবের পলায়ন ... ...

বিপক্ষদলের মধ্যে যে কেহ সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাকে ছেদন কিম্বা সঙ্গীনের আঘাত দ্বারা নিস্তেজ করিয়া ঐ অগ্নি মধ্যে দিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। গোরাগণ প্রবল অনল প্রদীপ্ত করিয়া খাণ্ডব-দাহনের ন্যায় অগ্নি-তর্পণ করিয়াছিল। এই মত তোপের দ্বারা বিটগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ ইত্যাদি সহরের বাজার আর বাসিন্দাদিগের গৃহাদি দাহন করিয়া সমভূমি করিল। যে কিছু

অর্থাদি ও দ্রব্যাদি সম্মুখে পাইল তাহা ... ... । গোলা-নিক্ষেপে বহু প্রাণী নষ্ট হইল। কিন্তু মীরসাহেব আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

(গোরাগণ) সহরের অনেক বাজারাদি ... ... দারাগঞ্জ-মুখে যাত্রা করিতেছিল। দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল নামে একজন ধনী ব্যক্তি সেনাপতিদিগের নিকট নানা প্রকার স্তুতিবাক্য কহিবাতে দারাগঞ্জ রক্ষা পাইল।

পিরুমলের সাহায্য

তাহার কারণ ঐ ধনী ব্যক্তি সরকার বাহাদুরের হিতার্থে সৈন্য-দিগের রসদ জন্ত টাকা এবং গম অনেক দিয়াছে, এ কারণ তাহার বাসস্থান রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার নিকট যে সমস্ত বদমায়েসের ঘর ছিল, তাহার মূল সমেত উৎপাটন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ দিবস ঐরূপ মহামার করিয়া রণজয় হইয়া মহানন্দে কেল্লা মধ্যে রহিল।

এখানে ঝুশী ও গোপীগঞ্জ হইতে গোরাগণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ... ... দগ্ধ করিয়া এবং দস্যুগণকে গুলিগোলা অস্ত্র দ্বারা নিপাত করিতে করিতে আসিতেছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন গোরা

দারাগঞ্জের পুল ভঙ্গ

কেরাচিতে সওয়ার হইয়া শীঘ্র প্রয়াগের কেল্লাতে পহুছিবার জন্ত আইল। রেতির উপর অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে কেরাচি না চলাতে ঝুশীর নিকট রাখিয়া গোরাগণ বেলা দুই প্রহরের সময় ঐ বালুকাতে গমন করিয়া পুলের নিকট আসিয়া পহুছিবামাত্র দারাগঞ্জের মুনসী পুল কাটিয়া দিলেক। গোরাগণ পার হইতে পারিল না। ঐ পুলের উপর আসিয়া নৌকা জন্ত মাঝিগণকে অনেক মত ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কোনও ক্রমে কাহাকেও

মিলিল না। পরে তীরে তীরে দেখিতে দেখিতে কতক দূরে এক নৌকা দেখিতে পাইল। ঐ নৌকার নিকট যাইয়া দেখিল তাহাতে নাবিক নাই। তথাচ ঐ নৌকাতে উঠিয়া নাবিকের বহু তল্লাশ করিল। কোনমতে পাইল না। পরে আপনারা ঐ নৌকা বাহিতে লাগিল। কিন্তু জলস্রোতে কেল্লার পারে পহুছিল না— যে তীরে উঠিয়াছিল, ঐ তীরে পুনরায় গেল। তাহা দেখিয়া গোরাগণ নৌকা হইতে তীরে নামিয়া রেতি 'পরে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লেশযুক্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইল। এজন্য আপন আপন রুটী কেরাচিতে ছিল, তাহা আহার জন্য গাড়ীর নিকট গমন করিল। তথা যাইয়া দেখিল, গাড়ীতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল সকল ঝুশিবাসী লোকগণ লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ দুঃখিত হইল। একে বালুকাময় ভূমি, ভ্রমণের ক্লেশ, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসাতে ক্লান্ত, পরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল তাহা লুঠ হইল, ইহাতে সকলেই দুঃখিত। একজন গোরা সর্দ্দিগর্ম্মিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর সকলে তথা হইতে ছায়া দেখিয়া পুরাণ ঝুশী গ্রামে বৃক্ষতলে রহিল। তথাকার ব্যক্তিগণকে কহিল, 'শীতল জল দাও।' তাহারা অতি সুশীতল জল এবং রুটী লইয়া সকলে উপস্থিত হইল। গোরাগণ কেবল জলপান করিল, আর কিছু গ্রহণ করিল না। পরে তাহারা স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার কেল্লায় যাইবার জন্য পার হইবার উপায় দেখিতে তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নজর হইল যে, দূরে এক ষ্টিমার আছে। ঐ স্থানে সকলে গমন করিয়া ষ্টিমারে সওয়ার হইয়া কেল্লাতে পহুছিল। এত ক্লেশে কেল্লায় যাইয়া কাপ্তেন সাহেবকে কহিল, "পার হইতে (গিয়া) যুদ্ধের চতুর্গুণ ক্লেশ হইল।

এত ক্লেশ দিবার মূলাধার দারাগঞ্জের প্রজাগণ। আমাদিগকে পুলের ধারে দেখিবামাত্র পুল ভাঙ্গিয়া দিল। যদি অগ্রে এই দুষ্টগণের আর খুনীর দস্যুগণের দমন হয়, তবে আমাদের দুঃখ-মোচন হইবে, নচেৎ তোমাদের আর রাজ্যশাসন অসম্ভব হইবে।" এই কথা শুনিয়া সকল সাহেবগণে যুক্তি করিয়া প্রয়োজন মত হুকুম দিলেন। ... ... এই হুকুম হওয়াতে গোরাগণ প্রাতে উঠিয়া কেল্লার মুরচা হইতে প্রথমে চারি পাঁচ গোলা নিক্ষেপ করিল, পরে কামান গুলি-গোলা বন্দুক ও কিরিচ ইত্যাদি শস্ত্রধারী হইয়া দারাগঞ্জে প্রবেশ করিয়া ... ... ইহা দেখিয়া সহরের বহু মনুষ্য অন্যান্য গ্রামে পলায়ন করিল। ইহাতে প্রায় শত শত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হইল। ... ... ইহা দেখিয়া দারাগঞ্জনিবাসী পিরুমল বিবেচনা করিল, কাপ্তেন সাহেবের গোচর ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাহার পর শুনিল যে, কাপ্তেন সাহেব পুল বান্ধাইবার জন্য পুলের নিকট আসিয়াছেন। পিরুমল গলবস্ত্র হইয়া সাহেবদিগকে জানাইল যে, "হে ধর্ম্মাবতার! অগ্রে আমার প্রাণ নষ্ট কর, পরে ... ... পরে প্রজাগণের প্রাণ হরণ কর, নচেৎ আমি তোমাদিগের সম্মুখে আত্মহত্যা হইব।" ইহা শুনিয়া সাহেবগণ তাহাকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন যে, "এক মূনসীকৃত অপরাধে দারাগঞ্জের সকল প্রজার ধনপ্রাণ নষ্ট করা ভাল হয় না। যে কেহ অপরাধী থাকিবে পশ্চাৎ দেখা যাইবে।" ইহা মাজিষ্টর ও সেনাপতি সাহেবদিগকে কহাতে তৎক্ষণাৎ বিউগিলের ধ্বনি করিবামাত্র গোরাগণ যে যেখানে যে কর্ম্মে ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেনাপতির নিকট

পড়িছিল। সেনাপতি সাহেব সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া দারাগঞ্জ ভিন্ন অন্য দিক্‌ গমন করিতে হুকুম দিলেন। পিরুমল সৈন্যদিগের জন্য তিন লক্ষ মণ রসদ দ্রব্যাদি দিল। তাহাতে তাহার প্রতি সাহেবগণ বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

এখানে গোরা ও শিখগণ সহর ... ... সরাইয়ের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, মৌলবী সাহেব কম বেশ পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্য (একত্র করিয়াছে), তাহাদের যুদ্ধসজ্জা ঢাল তরবারি আর বরসি এবং কাহারও বন্দুক আছে। ইহা দেখিয়া সরাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বাররুদ্ধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ দুই তোপে দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মৌলবীকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবার উদ্যোগ করাতে মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহারণ করিল। প্রথম দিবস মৌলবীর প্রায় দুই শত সৈন্য হত করিয়া গোরাগণ পিছিয়া আইল। পর দিবস যুদ্ধে যাইয়া প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সাত আট শত ব্যক্তি রণে পতিত হয়। তাহার পর গোরাগণ কেল্লাতে আইসে। পরে তৃতীয় দিবস মুসলমান এবং মেওয়াতি সৈন্যগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব বেশ করিয়া যুদ্ধ স্থলে আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কেল্লা হইতে শিখ ও গোরাগণ যুদ্ধ সজ্জা করিয়া ঐ সরাই-রণস্থলে আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। প্রথমে মৌলবীর সেনাগণ গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোরাগণ পশ্চাতে থাকিয়া শিখদিগকে অগ্রগামী করিয়া উভয় পক্ষের গুলি এবং তরবারিতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর গত হইল, শিখগণ মৌলবীর বহুসৈন্য নিপাত করিল। ইহা দেখিয়া মেওয়াতি দল একেবারে আক্রমণ করিয়া শিখসৈন্য নিপাত জন্য বহুমত উপায় করিল। তখন

গোরাগণ গোলা নিক্ষেপ দ্বারা মৌলবীর সকল সেনা হাত করিয়া তাহাকে ধৃত করিতে সন্ধান করিল। মৌলবী তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। মৌলবীকে না পাইয়া সাহেবগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কেহ মৌলবীকে ধৃত করিয়া দিবেক, তাহাকে পাঁচ শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

এই মত যুদ্ধাদি করিয়া প্রয়াগের দুষ্টগণ নিপাত করিয়া, প্রয়াগী-দিগের মধ্যে যাহারা দুষ্টতা করিয়া সরকারের অনিষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যাহাকে যেখানে পাইতেছে লইয়া ... ... যাইতেছে। এইরূপ শাসন প্রয়াগ হইতে কাশী পর্য্যন্ত করিয়া পথের কণ্টক ঘুচাইয়া ডাক চালাইতে শুরু করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহা প্রতি দিবস এক দুই করিয়া গ্রাম গোরাগণ ... ... বশে আনিতে লাগিল। ... ... গ্রাম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মনুষ্য সকল দেশান্তরী হইয়া গেল।

বিদ্রোহিগণের শাসন

প্রয়াগে যে সমস্ত বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাণের আঘাত হয় নাই, বিষয় যাহা যে গোপন করিতে পারিয়াছিল তাহারই আছে, নচেৎ সকল লুঠ হইয়া যায়। ভোজনপাত্র জলপাত্রবিহীন হইয়া আপন আপন স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলে এক বস্ত্র পরিধানে স্থানে স্থানে গোপনে থাকিয়া সকলে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গোল-যোগ নিবারণ হইবার পর সকলে আসিয়া দারাগঞ্জে আছেন। প্রয়াগের সব্ এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জেন্ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী যৎকালে দেশীয় পদাতিকগণ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে তেঁহ ডাক্তারখানাতে ছিলেন। পদাতিকগণ ভীষণ মূর্ত্তিতে ডাক্তারখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া,

প্রবাসী বাঙ্গালীগণের দুর্দ্দশা

যে সকল ঔষধ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া তছরূপ করিয়া চক্রবর্ত্তী ডাক্তারের উপর আঘাত করিতে পাঁচ ছয় জন সিপাহী বন্দুক ও তরবারি লইয়া মার মার শব্দে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘূর্ণিত লোচনে বিকট দশনে যমদূতের ন্যায় রহিল। তখন চক্রবর্ত্তী পদাতিকগণের পদানত হইয়া কহিলেন, "দেখ আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে তোমাদের কি লাভ হইবে? বরং ব্রহ্ম-হত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।" এই মত স্তবস্তুতি করাতে তাহারা প্রাণদণ্ডে ক্ষান্ত হইয়া কহিল, "তোমার যাহা অর্থ এবং বাসার দ্রব্যাদি আছে, সকল রাখিয়া একবস্ত্র পরিধান করিয়া যাও।" (তিনি) তাহাই করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গুপ্তবেশে ছিলেন, ডাক্তারখানা জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার বিশ্বনাথ দে দেখিল যে, পদাতিকগণ সাহেবদিগের প্রাণধন হরণ (ও) বাঙ্গালা দাহন করিতে করিতে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া বাঙ্গালা হইতে বাহির হইয়া এক বস্ত্র পরিধানে কেল্লা প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এইমত সকলে নানা উপায়ে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের পরিবার সম-ভ্যারে ছিল, তাহাদিগের তৎকালে কি বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্যে কি জানিতে পারিবে। যাহারা এ বিপদে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে, সেই জানে। হরি হরি এমত বিপদ কাহারও যেন না হয়।

সরকার বাহাদুরের সেনাপতিগণ সৈন্য দ্বারা পথের কণ্টক ঘুচাইয়া প্রয়াগ হইতে ডাক গমনাগমনের পথ খোলসা করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। পরে গোপীগঞ্জের সরহদ্দ মধ্যে (ও) ভদই পরগণার মধ্যে যে সমস্ত রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয় জমিদারগণ আছে,

তাহারা যুক্তি করিয়া ২রা জুলাই তারিখে প্রয়াগের ডাক মারে এবং পথিকদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। এ সংবাদ মির্জ্জাপুরের মাজিষ্টর মোর সাহেব শুনিয়া সরে-জমিনতে স্বল্প গোরা আর দেশীয় পদাতিক থানা হইতে সমভ্যারে লইয়া তৎস্থলে বিশিষ্ট তদারক করিয়া দেখিলেন, রঘুবংশী জমিদারগণ হইতে অনিষ্ট হইতেছে। (তিনি) তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উপায় করিতে লাগিলেন। তাহারা পলাতক হইল,তাহাদের প্রধান জমিদার গ্রেপ্তার হইল! গবর্ণমেণ্ট হাল আইনের ক্ষমতানুসারে তৎক্ষণাৎ অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসি দিলেন, বক্রী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরগণ ভ্রমণ করিতে রহিল।

এখানে যে ব্যক্তিকে গলরজ্জু দ্বারা হত করিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী লক্ষ্ণৌর বাসীন্দার কন্যা। সেই স্ত্রী আপন ভ্রাতৃগণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি মোর সাহেবকর্ত্তৃক বিধবা হইয়াছি, আমার পতিকে অবিচারে বধ করিয়াছে! যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তবে ইহার উচিত দণ্ড মোর সাহেবকে দিবে। তাহা হইলে আমার মনোদুঃখ যাইবে, নচেৎ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" এ সংবাদ্ পাইয়া ঐ বিধবার ভ্রাতৃবর্গ আপন রঘুবংশীগণকে একত্র করিয়া প্রায় তিন শত বন্দুকধারী তথাই যাত্রা করিল।

মোর সাহেবের অনুচরগণ অনুসন্ধান করিয়া ৪ জুলাই মাজিষ্টর সাহেবকে সংবাদ করে, তাহাতে মাজিষ্টর মোর সাহেব আর ডিপুটী মাজিষ্টর সাহেব দশ জন গোরা আর থানার পদাতিকদিগকে লইয়া ঐ হত জমিদারের দুই ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্গালাতে আনিয়া থানা

খাইবার উদ্যোগে ছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তি দৃঢ়বন্ধনে পদাতিকগণের হস্তে রহিল। এমতকালে লক্ষ্ণৌ হইতে রঘুবংশীগণ ঐ মৃত জমিদারের বাটীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দুই ভ্রাতাকে ফাঁসী দিবার জন্য লইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রে আঠার জন, সকলে বলিষ্ঠ, দুর্ব্বল কেহ ছিল না, ইহারা আপন রঘুবংশী ক্ষত্রিগণের নিকট যাইয়া কহিল যে, "আমাদের আর বৃথা জীবন ধারণ, যখন আমাদের পিতা-পিতৃব্যগণকে বধ করিল, তখন আমাদিগকেও আর রাখিবে না। যাহাকে পাইবে তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিবেক, অতএব আমাদের বিবেচনাতে এমত ফাঁসীতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা ভাল।" এই কথা শুনিয়া প্রায় বার শত রঘুবংশী কহিল যে, "একথা প্রামাণ্য বটে, যখন যাহাকে যেখানে পাইবে তাহাকেই ফাঁসী দিবেক, অতএব চল সকলে ফিরিঙ্গির সহিত লড়িব।" এই কথাতে দশ বার গ্রামের সকল মনুষ্য পঞ্চায়তে ঐক্য হইয়া আপন আপন যুদ্ধের অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে যে সকল বন্দুকধারী আসিয়াছিল তাহারা একযোগ হইয়া কোলাহল শব্দে গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙ্গালায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাহেব ও চারি পাঁচ জন গোরা খানা খাইতে বসিয়াছে। ঐ সময় গুলিতে ও তরবারিতে সকলের মস্তকচ্ছেদন দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিয়া বন্দীদিগকে বন্ধন মুক্ত করিয়া লইয়া গেল, আপনাদিকে অতিশয় ধন্যবাদ করিয়া বাহু আস্ফালন করিতে লাগিল। ইহাদের এই মত বীরত্ব দেখিয়া নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামের মনুষ্য সকল ইহাদিগের দলে মিশিয়া প্রায় বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া এক স্থানে রহিল। পথিকগণের ধনপ্রাণ হরণ ও ডাক গমনাগমনের পথ

রুদ্ধ করিল, দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল, পরে ৬ জুলাই বেণারস হইতে তিন শত গোরা, দুই তোপ, এক জন সেনাপতি এবং কাশীর রাজার পাঁচ শত পদাতিক চলিল। ঐ গ্রাম সকল ভদই পরগণায় কাশীর রাজার রাজ্য। সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণ বিগড়াতে রাজা সরকারের পক্ষে থাকিয়া বলণ্টর পল্টনের সেনাপতিদিগের নিকট হইতে চাতুরিতে মেগাজিন (ও) খাজনা লইয়া সরকার বাহাদুরের হস্তগত করিয়া দেওয়াতে ঐ দিবস সিপাহীগণের উপর তোপ দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করাতে, রাজা সাহেবের ভদই পরগণায় কমবেশ লক্ষ টাকা তহশীলের জমিদারীর প্রজাগণ বিগড়িয়া রাজার কর ইত্যাদি সকল বন্ধ করিয়া লুট ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের শাসন জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী বন্দুকধারী পাঠাইয়াছিলেন। প্রজাগণ প্রায় সকল সৈন্য নিপাত করিয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া রাজার রামনগরের কেল্লাতে আসিয়াছিল। প্রজাগণ রাজসৈন্য-গণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহানিষ্টকারী হওয়ায় দৌরাত্ম্যের পথ প্রবল হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রয়াগ-শাসন সময়ে প্রধান অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসী দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত উপদ্রব হয়। তজ্জন্য রাজসৈন্যগণ সরকার বাহাদুরের সাহায্য জন্য যাইয়া ভদই পরগণায় ... ... দুরাত্মাদিগকে প্রাণদণ্ড করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, আর সে পথে কিছু ভয় নাই।

কাশীধামের উত্তর দশ ক্রোশ হইবে ডুবি নামে এক ক্ষুদ্র সহরের ন্যায় নগরগ্রাম। তাহাতে অনেক চিনির মহাজন এবং ধনাঢ্য-গণ আর রঘুবংশী ক্ষত্রি জমিদারগণ আছে। তাহার মধ্যে গুমান-সিংহ নামে এক জন রঘুবংশী ওপ্রদেশের প্রধান জমিদার।

তাহার ঘরে আপন ভ্রাতা পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি কুটুম্বতে এক স্থানে দুই তিন শত ঘর আছে। নিজ পরিবার একায়ে পঁচিশ জন বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী উহার বশীভূত প্রায় বিশ পঁচিশ গ্রামের মনুষ্য এবং মহাজনগণ। ইহারা জৌনপুরের দুরবস্থা এবং রাজ-পুরুষগণের হত হওয়া দেখিয়া সকল গ্রাম্য লোক এক পরামর্শ হইয়া পথিকগণের প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল এবং সরকার বাহাদুরের যে পুলিশ থানা ছিল তাহার অনাদর করিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এক বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, তাহার উপরে এক নিশান এবং নাগারা বান্ধিল। সঙ্কেত রহিল ঐ নাগারা বাজাইলেই যে যেখানে যে কর্ম্মে থাকিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া এই স্থানে প্রস্তুত হইবে। এই মত নিরূপণ করিয়া দশ বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া রহিল, প্রকাশ করিল কাশী চড়াই করিয়া লুঠ করিবে। এই সংবাদ জজ এবং মাজিষ্টর কমিশন টগর সাহেব প্রভৃতি শ্রুত হইয়া তথ্য জানিবার জন্য, এক জন আগু পাঠাইলেন। তথা হইতে ইহাদের উপরোক্ত বিবরণের সঠিক তথ্য আনিয়া দেওয়াতে ২৪ জুন (২১ আষাঢ়) পঞ্চাশ জন সওয়ার, পঞ্চাশ জন গোরা আর এক কামান লইয়া গবিন্স সাহেব ডুবিতে যাত্রা করিলেন। তথায় দেখিলেন বহু মনুষ্য একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে, কিন্তু সকলই গ্রাম্য ব্যক্তি, সামান্য যোদ্ধা সেনাপতি কেহ নাই। ইহা দেখিয়া একেবারে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি আরম্ভ হইল, গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কতকগুলি আহত ও স্বল্প মনুষ্য পতিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ক্রমে সৈন্যগণ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইল ... ... গর্জিত

ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল, তন্মধ্যে কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করিলেন। গুমানসিংহকে ধরিবার জন্ত অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাদের কাহাকেও পাইলেন না। ... ... গোরাদিগের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া চারি জন স্ত্রীলোক কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, দুষ্টগণকে না পাইয়া গুমানসিংহের দুই বধূকে ডুলি করিয়া কাশীতে আনিয়া রাখিল।

গুমানসিংহ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রীলোকদিগের পিত্রালয় অযোধ্যার রাজধানীর মধ্যে, যথায় মানসিংহের রাজ্য, ঐ রঘুবংশীগণকে সংবাদ করিল। তাহারা শুনিয়া গুমানসিংহকে বহু ধিক্কার দিয়া কহিল, "আপন প্রাণভয়ে পলাইয়া ঘরের বহু বেটীকে বাহির করিয়া দিয়া, এক্ষণে সংবাদ পাঠাইলে, সে অপমানের কি উপায় আছে, তবে যদি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপন আপন হস্তে প্রাণবধ কর। যদি এমত বিবেচনা কর যে, যাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিলে ক্লেশ হইবে, এমত স্ত্রীলোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে নবাবী রাজ্য মধ্যে পাঠাইয়া দাও, পরে আমরা দুই হাজার বন্দুক সমেত যাইয়া যুদ্ধ করিব।" ডুবিওয়ালা ঐ মত করিয়া স্ত্রী-বালক-বালিকাগণকে স্থানান্তর করিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রামের মনুষ্য একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জায় রহিল এবং মানসিংহের অধিকারের রঘুবংশীগণের সহিত সংযোগ হইয়া ডুবি হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়া রাজেশ্বর নামক স্থানে সকল সৈন্যগণ এক বাগানের আড়ে প্রায় দশ বার হাজার মনুষ্য যুদ্ধ-সজ্জায় থাকিয়া একজন দূত শিকরোলে সাহেবদিগের নিকট পাঠাইল যে, "আমরা সম্মুখ সংগ্রামের জন্ত আসিয়াছি, গবিন্দ সাহেবের কর্ত্তব্য আমাদের সহিত আসিয়া যুদ্ধ করে, নচেৎ

আমরা মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শিকরোল পঁহুছিব। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ করিলাম।"

সাহেবগণ এই সংবাদ পাইয়া সকলে আপন আপন পরিবারগণকে সাবধান করিলেন এবং সকল বাঙ্গালীদিগকে হুকুম দিলেন, 'অদ্যকার কাছারি-দপ্তর সকল বন্ধ করিয়া সকলে বাঙ্গালীটোলায় যাও।' এই কহিয়া সাঁড়ণী সওয়ার এক জনকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠাইলেন এবং গোরা ও শিখদিগকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আদেশ হইল। ইহারা সুসজ্জিত হইতে হইতে দুতমুখে সকল জ্ঞাত হইলেন। ইহাতে বিচার হইল যে, গ্রাম্য প্রজাগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছে। এক তোপ, এক শত গোরা (ও) পঞ্চাশ জন শিখ লইয়া গেলেই কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু আর তিন শত গোরা (ও) তিন তোপ বরণার পুলে প্রস্তুত থাকে, আর পঞ্চাশ জন গোরা পশ্চাৎ থাকে। এই মত যুক্তি (করিয়া) যুদ্ধে যাত্রা করেন। রণস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়া এক তোপ দাগিল। ঐ শব্দে বিপক্ষগণ সতর্ক হইয়া আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া রণভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া বন্দুকের দ্বারা গুলি চালাইতে লাগিল। দুই দলে ঘোরতর বন্দুকের আওয়াজ হইয়া ধূমের দ্বারা অন্ধকার হইয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের শিখসৈন্যের সেনাপতি রাজা রণজিৎসিংহের সেনাপতি লহনাসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরজসিংহ ও গোরাদিগের সেনাপতি গলিন্স সাহেব ইঁহারা অগ্রে ছিলেন, আর আর সেনাপতিগণ পশ্চাতে ছিলেন। বন্দুকের বৃষ্টি হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে তরবারি চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে দৈবকর্ত্তৃক মেঘারম্ভ হইয়া ঘোরতর বৃষ্টি হইল। ঐ বৃষ্টির জলে বিপক্ষ দলের বন্দুকের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ঐ সময় কামানের গোলা দ্বারা

বিপক্ষগণকে নিপাতের বাণক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, গাছের আড়ে থাকিয়া গোলারূপ অগ্নিময় বাণ হইতে প্রাণরক্ষা করিল, পরে গোরাগণ বাগান মধ্যে কামান লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকে তোপ করিবার জন্ত কামান চালাইতে মনন করিয়া বয়েল হাঁকাইতে লাগিল, বিধিকৃত এমত বিপদ হইল যে, কামানের গাড়ীর চাকা এমত বসিয়া গেল যে, কোন ক্রমে বয়েলে টানিতে পারিল না। অনেক মত তদ্বির করিল, কোন ক্রমে না চলে না ফিরে। ঐ স্থানে রাখিয়া দুই তিন গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ মধ্যে মহাসাহসী এবং মহাবলপরাক্রান্ত কুড়ি জন শস্ত্রপাণি হইয়া কামানের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কামানের উপর পড়িয়া রঞ্জক বন্ধ করিয়া কামান ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। তাহাতে গোরাগণের সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া বার জন গোরা ও শিখ-সৈন্তকে হত করে এবং সুরতসিংহকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে প্রায় চারি পাঁচশত ব্যক্তি শস্ত্রপাণি হইয়া মহাবল-বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। শিখগণকে লইয়া সুরতসিংহ অস্ত্রযুদ্ধে প্রায় ৫০ জনকে হত এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করিল। তন্মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ এবং এক ষোড়শবর্ষীয় যুবা শস্ত্রপাণি হইয়া গোরনাদে বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি এবং যুবা সুরতসিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বহু যোদ্ধৃগণের সহিত যুঝিয়া নিকটস্থ হইয়া সাহেবের প্রতি আঘাত করে। এমত কালে বাবু দেবনারায়ণ সাহেবের দক্ষিণ দিক্ হইতে দেখিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি আঘাত করে, সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ শিখসৈন্তগণ আসিয়া বৃদ্ধ বাহাদুরসিংহের

সহিত অনেক যুঝিয়া তাহাকে রণস্থলে শয়ন করাইল। ষোড়শবর্ষীয় যুবা হেমন্তসিংহ অনেক সৈন্যকে আহত এবং দশ জনকে হত করিয়া সুব্রতসিংহকে হত করিবার জন্য অন্বেষণ করিয়াছিল। সুব্রত-সিংহ ধনুর্বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তাহার সওয়ার সাবধান হইয়া প্রাণ রক্ষা করে, অল্প অল্প ছয় স্থানে আঘাত হয়, শেষে যে আঘাত করে, তাহাতে দক্ষিণ পদে অধিক আঘাত হয়। এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন গোরাগণ মুহুর্মুহু বন্দুকের বাড় ঝাড়িতেছে। এখানে কামান বিপাকে পড়াতে আর সকল বিপক্ষগণ গোরাদিগের প্রতি আক্রমণের জন্য বাগান হইতে বাহির হইল। ইহা দেখিয়া গবিন্দ সাহেব বিবেচনা করিয়া বিউগলে রণশব্দ করিলেন এবং রণবাদ্য বাজিতে লাগিল, পশ্চাতে যে ৫০ জন গোরা ছিল, তাহারা অন্তর অন্তর চারি চারি জনায় থাকবন্দী হইয়া আসিতে লাগিল। দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, বহু সৈন্যের সমাগম হইতেছে। বিপক্ষগণ রণবাদ্য এবং পশ্চাতে রণস্থলে সৈন্যসমাগম ও গোরাদিগের বিক্রম দেখিয়া বাহাদুরসিংহের প্রাণনষ্ট ও হেমন্তসিংহ রণমধ্যে ধৃত হওয়াতে সকলে পলায়ন করিল। কমবেশ পাঁচশত মনুষ্য যুদ্ধে হত হইল। বিপক্ষগণের বিপুল আশা নির্বাণ করিয়া সকলে আপন আপন শিকদোলের শিবিরে আসিয়া রণশ্রম শান্তি করিলেন। সুব্রতসিংহ ডাক্তার সাহেবের বাঙ্গালাতে যাইয়া কাটাপদে ঔষধ দিল, তিন দিবস মধ্যে পুনরায় অশ্বারোহণ করিবার ক্ষমতা হইল।

বিপক্ষদলের যাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বন্দিশালে বদ্ধ রাখিলেন।

২২ আষাঢ়, ২৫ জুন

ডুবিনিবাসিগণ পুনর্ব্বার সংবাদ পাঠায় যে, 'সাহেবদিগকে কহিবে তাঁহারা তৈয়ারি থাকেন, আমরা একদিন তাঁহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিব।' কিন্তু দিনের নির্দ্ধারিত করে নাই। এই সংবাদে সেনাপতি এবং টগর সাহেব ও গবিন্স সাহেব প্রভৃতি সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সৈন্য-সমাবেশ করিয়া শিকরোল রক্ষার্থ বরণার পুলের উপর তোপ এবং রাজঘাটে তোপ এবং মাটীর যে কেল্লা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তোপ এবং গোরাগণের চৌকি রহিল। সহর রক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের পুলিস আর রাজা-বাহাদুরে পাঁচশত বন্দুকধারী অশ্বারোহী থানায় থানায় রহিল। ইহারা দিবারাত্রি নগর ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই মত বন্দোবস্ত বিপক্ষ-বিনাশ জন্য করিলেন।

ডুবিতে ধৃত হওয়া কুড়ি জনকে ফাঁসী দিবার জন্য কাছারিতে আনিয়া হেমন্তসিংহকে কহিলেন যে, "তোমাদিগকে যখন ধরিয়া আনিয়াছি, তখন যে প্রকারে হউক প্রাণনষ্ট করিতে পারি, কিন্তু তোমরা সরকার বাহাদুরের তরফ চাকুরি স্বীকার কর, তবে তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়।" "আমরা তোমাদের চাকুরিতে স্বীকার নহি, যখন রণস্থলে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর।"— এই কথা বারংবার উভয় পক্ষের উক্তি হইল। এই মত বাদানুবাদ করিতে করিতে এমত সময়ে কাশীর রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে, "ডুবির রণধৃত ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকিলে ভাল হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছে সকলই রঘুবংশী ক্ষত্রিয়। ইহারা জমিদার এবং আমার অমাত্য।" এই সংবাদে ফাঁসী দেওয়া স্থগিত হইল।

রাজা বাহাদুর ইহাদের ফাঁসী দেওয়া স্থগিত করিয়া উকিলের

দ্বারা ভুবিতে গুমানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রঘুবংশী জমিদার-গণকে সংবাদ করিলেন যে, "আমার মানস সকলের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, রাজার সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া কেবল ধনপ্রাণ হানি আর সম্পূর্ণ ক্লেশ ভিন্ন অন্য কিছু মাত্র লাভ নাই। এত ক্লেশ এবং ধন-জন-মান নষ্ট করিয়া ভূপতি হইতে পারিবে না। যে কেহ রাজা হইবে, তাহার অধীনে থাকিয়া কর দিতে হইবে, স্বাধীন হইবার কদাচ সম্ভাবনা নাই। যদি যুদ্ধে জয়ী হওয়া না যায়, তবে যে কি দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা কহা যায় না। তাহার কারণ রাজা ক্লেশ পাইলে পশ্চাতে সহস্র গুণে ক্লেশদায়ক হয় এবং ক্ষুদ্রাপরাধে প্রাণদণ্ড করে। ইতোমধ্যে কত ... ... ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছে, তাহাও সকলে দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন। তথা হইতে হেমন্ত-সিংহ প্রভৃতি মহাশূর রঘুবংশী যত ক্ষত্রিয় তাহাদের সংযোগে আছে, তাহার মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত রণপণ্ডিত কুড়িজনকে দুত করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছিল, এ সংবাদ আমি শুনিয়া বহুযত্নে স্থগিত রাখাইয়াছি। যদি ক্ষাত হইয়া উভয়ের মনোমিলন হয়, তাহা হইলে ভাল হয়।" এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা কহিয়া পাঠান।

গুমানসিংহ প্রভৃতি প্রত্যুত্তর করিল, "যখন মানহানি হইয়াছে, তখন ধনপ্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু-বেটী না দিলে হইতে পারে না। আমরা একবার জান কবুল করিয়া চাক্কুল করিব। যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতেও দুঃখিত নহি। যে হেতু তাহারা ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহা করিয়াছে, রণে ভঙ্গ দেয় নাই, সম্মুখ

সংগ্রামে হত হইয়াছে। আর আমাদের ধনসম্পত্তি সকল লুঠ করিয়াছে। আর কি আছে? একণে জীবৎমান থাকাতে কেবল ক্লেশ ভিন্ন নহে, স্বল্প দোষে লইয়া যাইয়া প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতে ইহলোক পরলোকে দোষ আছে। তদপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ হইলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মমতে মোক্ষপদ পাইব—চিরজীবী কেহ নহে।"

এই মত বহুতর বাদানুবাদ পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত হইয়া শেষে রাজা সাহেবের কথাতে সম্মত হইয়া আপন ক্ষতিপূরণের কথার শেষ হইয়া ২৮ জুন, ১৫ আষাঢ় ডুবিনিবাসী প্রধান প্রধান জমিদার-গণ কাশীধামের কামাখ্যা নামক স্থানে, যথায় রাজা ঈশ্বরী নারা-য়ণের কোষাগার, ঐ স্থানে টগর সাহেব এবং গবিন্স সাহেব এবং রাজা বাহাদুর সকলে একত্র হইয়া জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, "তোমাদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তোমরা লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না। তোমাদের গৃহাদি দগ্ধ এবং দ্রব্যাদি সৈন্যগণে লুঠ ফেসাদ করিয়াছে, এজন্য তোমাদের মন দুঃখিত হইয়াছে। অতএব তোমাদের তিন বৎসর খাজনা মঙ্কুপ করিয়া দিলাম। কিন্তু তোমরা এই স্বীকার কর যে, কোম্পানি বাহাদুরের বিপক্ষে যে কেহ আসিবে তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধাদি করিবে, তাহাতে সরকার বাহাদুরের সাহায্য হইবে।" এই কথা সকলে স্বীকার করিল।

২৯ জুন রাজা বাহাদুরের কামাখ্যার বাগানবাটীতে উভয় পক্ষে সকলে এক মিল হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদারদিগকে উত্তম রূপে আহারাদি করাইয়া পঞ্চাশাবধি এক শত মুদ্রা পর্য্যন্ত পাগড়ির মূল্য—এমত পঁচিশ পাগড়ি আর দুই শত টাকা প্রতি ব্যক্তিকে পারিতোষিক দেওয়া হইল। জমিদারগণ যথা-

সৌম্য ব্যক্তিবিশেষে কোলাকুলি, প্রণাম, দণ্ডবৎ ও সেলাম করিয়া শেষে কহিল যে, "যে স্ত্রীলোকদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদের গতি কি হইল ?" তাহাতে সাহেবেরা এবং রাজা কহিলেন, "একথা সকলই মিথ্যা, স্ত্রীগণকে তথায় তল্লাস করগে, এখানে আনা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া তাহারা গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, দুই জন কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, আর দুই জন তাহাদের মাতুলালয়ে লুকাইয়াছিল, তাহার সংবাদ পাইল। এই মাতুলালয়ের সংযোগ রাজা বাহাদুরের কৌশলে হয়।

১০ জুন, ৩০ জ্যৈষ্ঠ

কানপুরে যে এক দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা বারাণসীর পদাতিকগণের আওহাল শুনিয়া বিবেচনা করিল যে, 'আমাদিগের প্রতিও এইরূপ হইবে, অতএব ইহার বিবেচনা মতে থাকিতে হইবে।' এইমত পরামর্শ করিয়া পদাতিকগণ আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া খাজনাখানা (৫) মেগাজিন বেষ্টিত হইয়া রহিল।

বেনারস হইতে যে পদাতিক ও অশ্বারোহিগন বেদিল হইয়া তোপের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যায় এবং এলাহাবাদের পদাতিকগণ আর এলাহাবাদ হইতে মৌলবী সাহেবের সৈন্য সহিত যাইয়া সকলে একত্র হইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইল। পুনানিবাসী বাজিরাও সাহেব পুনা-সেতারার রাজা ছিলেন, যাঁহার নব লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, এতদ্ভিন্ন পদাতিকগণ, যাঁহার ভ্রাতা রাজা অমৃতরাও। ইহারা পূর্ব্বে দিল্লীর সিংহাসনাদি দখল করিয়াছিল, পানিপথ (৬) শোণপথের যুদ্ধে বন্দী হইয়া কুরুক্ষেত্রাদি যে পঞ্জাব সতলজ নদীর

পূর্ব্বপার, ইহাও অধিকার করিয়া অনেক রাজধানী লুঠ করিয়া লইয়াছিল। সরকার কোম্পানী বাহাদুর ঐ রাজিরাও সাহেবকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া তাহাকে সপরিবারে বিঠুরে বন্দীর ন্যায় রাখিয়াছিলেন। ঐ বাজিরাও সাহেবের পোষ্যপুত্র নানাসাহেবের ধনসম্পত্তি লুঠিবার মানসে সৈন্যগণ আইসে।

নানাসাহেব

নানাসাহেবের নিজ বন্দুক এক হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী দক্ষিণে ছিল। বিগড়া সৈন্যগণের সহিত এগার তোপ ছিল, নানাসাহেবের দশ বার তোপ ছিল। সিপাহীদিগের আগমন-সংবাদ শুনিয়া নানাসাহেব আপন সৈন্য সুসজ্জীভূত করিয়া তোপের মুরচা বান্ধিয়া রহিল।

নানাসাহেব একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, 'সিপাহীগণের কি মতলবে আসা হইয়াছে? যদি আমার দ্রব্যাদি লুঠ জন্য আসিয়া থাকে, তবে আমি সহজে লুঠিতে দিব না। আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখিব, পশ্চাৎ যাহা হয় হইবে।'

সিপাহীগণ এই কথা শুনিয়া কহিল, "আমাদের রসদ নাই এবং মালিক কেহ নাই। যদি আমাদিগকে রসদ দিয়া সাহায্য করেন, তবে আমরা কোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রাজ্য দখল করাইয়া দিব।" তাহাতে নানাসাহেব কহিলেন, "আমার নিকট অধিক ধন নাই, নগদ চৌদ্দ লক্ষ টাকা আছে। ইহাতে কি প্রকার যুদ্ধ হইতে পারে?" তাহাতে সৈন্যগণ কহিল, "ইহাতেই হইবে, তোমাকে মালিক করিয়া আমরা যুদ্ধ করিয়া লুঠিয়া লইব।" এই কথা হইয়া ১১ জুন রাত্রিতে কানপুর সহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সাহেবদিগের বাঙ্গালাতে প্রবিষ্ট হইয়া, সাহেবদিগকে হত করিয়া দ্রব্যাদি লুঠ করিল এবং বাঙ্গালাতে অগ্নি দিল। এই মত উপদ্রব

শুরু করাতে আর আর স্থানে স্থানে যে সমস্ত সাহেব-বিবি এবং তাহাদের বালক-বালিকাগণ আর যে দুই শত গোরা ছিল, ইহারা পলাইয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত এক গড় করিয়া রাখিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারে তোপ রাখিয়া রহিল। পদাতিকগণ দেখিল, অন্য ব্যক্তি আসিয়া সকল হত করিয়া লুঠ করে। দেশীয় পদাতিকগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন নানাসাহেব সহরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাজনগণের কুঠী লুটিতেছে। ইহাতে কম-বেশ দশ লক্ষ টাকা লুঠিয়াছে। শিখ-পদাতিকগণ পুরাদল ছিল না, পাঁচ শত ছিল, ইহারা দেখিল, বিপক্ষগণ দস্যুর ন্যায় আসিয়া লুঠ ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষে প্রায় দুই তিন শত হত হইল, শিখ একশত হত হয়। এই অবসরে গোরাগণ মেগাজিন আর খাজনা, যে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত ছিল, তাহা ঐ গড় মধ্যে আনিল। জজ মাজিষ্টর কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবগণকে হত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকল দখল করিয়া লইল। শিখগণ ঐ মৃত্তিকার গড়ের নিকট আসিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া রহিল। দেশীয় পদাতিক যাহারা ছিল, তাহারা নানা-সাহেবের সহিত মিলিয়া গেল। কানপুর হইতে বিঠুর পর্য্যন্ত যত জমিদার ক্ষত্রিয়গণ ও আর আর প্রজাগণ (ছিল) সকলেই নানা-সাহেবের পক্ষ হইয়া পথ ঘাট গ্রাম সকল লুঠিতে লাগিল। সহরের থানা ইত্যাদি যত আমলদারি ছিল, সকল উঠাইয়া দিয়া আপনাদের আমল দখলজারি করিল। পূর্ব্বে ফতেপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমে লাগাইদ দিল্লী সকলই বেদখল। ইহার মধ্যে যে যতদূর আমল করিতে পারিয়াছে, কানপুরে সিপাহীগণের আর নানাসাহেবের দোহাই ফিরিতেছে। যদি কেহ কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দেয়, তৎ-

অর্থাৎ তাহার শিরশ্ছেদ। এই মত প্রবল প্রতাপ করিয়া কেবল মার মার কাট্ কাট্, এই শব্দ সর্ব্বত্র, সাহেব ও বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ। সাহেবেরা সপরিবারে গড়ের মধ্যে ও বাঙ্গালী সকলে নানা স্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় ক্লেশ। দ্রব্যাদি সকলই লুঠিয়া লইয়াছে, জলপাত্র ভোজনপাত্ররহিত, আহার বিনা প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী অবধূত থাকীর বেশ ধারণ, কেহ বা পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। যাহাদের কিছু অর্থ ছিল, তাহা কোন প্রকারে গোপন করিয়া কেহ চোঙ্গার ভিতরে রাখিয়া তাহার দুই মুখ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার মধ্যস্থলে টাকা গোহর রাখিয়া তাহার ভিতরে তামাক পূরিয়া নানা ছলা কলা দ্বারা দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাশীতে পৌঁছে।

কানপুরে গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেব বিবি গোরা শিখ ইত্যাদি ছিল, তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্ত বিপক্ষ পদাতিকগণ ব্যূহের নিকটস্থ হইয়া ব্যূহ বিদীর্ণ করিবার তদ্বির করিতেছিল। এমত কালে একজন শিখ দেখিতে পাইয়া সাহেবদিগকে সংবাদ করিল। এই সংবাদ পাইবা মাত্র সকলে রণ-সজ্জা করিয়া ব্যূহদ্বারে আসিয়া দেখিল যে, বিপক্ষের বহু সৈন্ত বেষ্টিত করিয়াছে, আর প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই, যাহা হউক ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই বলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের গুলির শব্দে অস্ত্র মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল, ঘোর যুদ্ধে গুলি গোলা তরয়ালের হন্ হন্ শন্ শনানিতে সহরের দোকান ইত্যাদি হাট বাজার বন্ধ হয়। দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের অনেক মনুষ্য হত হইল। এই মত তিন দিবস পর্য্যন্ত সাহেবগণ

যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ দলের পনের ষোল শত ব্যক্তি হত করিল। কিন্তু গোলাগুলি বারুদ এবং আহারাদির দ্রব্য কিছুই রহিল না। রণশ্রম তাহাতে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত, ইহাতে বলবুদ্ধি কিছু রহিল না। অনেকে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিকে সাহেবদিগের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। যে যেখানে ইংরাজ সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিতেছে। এমতে কত শত বধ করিয়াছে, ... সিপাহীগণ নির্দ্দয় রূপ ধারণ করিয়া বিবি এবং বালকবালিকাগণের বিকৃত রূপে প্রাণ নাশ করিয়াছে, তাহা দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মোহ হয়। সকল হত হইয়া বৃাহ মধ্যে (কেবল) পঞ্চাশ জন স্ত্রী, বালক-বালিকা এবং আহড সাহেব জীবিত ছিল।

একজন কাপ্তেন এই উপদ্রব-কালে উপস্থিত হইল, সেই ব্যক্তি আপনার থাকিবার আবাসের সোপান ভগ্ন করিয়া তদুপরি রহিলেন। তাঁহার নিকট এক উত্তম পিস্তল আর গুলি বারুদ ছিল। কাপ্তেন সাহেব ঐ ঘরের উপর হইতে একলা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার গুলির আঘাতে প্রতি দিবস দুইশত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইত। এই মত তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া নানাসাহেবের সৈন্য হত করেন। তিন দিবসের পর গুলি বারুদ কিছু ছিল না। চতুর্থ দিবস গৃহ মধ্যে যত বোতল ও শিশি এবং বেলওয়ারি ঝাড় লণ্ঠন গেলাস ইত্যাদি ছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া শত ব্যক্তির অধিককে আঘাত করেন। এই মত চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত একাকী যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া দেখিলেন যে, আর প্রাণের আশা নাই। তখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

কহিলেন, "হে যোদ্ধৃগণ! আমি এক্ষণে নিরস্ত্র হইয়াছি। তোমাদের সহিত কিসে যুদ্ধ করিব? দেখ, আমার গুলি বারুদের তূণ শূন্য হইয়াছে। চারি দিবস অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছি। তাহাতেও রণ-শ্রম হয় নাই। এখনও গুলি বারুদ পাইলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবা-রাত্র সমান যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব যদি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা থাকে, তবে রাজনীত্যনুসারে অস্ত্রাদি দাও, নচেৎ আমি এই বাহিরে দাঁড়াইলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।" এই কথা শুনিয়া সিপাহীগণ শত শত গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে প্রাণ বধ করিতে পারিল না। কাপ্তেন সাহেব কহিলেন, "এমত হাজার ব্যক্তি গুলি নিক্ষেপ করিলে কিছু হইবে না। তবে যে কেহ আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মরিব।" ঐ সময় কানপুরের একজন রঘুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারের গুলিতে কাপ্তেন সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইল। ঐ জমিদার সাহেবের হস্তের পিস্তল পাইল।

এই মত মহাবলপরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্থানে স্থানে হত হইলেন। সিপাহীগণ নানাসাহেবকে রাজা করিয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী সকল দেশে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে এমত শাসন করিল যে, পথিক ব্যক্তির কি প্রজাবর্গের যে কেহ দ্রব্যাদি হরণ কি দৈহিক দুঃখদায়ক হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, অল্প দোষী হইলে হস্ত-পদ ছেদন করা যাইবে। এই মত শাসন করিয়া পথিকগণের পথ-কষ্ট দূর করিয়াছিল। যে কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্লেশদায়ক হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি উপযোক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এই মত রাজ্যাধিকারী হইয়া মৌলবী সাহেব প্রধান মন্ত্রীর

মন্ত্রণাতে রাজ্য শাসন করেন। একমাস গত হইলে পর কানপুরের গড় মধ্যে যে কেহ আহত সাহেব ও বিবি ইত্যাদি ছিল, তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, 'আর আমাদের প্রাণরক্ষার উপায় নাই, এক্ষণে বিপক্ষের শরণাগত হইয়া প্রাণ লইয়া কলিকাতা গমন করিতে পারিলে ভাল হয়। শরণাগত হইলে কেহ প্রাণ নষ্ট করে না।' এই বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে একজন অতি প্রাচীন বিবি ছিলেন, তাঁহার সহিত দশজন শিখ-পদাতিক দিয়া নানাসাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল যে, "আমরা নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধে হার মানিয়া তোমার জয় বলিয়া নিকটস্থ হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর। আমরা আহার বিহনে মারা যাইতেছি। আমাদের নিকট তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত আছে। আমাদের যে কেহ এ স্থানে জীবিত আছে, সকলে কলিকাতা পঁহুছিতে পারি, এই আন্দাজ খরচের টাকা দিয়া, বাকী টাকা তুমি লহ। আমরা বালক-বালিকা আর স্ত্রীগণ এবং আহত সাহেবদিগকে লইয়া গমন করি। প্রাণের প্রতি আঘাত না হয়।" বৃদ্ধা বিবি এই মত বহুতর বিনয় বাক্যে স্তবস্তুতি করাতে নানা-সাহেব সম্মত হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকাদি করিয়া সকলে এদেশ হইতে গমন কর, তোমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে না।" এই কথা শুনিয়া ঐ প্রাচীনা গৃহ মধ্যে আসিয়া সকলকে কহিয়া তিনখানি নৌকাভাড়া করিয়া এক খানিতে আহত ব্যক্তিগণ, দুই নৌকাতে [illegible] আর বিবি ও মিস্ বাবা ইত্যাদি যাহারা জীবিত ছিল এবং বারজন সাহেব, ইহারা আপন আপন পরিধান-বস্ত্র ও ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকা-রোহণ করিল। অস্ত্রাদি, দ্রব্যাদি ও তিন লক্ষ টাকা গৃহ মধ্যে

রহিল, তাহা নানাসাহেবের লোকে লইয়া গেল। সাহেবদিগের নৌকার মধ্যে আহতদিগের নৌকা অগ্রে খুলিয়া আসিতে ছিল, বাকি দুইখানি পশ্চাতে খুলিয়া কিছু দূর আসাতে সিপাহীগণ শুনিল যে, কানপুরের গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেবগণ ছিল, তাহারা স্ত্রীপুরুষ সহিত নানাসাহেবকে খাজনার বেবাক টাকা ও সকল দ্রব্যাদি দিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। এই বাক্য শুনিবামাত্র সিপাহীগণ দ্রুতগতি গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিল, দুই খানা নৌকাতে সাহেবদিগের পরিবার সমেত যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুকের অগ্নি দ্বারা নৌকা জ্বালাইয়া গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। তথায় গঙ্গার জল অল্পই ছিল, সকলে অগ্নি-দগ্ধ গোলা-গুলির ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্ম জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নির্দয় নিষ্ঠুর সিপাহীগণের হস্তে কাহারও প্রাণ রহিল না। স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাণভয়ে ডুবিলে গুলি নিক্ষেপ করে, নিকটে আসিলে তরোয়ালে নিধন করে। এই মত দুই নৌকার সকলকে নিধন করিয়া, অগ্রে যে নৌকা গিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া তাহার আহত ব্যক্তিদিগকে নানাসাহেবের সম্মুখে আনিল। তাহাতে নানা হুকুম দিলেন, "যাহাদের যুদ্ধের ক্ষমতা আছে, তাহা-দিগকে তোপের সম্মুখে দেহ, যাহারা অক্ষম তাহাদিগকে তর-বারিতে বিনাশ কর।" এই হুকুম পাইয়া নির্দয় সিপাহীগণ সাহেব-কুল সকল দক্ষিণ মশানে বিনাশ করিল। দেখ কি অবিচার! যাহাদিগকে অভয় দিয়া বিদায় করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিল। এই সকল বধ করিয়া বাঙ্গালীদিগের প্রাণ নষ্টের জন্ম সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। বাঙ্গালীদিগকে ধরিবার জন্ম সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিল। ইহারা অতি সুচতুর, নানা বেশ ধারণ করিয়া

অজ্ঞাতবাস করিয়া রহিল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের কর্ম্ম-কারক শ্রীযুত করুণাময় ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে ধৃত করিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে আনিল। নানা বাঙ্গালী দেখিবামাত্র রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন যে, "ইহার প্রাণনাশ কর।" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্যের দেহ হইতে প্রাণত্যাগের ন্যায় হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া নানাকে নানামত স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "হে পৃথ্বীনাথ! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ বহু পুণ্য করিয়া ব্রহ্মস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়াছেন। সকল তীর্থে কীর্ত্তি করিয়াছেন। অদ্যাবধি কীর্ত্তি সকল সজীব আছে। অতএব আমি দীন হীন ব্রাহ্মণ, উদর-পোষণ (ও) পরিবারের জীবন-রক্ষার জন্য সওদাগর সাহেবের কর্ম্ম করিতেছি, রাজ্যাধিকারীর চাকর নহি। তবে আমায় প্রাণবধ করিয়া কি জন্য ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক লইবেন।" এই মত স্তুতিবাদ করাতে এবং মন্ত্রিগণ দয়া প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মবধ-নিবারণ করাতে ভট্টাচার্য্য নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

এখানে এলাহাবাদ জয় করিয়া সেনাপতি হেভ্‌লক্ সাহেব ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন পক্ষ সহস্র সৈন্য লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পথি-মধ্যে দস্যুগণ কণ্টক স্বরূপ হইয়া অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে। কানপুর যাবার সহিত ঐ পথ নিষ্কণ্টকের প্রথমোদ্যোগ। যে সমস্ত হাঙ্গামায় যুক্ত জমিদারগণ লুণ্ঠাকাঙ্ক্ষায় দস্যুবৃত্তি করিতে-ছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া। এই মত করিতে করিতে ফতেপুর পহুছিলেন। তথায় বহু বিপক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল। সরকার বাহাদুরের সৈন্য পহুছিলে ঘোরতর

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষগণের সঙ্গে দশ তোপ এবং পোনর হাজার পদাতিকগণ বন্দুক তরয়ালের যোজক। সরকার বাহাদুরের চারি হাজার গোরা-সৈন্ত, এক হাজার শিখ-সৈন্ত—এই পাঁচ হাজার সৈন্ত সেনাপতিগণ লইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত আছে। তোপের গোলা মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপণ। বিপক্ষে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছু ত্রুটি করিল না, যে পর্য্যন্ত তি···গঞ্জের বাহিরে সরকার বাহাদুরের বৃটিশ সৈন্যগণ ছিল, সে পর্য্যন্ত কিছু গোলাগুলি নিক্ষেপ করেন না; ভিতর প্রবেশ হইবামাত্র যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। বৃটিশ সৈন্তগণ মুহুর্মুহু গোলাগুলি নিক্ষেপে রণভূমি ধূমে অন্ধকার করিয়া বিপক্ষের কম বেশ দুই হাজার সৈন্ত হত করিল। ইহাদের দুই শত একুশ জন হত হইল। বিপক্ষ দল গ্রামে পলায়ন করিবার উপক্রম দেখিয়া গোরাগণ ধাওয়া করিয়া দশ তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণ ফতেপুর হইতে পিছে হটিল। হেভ্‌লক্ সাহেব ফতেপুরের যুদ্ধ ফতে করিয়া তথাকার বদমায়েসদিগকে শাসন করিয়া অগ্রে যাইবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কানপুর হইতে করুণাময় ভট্টাচার্য্য কাশী আসিতেছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য্য-প্রমুখাৎ কানপুরের দুরবস্থা সকল জ্ঞাত হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন "যদি ইহার শোধ তুলিয়া নানাকে নানী বানাইতে পারি, তবে আমার সেনাপতি কর্ম্মের সফলতা হইবে।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "যদি কানপুর যাত্রা করিতে হয়, তাহার বিলম্ব করিবেন না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, বিপক্ষগণ ··· ··· নদীর পুল ভাঙ্গিয়া

দিবার উদ্যোগে আছে। প্রায় বিশ হাজার মনুষ্য একত্র হইয়াছে।" সেনাপতি হেভ্‌লক্‌ ভট্টাচার্য্যের বাচনিক সমস্ত শুনিয়া কানপুর গমনের তদ্বির করিলেন। পথিমধ্যে যে সমস্ত কণ্টক ছিল, তাহা নিষ্কণ্টক করিতে করিতে পুলের পূর্ব্ব পারে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ মহাকোলাহলে পশ্চিম পারে মুরচা বান্ধিয়াছে। পুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অবিলম্বে গোলা নিক্ষেপের হুকুম দিলেন। বৃটিশ সৈন্যগণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং রণবাদ্যে রণোন্মত্ত হইয়া দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান রহিল না। ইহা বিপক্ষগণ দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। বৃটিশ সৈন্যগণ পুল পার হইয়া ছাউনী করিয়া কানপুর যাত্রা করিল। বৃটিশ সৈন্যদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেব সসৈন্য কানপুর হইতে পলায়ন করিয়া বিঠুরের নিকটে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে যুদ্ধের মুরচা বান্ধিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ এগার ক্রোশ ধাওয়া করিয়া কানপুর যাইয়া নানাকে না পাইয়া বিঠুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিল। বৃটিশ সৈন্যগণকে বিপক্ষগণ দেখিয়া, ঘোরনাদে রণভূমিতে বাদ্যধ্বনি করিয়া যুদ্ধসজ্জীভূত হইয়া রণোন্মাদে মত্ত হইয়া কামান ও বন্দুক দ্বারা গোলা-গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে বৃটিশ সৈন্য-গণ ভ্রান্তি না হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পঙ্কজ-দল দলন করিতে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিল যে,...গজের মধ্যে সৈন্যগণ এবং বিপক্ষ দল সমূহ আছে, তখন হেভ্‌লক্‌ ও নীল সাহেব দুই জন সেনাপতি আপন আপন সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষের অবিরত অস্ত্রাঘাতে বহু সৈন্য নিপাত হইল। বিপক্ষগণের অশ্বারোহী অস্ত্রধারী এক সহস্র সৈন্য ছিল, ইহারা ব্যূহ

জন্য অনেক তদ্বির করিয়া বৃহের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ রণপণ্ডিত, কদাচিৎ বিপক্ষ অশ্বারোহী-দিগকে বৃহ প্রবেশ করিতে না দিয়া বহু সৈন্য আহত ও হত করিল। ইহাতে অশ্বারোহিগণ পশ্চাদ্গামী হইয়া পলায়ন করিল। সেনা-পতিগণ দেখিলেন যে, বিপক্ষ নানা সাহেবের সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে বৃটিশ সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারে না। সম্মুখে ধাওয়া করিলে তোপের মুখে বহু সৈন্য হত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বিপক্ষ দলের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া হেভ্‌লক্ সাহেবের পদাতিকগণ ধাওয়া করিয়া বিপক্ষের বহু সেনা হত করাতে বিপক্ষগণ পলাইবার পথানুসরণ করাতে নীলসাহেবের দল পদাতিকগণ অগ্রগামী হইয়া গোলা-গুলি নিক্ষেপে বিপক্ষ-দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া এগারটা তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণের স্বল্প সৈন্য যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা ও নানাসাহেব প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল। সরদার বাহাদুরের অশ্বারোহী সৈন্য তৎস্থানে ছিল না, এজন্য ধাওয়া করিয়া ধরিতে পারিল না। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বৃটিশ সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের ঐ দিবস কত ক্লেশ হইয়াছে, তাহা কহিতে পারা যায় না। আঠার ক্রোশ পথ গমন, তাহাতে অতিশয় জল-কাদা হেতু পথের দুরধিগমতা, মধ্যে মধ্যে কণ্টক-বনজঙ্গল দেড় হাত দুই হাত ভাঙ্গিতে হইয়াছে। এইরূপে কষ্টকর যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এত পরিশ্রমে যুদ্ধে জয়ী হইল, শান্তি হইল। ঐ রাত্র সৈন্যগণ নিরাহারে রণস্থলে রহিল, সদা চমকিত, কি জানি যদি বিপক্ষগণ গোপনপথে আসিয়া আঘাত করে। এজন্য সতর্ক হইয়া রহিল। পর দিবস প্রাতে বিঠুর যাত্রা করিল। তথায় সকল শূন্যাগার, কাহাকেও পাইল না। সহর মধ্যে

চারিজন দোকানদার ছিল এই মাত্র। ইহা দেখিয়া নানা সাহেবের বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল, সকল কোষাগার ... করিল এবং ... ... লইয়া সরকারের খাজনাখানায় আনিল। নানাসাহেব অলমগ্ন হইয়াছে—এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হইল। বিঠুর নগর শাসন করিয়া বৃটিশ-সেনাগণ কানপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শুনিলেন, কানপুরে প্রজামাত্র নাই, সকলেই বিদ্রোহিদলের সহিত মিলিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেনাপতি হেভ্‌লক্ সাহেব আপন সৈন্যগণ লইয়া কানপুর সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সহরের প্রায় অনেক প্রজা পলায়ন করিয়াছে। মহাজনগণ দোকান বন্ধ করিয়াছে। সহর মধ্যে ছয় জন দোকানদার ছিল, তাহারা সেনাপতি সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "এত দিনে আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা পাইবে, এমত উপায় পরমেশ্বর করিলেন।" ইহা কহিয়া বারংবার সেলাম দিতে লাগিল।

হেভ্‌লক সাহেব তাহাদিগকে ভরসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বল দেখি কোন স্থানে সাহেব, বিবি, শিশু ও বাবাদিগকে দুরাচার বিদ্রোহিগণ হত করিয়াছে? সে স্থান কোন্ স্থানে আমাকে দেখাইতে পার?" তাহারা কহিল, "এই সে সকল স্থান দেখ আসিয়া।" হেভ্‌লক্ সাহেব মশান-স্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন, "যদি এই দুরাচারগণকে যুদ্ধে ধৃত কিম্বা বধ করিয়া যাইতে পারি, তবেই এ মহৎ দুঃখের কিঞ্চিৎ নিবারণ হইবে।" এই কথা কহিয়া তিনি কানপুরে অবস্থিতি করিলেন।

কাশী হইতে পাটনা

১৭ বৈশাখাবধি ৪ শ্রাবণ পর্য্যন্ত

অসিতে লোলার্ককুণ্ডের দক্ষিণ তুলসীদাসের ঘাটের পশ্চিম গণপতি মহারাষ্ট্রের পিতা গোবিন্দ রাও ... ... পুনানিবাসী রাজা অমৃতরায়ের গোষ্ঠী এবং দশ হাজার পদাতিকের মালিক, আর রাজা সাহেবের উজির তাহার বৈঠকখানা বাটী, তাহার নিজ বাটীর, নিজ দক্ষিণ রাস্তার পার, ঐ বাটীতে অবস্থিতি করিয়া স্নান-তর্পণাদি করিয়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা কেদার ইত্যাদি দর্শন যাত্রা করিয়া জগন্নাথদেবের আরতি দর্শনাদি করিয়া ৫ শ্রাবণ রবিবার লোলার্কে এবং অসিতে গঙ্গাস্নান করিয়া বাঙ্গালীটোলাতে ৺জয় গোপাল বন্দোপাধ্যায়ের বাটীতে, যে বাটীতে পূর্ব্বে আসিয়া থাকা হইয়াছিল, ঐ বাটীতে আসা হইল।

৬ শ্রাবণ, সোমবার, চতুর্দ্দশী

চৌষট্টি ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া শ্রী৺বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-দর্শনাদি করিয়া কেদারঘাটে গৌরীকুণ্ডের সহযোগে গঙ্গায় মার্জ্জন স্নানাদি করিয়া কেদারনাথের দর্শন, স্পর্শন ও পূজন ইত্যাদি করিয়া শ্রাবণের সোমবারে কেদার-দর্শনে কলাপিকা জন্ত বহু মনুষ্যের মেলা হয়, মেলা দেখিয়া বাসাতে গমন।

৭ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, অমাবস্যা

ঐ মত স্নান-তর্পণ দর্শন-যাত্রাদি হয়। এই দিবস বড় বাদল করিয়া তাবৎ দিবারাত্র বৃষ্টি হয়, ক্ষণমাত্র বিশ্রাম ছিল না।

কাশীধামে উত্তরবাহিনী গঙ্গার জলবৃদ্ধি হইয়া যে তীর্থে প্রবিষ্ট হয়, সেই তীর্থ-স্নান-তর্পণে সর্ব্বতীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়।

৭ ভাদ্র

জলবৃদ্ধির শুভ্রপাত হয়। ঐ দিবস মুহরি-দমন হয় অর্থাৎ কাশীতে যত মুহরি আছে, সকল মুহরিতে গঙ্গাজলের স্রোত হয়।

৯ ভাদ্র

পুষ্করভাস্কর তীর্থ জগন্নাথদেবের পশ্চিম দিকে আছে, তাহাতে অসি হইয়া গঙ্গাজল ঐ তীর্থে যোগ হইলে ঐ সঙ্গমস্থলে স্নান-তর্পণ করিলে পুষ্করভাস্করতীর্থে স্নানাদির ফল হয়, এ বৎসর ৯ ভাদ্রা-বধি ১৫ ভাদ্র পর্য্যন্ত জল ছিল।

১০ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী

লোলার্ক কুণ্ডের মেলা হয়।

ঐ দিবস জল-বৃদ্ধি হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়। মণিকর্ণিকাঘাটের চক্র-তীর্থ উপরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলে ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর শিব আছেন, গঙ্গা হইতে অনেক উচ্চ। ঐ শিবের মস্তকের উপর জল হইলে ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ হয়, তাহাতে স্নান-তর্পণ। এ বৎসর গঙ্গায় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ইন্দ্রদ্যুম্নের উপর প্রায় পাঁচ হাত জল হইয়াছিল। এই দিবস ঘোরতর বৃষ্টি হয়, দিবারাত্র বিরাম ছিল না, অষ্টাহ বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হয়, এমত গঙ্গার জলবৃদ্ধি প্রায় কুড়ি বৎসরের পর হইয়াছে।

১১ ভাদ্র, বুধবার, সপ্তমী

ললিতাকুণ্ডের যাত্রা এবং ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান-তর্পণাদি করিয়া মণি-কর্ণিকেশ্বর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা কেদার ইত্যাদি দর্শন-যাত্রা।

১২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, অষ্টমী

লক্ষ্মীকুণ্ডের মেলা নিত্যনিয়মিত স্নান-তর্পণাদি দর্শনযাত্রা সমাপন করিয়া লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নান-তর্পণাদি করা হয়। এই মেলা ষোল দিন হয়।

ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে কাশী-প্রদেশে তিলতৃতীয়া-ব্রত হয়। এ ব্রত অন্য কোন দেশে দেখি নাই। এই ব্রতে স্ত্রীগণ উপবাসী থাকিয়া রাত্রে হরগৌরী পূজা করে। এই দিবস অতিশয় উৎসাহ দৃষ্ট হয়, নূতন বস্ত্র অলঙ্কারাদি যাহার যেমত সঙ্গতি তদ্রূপ আপন আপন স্ত্রীপুত্রপরিবারগণকে দিবে। নব নব বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া মঙ্গলাগৌরী দর্শন-পূজনে সকলে গমন করে। এ বৎসর ৭ ভাদ্র শনিবারে হয়।

৮ ভাদ্র, রবিবার, চতুর্থী

ইহার নাম গণেশ চৌথ। এই দিবস গণেশ-পূজা রাত্রে হয়। মহারাষ্ট্রদিগের প্রায় প্রতি ঘরে বেদপাঠ নৃত্যগীতবাজাদি অতিশয় উৎসাহ।

বরণাযাত্রা ভাদ্র মাহার শুক্লা-দ্বাদশীতে। এ বৎসর ১৭ ভাদ্র মঙ্গলবার দ্বাদশী হয়। বরণাসঙ্গমে স্নানতর্পণাদি আদিকেশব (৬) বরণেশ্বরের যাত্রা।

৩ আশ্বিন, শুক্রবার

৯ দণ্ড দিবাগতে সূর্য্যগ্রহণ হয়। বহু মনুষ্য কাশীধামে উত্তর-বাহিনী গঙ্গাতীরে পশ্চিম তটে অসিবরণা পর্য্যন্ত। সকল ঘাটে ঘাটে পুরশ্চরণ ইত্যাদি জপ ইত্যাদিতে সুশোভিত। কিন্তু এ বৎসর

ঘাটীয়াল এবং গঙ্গাপুত্রদিগের যথেষ্ট লোকসান। তাহার কারণ, নানাদেশের রাজগণ এবং ধনিগণ বহু সমাধিতে সূর্য্যগ্রহণে স্নান-দান করিতে আসিত, পাঁচ ছয় লক্ষ মনুষ্যের সমাগম হইত, এক এক ঘাটীয়ালে হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইত, গঙ্গাপুত্রদিগের প্রাপ্তির কথা কি কহিব? এক এক জন রাজা সুবর্ণে মণ্ডিত ও ভূষিত অশ্ব ও হস্তিগণকে দান করিত, এ বৎসর যুদ্ধে নানা মত গোলযোগ হওয়াতে এবং গ্রহণের স্নানোপলক্ষে রাজগণ এবং ছদ্মবেশে বিগড়া সিপাহীগণ লক্ষ্মৌ দিল্লীর অভিমুখ হইতে কুমারসিংহ ও নানাসাহেব প্রভৃতি কাশী প্রবেশ করিবে এই সংবাদ সরকার বাহাদুরের কর্ম্মকারকগণ পাইয়া স্থানে স্থানে পথ বন্ধ করিয়া তোপ বন্দুকে গোলাগুলি পুরিয়া গোরাগণ প্রস্তুত রহিল, ঘাটীঘাটী থানাদারগণ আপন আপন দল লইয়া সকল গমনাগমনের পথ এবং পারাপারের নৌকাপথ রুদ্ধ করিয়া রহিল, গঙ্গার পূর্ব্বপারে কোন নৌকাদি রাখিল না। অন্য কোন স্থানের মনুষ্যকে কাশীতে প্রবিষ্ট হইতে দিল না।

৪ আশ্বিন, রবিবার

শারদীয়া মহাপূজার কল্পারম্ভ। একদেশে নবরাত্রের মেলা প্রতিপদাদি অবধি মহানবমী ১২ আশ্বিন পর্য্যন্ত দুর্গাবাটীতে মেলা হয়, বহু মনুষ্যের সমারোহ। চণ্ডীপাঠ হোম পূজা ইত্যাদি আছে। কাশীধামে বাঙ্গালী মহাশয়দিগের দুর্গোৎসব হয়। কিন্তু বলিদান দুর্গাবাটীতে করিতে হয়, কাশীপুরীতে বলিদান করা বিশ্বেশ্বরের অনুমতি নাই। কেবল দুর্গাকুণ্ডনামক স্থানে দুর্গাবাটীতে বলিদান হইতে পারে।

১৬ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার

কাশীধামে বাঙ্গালীটোলার তরকারি বাজারের উপর জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে থাকিয়া গঙ্গাস্নান তর্পণ দর্শনাদি করিয়া সহরের বাজারাদিতে ভ্রমণ।

১৭ আশ্বিন, শুক্রবার

প্রাতে সূর্য্যোদয়ে দেশাগমনের যাত্রা করিয়া অন্তর্গৃহী অন্তে নৌকায় আসিয়া বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে নৌকা খুলিয়া কাশী হইতে পাঁচ ক্রোশ আসিয়া থাকা হয়।

১৮ আশ্বিন, শনিবার, পৌর্ণমাসী

প্রাতে গোমতী, তাহার পর দুই ক্রোশ সৈয়দপুরের গঞ্জ, তথা হইতে তিন ক্রোশ পরে জাউলে গ্রাম, তাহার আড়পারে চড়াতে আহারাদির উদ্যোগ হইয়া প্রস্তুত হইলে পর ঝড়বৃষ্টি হয়। তৎকালে অন্নব্যঞ্জন সকল ঢাকিয়া রাখিয়া ঝড় জল নিবারণের পর আহারাদি হয়। বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে নৌকা খুলিয়া আসিতে পথিমধ্যে শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ ভায়ার স্ত্রীর পেটে বেদনা হইয়া বমন হইতে আরম্ভ হয়, পথিমধ্যে তিন চারি বার বমন হয়। রাত্র দশ ঘণ্টার সময়ে গাজিপুরে পহছিয়া থরনেল সাহেবের ঘাটের পূর্ব্বে গোবিন্দ গুপ্তের ঘাটে নৌকা থাকে। আমি ও মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক জন নৌকার দাঁড়ি সমভ্যারে প্রাণতুল্য শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসাতে গমন করি। সূর্য্যকুমার আমার আসিবার সংবাদ, কলুটোলা-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্তের বজরা অগ্রে পহছাতে তাহার প্রমুখাৎ বেলা ছয় দণ্ড থাকিতে শুনিয়া বাসাতে

গাজিপুর

তাবৎ তরকারি ইত্যাদি রসুই করাইয়া সন্ধ্যার পর অবধি .থরনেল সাহেবের ঘাটে আপন সর্দার বেহারাকে বসাইয়া রাখিয়া রাত্রি নয় ঘণ্টার পর সূর্য্যকুমার বাসার যাইয়া আমাদের নৌকা না পৌছান জন্য চিন্তা করিতেছিল এবং রসুই দ্রব্য আহার জন্য তথাকার চারি পাঁচ জনকে সংবাদ পাঠাইয়া আনাইয়াছিল, এমত কালে আমাদের নৌকা পহুছিল। আমরা বাসায় পহুছিবামাত্র রসুয়ে-ব্রাহ্মণকে বড় খাঁটাল করিয়া ভাত চড়াইতে কহিল, তাহা শুনিয়া আমি কহিলাম, "পথে আহারাদি হইয়াছে, আমরা রাত্রে অন্নাহার করি না।" তাহা শুনিয়া পুরী তৈয়ার করিতে দিয়া আমি ও সূর্য্যকুমার কালীবাবুকে সপরিবারে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য নৌকায় আসা হইল। বধূর ব্যারাম জন্য নৌকা হইতে বাসায় লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করাতে তিনি স্বীকার করিলেন। পরে পাল্‌কি আনাইয়া বাসায় লইয়া যাইয়া নানামত ঔষধ দ্বারা কিঞ্চিৎ বিশেষ বোধ হইয়া নিদ্রা হইল। আমরা পুরী ইত্যাদি আহার করিয়া শয়ন করিলাম, মুখোপাধ্যায় নৌকায় আসিয়া শয়ন করিলেন।

১৯ আশ্বিন, রবিবার, প্রতিপদ

প্রাতে নৌকা খুলিয়া কলিকাতা আসিবার উদ্যোগ ছিল, কালীবাবুর পরিবারের ব্যামহ বিশেষ না হওয়া জন্য এবং রামপুর বোয়ালিয়ার নিকট হরিপুরনিবাসী গোলোক চৌধুরীর আসিবার অপেক্ষায় গমন রহিত হইয়া গাজিপুরে স্থিতি হইল। রোগিণীকে জোলাপ দেওয়া হয়। গোলোক চৌধুরী সন্ধ্যার সময় গাজিপুর পহুছিলেন। উঁহার পুত্রবধূ বজরা মধ্যে প্রসব হইয়া এক পুত্র সন্তান হইল। বজরা মধ্যেই সূতিকাগৃহ করিয়া টিকা জল করয়াতে আমি

প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া রাখিল। এই দিবস বাসাতে পোলাও ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গাজিপুরে যে কায়স্থ সকল আছেন, তাহাদিগের সহিত রাত্রযোগে ভোজ হয়। ঐ দিবস রাত্রে আর আর সকলে নৌকায় আসিয়া রহিলেন। আমি কালীবাবু আর উঁহার পরিবার বাসাতে রহিলাম, ভোরে যাইয়া নৌকা খুলিব এই কথা স্থির থাকিল।

২০ আশ্বিন, সোমবার

প্রাতে উঠিয়া গমন জন্য বিবেচনা করিতে জানা হইল যে, ব্যামহ আরাম হয় নাই এবং চৌধুরীদিগের অভিপ্রায় ছয় দিবস পর্য্যন্ত থাকা হইলে ভাল হয়। ইহাতে সমভ্যারী সকল নৌকার সম্মতি করিতে কেহ কেহ অপেক্ষায় রহিল, কেহ কেহ নৌকা খুলিয়া গেল। আমাদিগের তিন নৌকা শনিবার পর্য্যন্ত গাজিপুরে থাকা স্থির হইল।

গাজিপুর অতি উত্তম স্থান। বসতি কমবেশ পাঁচ হাজার ঘর। মুসলমানের দেশ। লালদরজা হইতে কোর্ট পর্য্যন্ত চকবাজার। আহারাদির সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। হালওয়াইদিগের পঁচিশ ছাব্বিশ দোকান। রেউড়ি অধিক বিক্রয় হয়, পেড়া বরফি মুগদল মতিচুর গজা চাঁদসাই নিমকি ইত্যাদি মেঠাই সকল দোকানে দোকানে প্রস্তুত থাকে। আর আর সকল মশলা ও মেওয়াদির দোকান আছে। গোলাতে চাউল দাল ঘৃত ইত্যাদির দোকান; কাঁসারিপটী, ঐ স্থানে বাঁশ ধরমা দড়ির গোলা আছে। কাপড়ের দোকান স্থানে স্থানে। গাজিপুরে সকল রকম কাপড় তৈয়ার হয়, মোওর কাপড় অতি উত্তম।

আতর গোলাপ গাজিপুরে যেমত জন্মে, এমত কোথাও জন্মে না। গোলাপের বাগান (অসংখ্য), দশ হাজার বিঘাতে গোলাপ হইতেছে। আতর গোলাপ লইয়া গলি গলি ফিরিতেছে। ইস্তক চারি আনা নাগাইদ ৮০ টাকা পর্য্যন্ত আতরের ভরি। গোলাপের আট টাকা পর্য্যন্ত বোতল বিক্রয় হয়। চুড়ি উত্তম হয়, কাঁচের চুড়িতে পুতির এবং গন্ধকের কাজ ছয় টাকা পর্য্যন্ত দামে বিক্রয় হইতেছে। গাজিপুরের পূর্ব্বনাম গাধিপুর। এই স্থানে গাধিরাজার বাটী কেল্লা আছে, ইহাকে কোট কহে। এই স্থানে ডাক্তারখানা, ডিস্পেন্সরি সবএসিস্টান্ট সার্জ্জন থাকেন, এক্ষণে শূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী আছেন। অতি উচ্চ স্থান। হাঁসপাতালের উপর হইতে তাবৎ সহর দেখা যায়। ইহার অধিক উচ্চ স্থান সহরের মধ্যে আর নাই। হাঁসপাতালে দশজন রোগী থাকিয়া সরকার হইতে আহার পায়। ইহার ফটকের উপরে বাবু দেবীচরণের বৈঠকখানা, কোটের নীচে মহাজনদিগের গুদাম আছে। এই স্থানে তিসি ও সোরা এবং চিনির কুঠী আছে। কলিকাতার অনেক হৌসের গোমস্তাগণ কুঠী করিয়া গ্রাম গ্রাম হইতে মাল আমদানি করিয়া কলিকাতায় চালান করে।

গাজিপুরের পশ্চিম সীমাতে ছাউনি, পূর্ব্বদিকে সহর। সহর মধ্যে কোতোয়ালি (ও) গোলাগঞ্জ, গঙ্গাতীরে সদর বাজার। ইহা ভিন্ন সকল মহল্লাতে বাজার আছে। ছাউনিতে গোরাবারিক ছিল। প্যারেডের মাঠ ইহার নিকট। গঙ্গাতীরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের টুম্ব অর্থাৎ গোরস্থান, এই টুম্ব প্রস্তরে অতি সুনির্ম্মিত। টুম্ব-হলের যেমত থাম-নির্ম্মিত, সেই মত বার থামে চাঁদনী। তাহার ভিতরে ঘর আছে, ঐ ঘরমধ্যে গোর, মর্ম্মরে মেজে বাঁধা। উপরে শ্বেতপ্রস্তরের গোর,

তাহার উপর উত্তম সুনির্ম্মিত শ্বেতপ্রস্তরের এক ব্রাহ্মণ এক মৌলবী পূর্ব্বদিকে, এক গোরা এক সিপাহী পশ্চিম দিকে। ইহার মধ্যে পাথরের সূক্ষ্মকর্ম্ম ভাল মত আছে। টুম তৈয়ারিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, রেল গেট বাগিচা তৈয়ার করাইতে লক্ষ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ টাকা খরচ হয়। অতি মনোরম সুশীতল স্থান, নানামত সুগন্ধি পুষ্প, ফল এবং পাতার বৃক্ষলতা আছে। মালী এবং দ্বারপাল নিযুক্ত আছে। ইহার সমুদয় খরচপত্র গবর্ণমেণ্টের খরচ। এই স্থলে সকল সাহেবলোক আইসেন, টুপি খুলিয়া আসিতে হয়। ইহার পশ্চিম এবং উত্তরদিকে ঘোড়ার আস্তাবল। এইখানে তুরুক-সওয়ারের ঘোড়া তৈয়ার হয়। বগসর হইতে বাছড়া আসিয়া গাজি-পুরে সওয়ারিতে তৈয়ার হইয়া সরকারের অনুমতিক্রমে স্থানে স্থানে পাঠান হয়। এক্ষণে হাজার ঘোড়া আস্তাবলে আছে। অতি উত্তম ঘোড়া, এক হাজার টাকার কম দাম নহে, অধিক মূল্যও আছে।

মৌবাগে আফিঙের কুঠী, এই কুঠীতে মবলগ টাকার মাল মজুত আছে, ছয় সাত ক্রোর টাকার আফিঙ মজুত আছে। বেগড়া সিপাহীদিগের গোলযোগে সর্ব্বত্র প্রজাসমেত বিগড়াইয়া স্থানে স্থানে যুদ্ধ করিয়া লুঠ-কেসাদ করাতে এবং বগসরে আসিয়া কুমার-সিং প্রবল হওয়াতে আফিঙের কুঠী ও সহর রক্ষার্থ গোরাগণ লাইন হইতে আফিঙের কুঠীতে চৌকী থাকে, অদ্যাবধি তাহাই আছে। অধিকন্তু কুঠী বেষ্টিত করিয়া কেল্লা হইতেছে। ইহার ভিতরে আজ-কাল কাহাকেও প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। এক কোম্পানি গোরাতে বেষ্টিত আছে। কুঠীর সম্মুখে পাঁচশত গজ ময়দান থাকিবে, এজন্য সম্মুখের ঘর-বাটী বাগ-বাগিচা ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহা ভগ্ন ও ছেদন হইতেছে। অতি উত্তম গোলাপ্রিয়ের বাগান ছিল, তাহাতে

নানা জাতীয় মেওয়ার বৃক্ষ এবং পুষ্পোদ্যান ছিল, তাহা ছেদন করিয়া ময়দান করিয়াছে। কুঠীতে ··· জনা সাহেব লোক আছে। গাজিপুরের আফিঙের কুঠীর তুল্য কুঠী কোথাও নাই। এখানে উত্তম মাল জন্মে, অনেক বাঙ্গালী কেরাণী গোমস্তা মোহরর আছে।

জজ, কালেক্টর-মাজিষ্টর, ডিপুটী, সদরআমিন, সদরআলা ও মুনসেফের কাছারি আছে। পোষ্টাফিস গোরা-বাজারের মধ্যে। অনেক বাঙ্গালী আছে, গাজিপুরে সর্ব্বজাতিতে ৬৪ ঘর বাঙ্গালী আছে। ইহাদের পরস্পর মিলমেলাপ আছে। পূর্ব্বে অনেকের পরিবার নিকটে ছিল, উপস্থিত গোলযোগের জন্য বিজয়াতে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে।

গাজিপুরে দুই জন সব্-এসিণ্টাণ্ট সার্জ্জন্। সহরের ডিস্-পেন্সরিতে সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, জেলখানাতে শ্রীনাথসেন কবিরাজ, সিবিল এবং মিলিটরিতে দুই জন সাহেব ডাক্তার আছে।

হরবংশ লাল সরকারি উকিল এবং হনুমান্ দাস, শিব সহায় প্রভৃতি শেঠগণ কুঠীওয়াল আছে, ইহারা অধিক ধনাঢ্য। সহর মধ্যে যে সমস্ত বাঙ্গালী আছে তাহাদের সহিত বিশিষ্ট আলাপ হইয়াছে, অতি সচ্চরিত্র সুভব্য ব্যক্তি। প্রতি দিবস প্রাতে (ও) সন্ধ্যায় সর্ব্বোর বাসাতে আসিয়া আনুগত্য করা হয়।

১৮ আশ্বিন শনিবার অবধি ২৫ আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত গাজি-পুরে থাকিয়া সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া দেখা হইল। মুসলমান-দিগের মস্‌জিদ স্থানে স্থানে আছে। সহরের মধ্যে এক উত্তম মস্‌জিদ আছে, তাহাতে চারি ওক্ত নমাজ পড়ে। সহরের লোক অতিশয় ঠক-বিদ্যা জানে, জিনিসের দর দশ গুণ বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ উনি

মনুষ্য হঠাৎ ঠকিয়া যায়। আতর গোলাপে গাজিপুরের ওজন এক শত পাঁচ সিক্কায়।

২৬ আশ্বিন, রবিবার

বেলা দুই দণ্ড গতে গাজিপুর হইতে বাহির হইয়া নৌকায় আসিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া বেলা চারি দণ্ড গতে নৌকা খুলিয়া গাজিপুর হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া বাংলাবন, এই খানে অতিশয় দস্যুভয়। পরে ২ ক্রোশ বীরপুর, আড়পার বারা। পরে ৫ ক্রোশ চৌসর—কর্ম্মনাশা নদীর মুখ, এইখানে আড়গড়া, সাহেবের বাঙ্গালা আছে। গঙ্গার তীরে এইখানে একজন বাঙ্গালী আছেন। তাহার পর দেড় ক্রোশ বগসর। এই স্থানে এক কেল্লা আছে।

বগসর বা বক্সার

বসতি বাজার ইত্যাদি আছে, খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। ঘোড়া তৈয়ারির সাত আস্তাবল আছে, আড়পার নারাণপুরে সাত আস্তাবল, এই চৌদ্দ আস্তাবলে ঘোড়ার বাচ্ছা মফঃস্বল হইতে আসিয়া তৈয়ারি হয়। এতদ্দেশে গ্রামে গ্রামে জমিদারদিগের জিম্মাতে সরকারি ঘুড়ী সকল এবং উত্তম উত্তম ঘোড়া গ্রামে গ্রামে আছে। ঐ ঘোড়া-ঘুড়ীর সঙ্গমে যে বাচ্ছা হয়, তাহা এক বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষকগণ প্রতিপালন করিয়া সরকারি কর্ম্মকারকদিগের সম্মুখে হাজির করিলে যাহার যেমত দাম তাহা নিরূপিত হইয়া পোষকগণ পাইবে। ঐ ঘোড়া দুই পারের আস্তাবলে আইসে। তিন ঘোড়া এক সহিস, এই-মত প্রতি অশ্বশালাতে দুই শত আটাইশ ঘোটক আছে। বগসরের কেল্লাতে উপস্থিত কুমারসিংহের উপদ্রব। পরে ঐ কেল্লাতে তোপ বসাইয়া গোরার পাহারা বসান হয়। কেল্লাতে দুই শত গোরা

আছে। বগসরের পারে নৌকা ধরিতে দেয় না। ষ্টীমার গ্যাসপুরা আছে। চৌকী জন্ত আড়পারে অবস্থিতি হইল।

সন ১২৬৪ সাল, ২৭ আশ্বিন, সোমবার, দশমী

বগসর হইতে ৫ ক্রোশ আসিয়া দক্ষিণপার ভোজপুরের রাজা, উত্তর পার বেলিয়া। পরে তিন ক্রোশ হয়রি, দক্ষিণপার ছুবলি গ্রাম, পরে ২ ক্রোশ টেকের উপরে হালিম্‌গ্রাম, অনেক বসতি আছে। পরে ১ ক্রোশ মানিম গ্রাম, পরে ৭ ক্রোশ ভবানিয়া গ্রাম, তাহার পর পদমিনা গ্রাম। এই স্থানে চাউলের গোলা আছে। মহাজনি দুই তিন নৌকা চাউল বোঝাই হইতেছে। ভোজপুরের সামিল গ্রাম। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে নৌকা লাগান করিয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হয়।

জিতবানী

গোলোক চৌধুরীর বজ্‌রা আমাদের নৌকার বহরে জুটিয়া আসিতে পারিল না, পশ্চাতে রহিল। এই জিতবানী গ্রাম ডোমরাঁর রাজার অধিকার, এ গ্রাম হেঙ্গামার সময়ে লুঠ হয় নাই। এই চারি গ্রামের এক জন ক্ষুদ্র জমিদার আপন বাহুবলে প্রজা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিল। কুমারসিংহের হাঙ্গামার সময়ে কাহার ক্ষমতা ছিল না এ পথে জলে কি ডাঙ্গাতে গতায়াত করে।

২৮ আশ্বিন, মঙ্গলবার, একাদশী

অতি প্রত্যুষে জিতবানীর চড়াতে প্রাতঃকৃত্যাস্তর স্নানাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া বাঁকের মধ্যে ... ... গ্রাম তথায় বাজার আছে, নৌকা ধরিবার স্থান। পরে ২ ক্রোশ রিবিলগঞ্জ দক্ষিণপার। এখানে জল নাই, উত্তর পার আগ্রাম ইহার নীচে দিয়া গঙ্গার ধারা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে রিবিলগঞ্জ ... সারণ

ছাপরার নীচে হইয়া পাটনার পথ ছিল, একণে যে নূতন গঙ্গা হইয়াছে, তাহা হইতে রিবিলগঞ্জ চারিক্রোশ তফাৎ হইয়াছে। এই রিবিলগঞ্জ সারণ ছাপরা।

সারণ-ছাপরা

এই সকল স্থান উত্তম সহরতুল্য, বাজার ইত্যাদি আছে। এই স্থানে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। এখানে অনেক মহাজনের কারবার আছে। ছাপরাতে জিলা আছে। ঐ স্থান হইতে নৌকা সকল দক্ষিণমুখে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব মুখে পাটনার গমনের পথ নূতন গঙ্গা পাঁচ বৎসর হইয়াছে। সাত ক্রোশ পরে ভুরিগঞ্জ। এখানে বাজার গোলাগঞ্জ আছে। এখানে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পারঘাট এবং থানা আছে। ভুরিগঞ্জের ১ ক্রোশ নীচে বাজুয়া গ্রামের চড়া, তাহাতে বেলা দশ ঘণ্টার সময়ে নৌকা ধরিয়া রুটী পুরী ভাত তৈয়ার করিয়া আহার করিয়া বেলা ২।০ প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া তিন ক্রোশ আসিয়া সেরগড়ের বাজার।

শোণভদ্র ও দানাপুর

এই খানে শোণভদ্র নদী আছে—প্রবলা নদী শোণভদ্র। ইহাতে জলের মহা প্রবলতা। তাহার পরে দানাপুরের সীমানা। দানাপুর দুই ক্রোশ সহর। এখানে এক পল্টন গোরা আছে। তিন পল্টন কালাসিপাহী, এক পল্টন সওয়ার ছিল। তাহারা ... ... বেগড়াইয়া দানাপুর হইতে বাহির হইয়া জিলা কালেক্টারি লুঠ করিয়া কুমারসিংহের সহিত মিলিয়া বগসরের কেল্লা দখল করে। দানাপুর সহর পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ... গঙ্গাতীরে। পশ্চিম দিকে ছাউনী গোরাবারিক, পূর্ব্বে মেগাজিন ইত্যাদি তোপখানাতে কালাসিপাহী পাহারা ছিল। একণে সেই সব স্থানে গোরা পাহারা হইয়াছে। সহর মধ্যে অনেক বসত বাটী দোকান বাজার আছে। এখানে যুদ্ধের সরঞ্জাম

এবং জেনারেল কর্ণেল ব্রিগেড্ মেজর ইত্যাদি সাহেবগণ আছে। গোরাবাজার ইত্যাদি সওদাগরি জিনিস সকল অর্থাৎ বিলাতী জিনিস, সাহেবদিগের স্ত্রীপুত্রের দরকারী খেলনা ইত্যাদি জিনিসের দোকান ছাউনীর বাজারে আছে। ষ্টীমার-অফিসের নীচে এক খানা ষ্টীমার আছে। সহর দক্ষিণদিকে, তাহাতে বাঙ্গালী এবং হেন্দোস্থানিদিগের বসতি ও চকের বাজার, তথায় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। জোজপুর হইতে পাটনার বাঁকিপুর ··· ক্রোশ। তাহার নিকট কহলাঘাট, ঐ ঘাট হইতে দেওয়ান রামসুন্দর মিত্রের বাটী এক ক্রোশ। ঐ ঘাটে পূর্ব্বে অক্লেশে নৌকা যাইত। সম্প্রতি

বাঁকিপুর

সম্মুখে এক চড়া পড়িয়াছে, এজন্য আপিসের কলায়ের ঘাট হইয়াছে। আড়পাড় চড়াতে সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগান করিয়া তিন নৌকা একত্র থাকা হয়।

২৯ আশ্বিন, বুধবার

প্রাতে চড়াতে প্রাতঃকৃত্য সারিয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকাতে পার হইয়া কলায়ের ঘাটে উঠিয়া প্রায় এক ক্রোশ যাইয়া মহজিবাগে রামসুন্দর মিত্রের বাসাবাটী। ইঁহার নিজ-বাটী বারাসত। এতদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন, এই চাকরি-সম্পর্কে তদ্রূপ বাঁকিপুর জমিদারি। এক্ষণে জমিদারি বন্ধক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষের [illegible] শ্বশুর এক্ষণে এ বাটীতে (আছেন।) তাঁহারা নিজে কেহ নাই, কেবল এক জন কর্মকারক আছে। ঐ বাটীতে বরাহনগর-নিবাসী শ্রীবৈকুণ্ঠ সরকার আছে, রাজ্যলক্ষ্মীর কর্ম্ম করিতেছে।

ঐ বাটীতে যাইয়া ৺গয়াধাম যাইবার পথের অনুসন্ধান লইবার বিশেষ তদ্বির করা হইল। তৎকালে নানা গোলযোগ এবং বাড়ে বেগড়া সিপাহীদিগের গোলযোগ শুনিয়া তৎকালে গয়াগমনের বিবেচনা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বৈকুণ্ঠ সরকার সহিত নৌকায় আসিয়া আমরা চড়াতে আহারাদি করিতে রহিলাম, বৈকুণ্ঠ আপন কর্ম্ম করিতে গেল। আমরা আহারান্তে চড়া হইতে নৌকা খুলিয়া কয়লাঘাটের কোলের ভিতর যাইয়া নৌকা ধরিয়া সব্‌জিবাগে দেওয়ান মিত্রের বাটীতে সকলে গমন করা হইল, (এবং) রাত্রে ঐ বাটীতে থাকা হইল। তাঁহাদের বাটীতে খাট বিছানা কৌচ কেদারা যত আছে ছারপোকাতে পরিপূর্ণ। আমি এক কৌচে শুইয়াছিলাম, ছারপোকার কামড়ে তাবৎ রাত্র নিদ্রা হইল না।

৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে সব্‌জিবাগে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নৌকায় যাইয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া জলযোগান্তে মিত্রের বাটীতে যাইয়া গয়ার পথের অনুসন্ধান করাতে মাজিষ্ট্রেরি আমলাদিগের বাচনিক শুনা হইল যে, ৺গয়াধাম গমনের পথে কিম্বা ঘাটে এক্ষণে কিছু গোল নাই। স্ত্রীলোক সমভ্যারে না লইয়া আপনারা ছদ্মবেশে অর্থাৎ ভাল কাপড় ইত্যাদি, কি অধিক টাকা সমভ্যারে না লইয়া গমন করিলে অনায়াসে গয়াতে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারিবেন। ইহা শুনিয়া গয়াধাম গমনের তদ্বির এবং সহর ভ্রমণ করা হইল।

পাটনা অতি প্রাচীন প্রধান সহর। পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত

সমান বসতি। হিন্দু মুসলমানে লক্ষ ঘরের অধিক বসতি। ইস্তক বাঁকিপুর নাগাইদ চকবাজার মেরুগঞ্জ পর্য্যন্ত পাটনা সহর। অনেক ধনী মনুষ্যের বাণিজ্য এবং কুঠী আছে, নানাদেশের দ্রব্যসকল আমদানী এবং এতদ্দেশের নানা দ্রব্য রপ্তানী হইতেছে। চাল দাল গম যব সরিষা তিসি ইত্যাদি নানামত ভুবি-জিনিস চকে বড় বড় গোলাতে আমদরপ্ত হইতেছে। এক এক গোলাতে লক্ষ টাকার পর্য্যন্ত ভুবি-জিনিস প্রস্তুত আছে।

পাটনা

চকের বাজার প্রায় ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত সুশোভিত মতে দোকান সকলের পরিচ্ছেদ আছে। দোকান সকল শ্রেণীবদ্ধ। উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য হালওয়াই পটিতে দোকান সকলে সাজান। কুমড়ার মচ্ছা এবং মেঠাই প্রায় সকল দোকানে আছে। কিন্তু দিল্লী এবং ফরক্কা-বাদে কুমড়ার মচ্ছা যেমত উত্তম হয়, তদ্রূপ নহে। পেড়া, বরফি, গুজিয়া, মুগদল, গোলাবজাম, চাঁদসাহি, মেওর, গজা, খুরমা, বরে, মেঠাই, জিলাপি, অমৃতি, ঘৃত ফেনী, রসকরা ইত্যাদি নানাজাতীয় মিষ্টান্ন পক্কান্নের দোকান সকল সাজান আছে। পুরী কচুরির দুকি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসে, প্রয়োজন মতে প্রস্তুত করিয়া দেয়। ফল-ওয়ালাদিগের দোকানে যখনকার যে ফল সমস্ত সময় দোকানে প্রস্তুত থাকে। আতা ডালিম পিয়ারা ইত্যাদি ফল সকল বড় বড় আছে। পশ্চিমদেশের মধ্যে পাটনাতে বর্ত্তমান রম্ভা দেখিলাম, ইহাকে মোহনভোগ কলা কহে। এতদ্দেশে কাঁচকলা পাকাই বিক্রয় হয়, চাঁপাকলা আছে। তরকারি বাজারে সকল তরকারি শাকসব্জি কপি শালগম্ গাজর ইত্যাদি সকলই আছে। পসারিদিগের দোকান শ্রেণীমত সকল মসলাদিতে পরিপূর্ণ আছে।

ঠেটারি-বাজারে কাঁসা-পিত্তলের দ্রব্যাদিতে সাজান থাকে। পাটনাতে পিত্তলের হাঁড়ি ইত্যাদি উত্তম তৈয়ারি হয়, পিত্তলের সকল জিনিস হয়। দুলিচা, গালিচা, সতরঞ্চি দোকানে নানামত ও পাকারে আছে। আসন উত্তম উত্তম (প্রস্তুত হয়।) এই সকল জিনিস জেলখানাতে ভাল তৈয়ারি হয়।

সব্‌জিবাগে কয়লাঘাটে জজ, মাজিষ্টর, কালেক্টর, কমিশনর, সদর-আমীন, পণ্ডিতের কাছারি, কালেক্টরি (ও) কাছারির অতি উত্তম। কালেক্টরির যেমত ইমারত তেমত ইমারত পাটনার মধ্যে নাই। ঐ কাছারির নিকটে পোষ্টাফিস। গঙ্গার তীরে তীরে সাহেবদিগের বাঙ্গালা সব্‌জিবাগ। বাঁকিপুরে সাহেবদিগের থাকিবার স্থান এবং বাঙ্গালীদিগের বাসাবাটী। সহর মধ্যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের বাস ও দোকান আছে।

পাটনায় আফিঙের কুঠীর অতিশয় বাহুল্য কারবার। এখানে অনেক টাকা দাদন হয়। এত দাদন মাল আমদানী আর কোন কুঠীতে হয় নাই। ইহার তাঁবে গয়া প্রভৃতি সকল স্থান। অনেক বিজ্ঞ প্রাচীন সাহেব লোক আফিঙের কর্ম্মকারক আছেন। ফিরিঙ্গি বাঙ্গালী কেরাণী সকল আছে। আর আর আমলা হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী আছে।

সব্‌এসিস্টান্ট সার্জ্জন সহরের মধ্যে থাকেন। ছাউনি দানাপুরে, সহর হইতে তিন ক্রোশ পশ্চিমে। দানাপুরের ছাউনিতে এক্ষণে ৫০০ শত গোরা (ও) ২০০শত সিপ-সৈন্য আছে। দানাপুর সমেত পাটনা সহর গণ্য। দানাপুরের ছাউনীতে অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আছে। ব্রিগেড্‌ মেজরের কাছারি এবং যুদ্ধসম্পর্কীয় সকল আফিস, ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর, জেনারেল এবং কাপ্তেনের আফিস

আছে। গোরাবাজার সদরবাজারে সাহেবদিগের বাবা-বিবির প্রয়োজনের জিনিসের দোকান সকল আছে। বাঙ্গালীবাজারে সহরের রীতিমত সকল দ্রব্য পাওয়া যায়। ছানার সন্দেশ পাটনা সহরে পাওয়া যায় না, দানাপুরের বাজারে পাওয়া যায়।

পাটনায় পাটনদেবী ঠাকুরাণী আছেন। এই পাটনাকে পূর্ব্বে পশ্চিম পাটন (কহিত!) সদাগরগণের সদাগরি ছিল, এজন্য পাটনা কহে। এক্ষণে পাটনা সহরের দোকানদার সকল লুঠ-ফেসাদের হাঙ্গামার দোকানে দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখে না। কাহারও অধিক ক্রয়বিক্রয় হয় না। কারবার প্রায় সর্ব্বত্র বন্ধ হইয়াছে।

পাটনাতে রাত্রি দশ ঘণ্টার পরে বিদেশী লোকের পথে গমনাগমন কঠিন। তিনবার জিজ্ঞাসার পর প্রত্যুত্তর না পাইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবার হুকুম। পাটনাই জিনিসের প্রশংসা বাঙ্গালা দেশে, অতিশয় বড় বস্ত হইলেই পাটনাই কহে। কিন্তু নিজ পাটনাতে কিছু জন্মে না, অন্য অন্য স্থান হইতে দ্রব্যাদি আমদানি হয়, সদাগরির প্রধান পাটনা।

সন ১২৬৪ সাল, ১ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ভূত-চতুর্দ্দশী

পাটনার সব্‌জিবাগের দেওয়ান রামসুন্দরমিশ্রের বাটীতে সকল পরিবারকে ও কছলাঘাটে নৌকা রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সমভ্যারে তিন জন এবং বেহারা কয়েক জন পাল্‌কি লইল, আর কাহাকেও সমভ্যারে লওয়া হইল না। পথের গোলমাল জন্য পাথেয় বস্ত্রাদি সমভ্যারে ছিল। পথের খরচ মত টাকা লইয়া প্রাতে রওনা হইয়া সহর ছাড়াইয়া জেলখানা, তাহার

পর ১ ক্রোশ যাইয়া রাস্তা, বর্ষাতে ভাঙ্গিয়া ছিড়ে হইয়াছে, তাহাতে প্রায় এক কোমর জল, তাহাতে নানা কৌশলে পাল্‌কি পার করিয়া ১॥০ ক্রোশ যাইয়া পড়নার চটী। তাহাতে ১৫ খানা দোকান আছে। পরে ২ ক্রোশ যাইয়া পুনপুনা নদী। এই নদীতে কাষ্ঠের পুল ছিল, তাহাতে তালের গাছের স্তম্ভ আছে। বর্ষাজন্য পুল ভাঙ্গিয়াছে। এজন্য গাড়ী পাল্‌কি ডুলি একা গরু ঘোড়া ছালা সমেত নৌকাতে পার হয়, মনুষ্যগণ হাঁটিয়া পার হইতে পারে। উরতের উপর জল। নদীর তীরে আসিয়া নৌকায় পার হইয়া ঘাটের উপর চটী আছে, তাহাতে পাঁচ খানা দোকান আছে। পুলের নিকটে সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা আছে, বটতলাতে ওদারের চাপরাশি এবং ফাঁড়ির জমাদার থাকে। ঐ স্থানে পাল্‌কি রাখিয়া পুনপুনাতে স্নান-তর্পণ করা হইল। এই পুনপুনা নদীকে আদিগঙ্গা কহে। পশ্চিমদেশের দেশওয়ালী যাহারা এই পথে গয়াক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা এস্থানে শ্রাদ্ধাদি করে। আমরা স্নান-তর্পণান্তে জলযোগ করিয়া ১ ক্রোশ পরে ডুবরিগ্রাম। মুসলমানের বসতি, অনেক ধনী মানুষ্যের বাস আছে। প্রায় ৩০।৪০ ইষ্টকালয়, তদ্ভিন্ন দুই শত খোলার ও মাটীর ঘর হইবে। এই গ্রামে লাল খাঁ বাহাদুরের বাটী। যে লাল খাঁ সিপাহীদিগের গোলযোগে দিল্লীর বাদসাহের প্রধান উজির জেনারল্‌-কমাণ্ডরইন্‌-চিপ্‌ হইয়া যুদ্ধে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে সরকার বাহাদুরের সুবেদার বাহাদুর ছিল, তাহার পর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এডিক্যাম্প হইয়াছিল। ঐ লাল খাঁর বাড়ী ডুবরি গ্রামে, চতুষ্পার্শ্ব গড়কাটা অতি উত্তম বাটী, বাগবাগিচা আছে।

পুনপুনা

শাল খ'রে নাথরাজ রাস্তার পশ্চিম দিকে গ্রামে গ্রামে যাইবার জন্য এক পুল আছে। গ্রাম মধ্যে ভ্রমণের পথ সকল ভাল আছে। গাড়ী পাল্‌কিতে অনায়াসে গমন হয়, দোকান বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ পিপুলঘুটীর চটী, ছয় দোকান আছে। চিঠির খবরের জন্য এখানে সরকার বাহাদুরের দুই জন সওয়ার আছে। পরে ১ ক্রোশ মুরহর নদী হাঁটিয়া পার হইতে হয়, নদীতীরে ছাতু চানা (ও) চাবেনার এক দোকান আছে। পরে ১ ক্রোশ নাদওয়ানের চটী, ছয় দোকান এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা আছে। পরে ২ ক্রোশ যাইয়া মশৌড়ি গ্রাম, চটীতে থানা আছে, আট খানা দোকান আছে। থানার পশ্চিম বণিকের দোকানের ঘরে থাকা হইল। এই স্থানে আহারাদি করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

মশৌড়ি

২ কার্ত্তিক, শনিবার, অমাবস্যা

মশৌড়ির চটী হইতে পাঁচ ক্রোশ জাহানা গ্রাম। এই গ্রামে ভালরূপ বসতি আছে। এই স্থানে থানা এবং ডাকঘর। বাজারের পূর্ব্বদিকে ডাকঘরে সারদাপ্রসাদ সেন ডিপুটি পোষ্টমাষ্টার, অতি উত্তম মনুষ্য। গ্রামের পশ্চিম দিয়া রাস্তা, গ্রামের প্রান্তে দরধা নদী, নদীর উত্তরদিকে রাস্তার দুই ধারে আট খানা দোকান আছে। নদীতে জল অল্প। এই নদীতে স্নান-তর্পণ করিয়া জলযোগান্তর ২ ক্রোশ যাইয়া টেটাগ্রাম, গ্রামের ভিতরে বাজার, রাস্তার উপরে চটীতে ছয় খানা দোকান আছে। পরে এক ক্রোশ মকদমপুরের চটী, থাকিবার পাঁচ দোকান, এক হাওয়াই আছে। পূর্ব্বদিকে গ্রাম, তাহাতে বাজার

জাহানা

আছে। মকদমপুরের চটীতে আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল।

মকদমপুর

এই গ্রাম গোলযোগের সময়ে কুমারসিংহের হাঙ্গামে লুঠ হয়, প্রজাগণের দুরবস্থা হইয়াছে।

৩ কার্ত্তিক, রবিবার, দূত-প্রতিপদ

প্রাতে মকদমপুর হইতে গমন করিয়া গ্রামের প্রান্তে যমুনা নদী, ইহাতে কাঠের পুল আছে, এই পুলের উপর হইয়া পাটনা দানাপুর গমনাগমনের রিয়ালের রাস্তার রিয়ালপাতা হইতেছে, গোলযোগ জন্ত কর্ম্ম বন্ধ আছে। স্থানে স্থানে পুনপুনা অবধি লোহা রিয়াল ও কাষ্ঠ স্তূপাকার আছে এবং দ্রব্যাদি বহনের গাড়ী সকল আছে। বাঙ্গালা সব শূন্ত। ঐ যমুনার কাঠের পুলে পার হইয়া ৩ ক্রোশ গমন হইলে পর বেলা-চটী। এই স্থানে থানা আছে। গ্রামের বসতি পশ্চিমদিকে, তাহার মধ্যে বাজার এবং কোতোয়ালি। বাজারে খাদ্য দ্রব্যাদি সকল পাওয়া যায়, হালওয়াইয়ের দোকান দশ খানা আছে, সামান্ত মত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, রাস্তার উপর দুই পার্শ্বে দশখানা দোকান আছে, তাহাতে পথিকগণের থাকিবার স্থান। এই বাজারে চাউল দাল ঘৃত লবণ তরকারি লইয়া ১ ক্রোশ আসিয়া নেউনার চটী ৪ দোকান; পরে ২ ক্রোশ যাইয়া চাকনবাগ নামে এক আম্রবাগান। ঐ বাগানের বটতলাতে দুই খানা ছাতু চনা চাবেনার দোকান এবং কূয়া আছে। ঐ বাগে গ্রাম হইতে হাঁড়ি (ও) কাঠ আনাইয়া রসুই হইয়া আহার হয়, আহারান্তে গমন করিয়া ২॥ ক্রোশ যাইয়া ৺গয়াক্ষেত্রে রামশিলার পাহাড়, পরে ১ ক্রোশ সাহেবগঞ্জ, পরে

গয়া

১ ক্রোশ বিষ্ণুমন্দির। প্রথমে বামনী-ঘাটে বরণ চৌধুরী গয়ালের বাটীতে যাইয়া ফুলাদইকে প্রণাম করিয়া বসিতে ফলির তিলক দিয়া পেড়া

এবং তুলসী দিলেন। তথায় বসিয়া শ্রী৺শ্যামা প্রতিমা দশ বার খানা ফল্গুতে বিসর্জ্জন জন্য লইয়া যাইতেছে দেখিলাম। প্রতিমা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কত দিন এতদ্দেশে প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া এরূপ বাদ্যভাণ্ড হইয়া শ্যামাপূজা হইতেছে? এ পূজা বাঙ্গালীতে, কি তোমাদের দেশওয়ালিতে করিতেছে?" তাহাতে কহিলেন, "শ্যামা এবং আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা প্রতিমা গঠিয়া পাঁচ ছয় বৎসর এখানে হইতেছে। প্রথমে দুই খানি প্রতিমা বাঙ্গালী দুই জন—একজন বাবু কালীচরণ মৈত্র পল্টনে থাকেন, দ্বিতীয় মতি সুন্দরী দাসী বারাণস-নিবাসী নীলমণি মিত্রের পুত্রবধূ এই দুই বাটীতে পূজা হইয়াছিল। ক্রমে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী গয়ালিতে প্রায় কুড়ি বাইশ খানি শ্যামা (ও) দশ বারখানি দুর্গা প্রতিমা গঠিয়া পূজা করিতেছে।"

গয়াধামের বাজার সকল দেখিলাম শ্রীভ্রষ্ট, পূর্ব্ব মত দোকান সকল দ্রব্যাদিতে সুশোভিত নাই, মনুষ্যগণের সুখ নাই, ব্যবসায়িগণ অতিশয় দুঃখিত আছে। সাহেবগঞ্জ পূর্ব্বে যেমত চক-বাজার ছিল, তাহার কিছুই শোভা নাই এবং সাহেবদিগের থাকিবার বাঙ্গালা

গয়ার অবস্থা

সকল কেহ দগ্ধ কেহ ভগ্ন এই মত হইয়াছে, কাছারির বাঙ্গালা অগ্নি দগ্ধ, জেলখানার দ্বার ভগ্ন, ডাক্তার খানার দ্বার উৎপাটিত, বাঙ্গালীদিগের অনেকে স্বদেশে যাত্রা করিয়াছে, অনেকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারদিগকে দেশে পাঠাইয়া একাকী আছে, ধনিগণ অনেকে নির্দ্ধন হইয়াছে, গয়ালদিগের বাটীতে দরওয়ান চাকর বৃদ্ধি, অর্থ হানি, হাহাকার ধ্বনি। বিষ্ণুপদ দর্শনে সন্ধ্যার পর চারি দণ্ড রাত্রি হইলে দ্বার বন্ধ হয়, এই মত ত্রাসিত হইয়া গয়াভূমে সকলে আছে। এতাবৎ দুরবস্থা

দেখিয়া গয়ালদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার বৃত্তান্ত কি?" তাহাতে কহিলেন, "সন হালের ২০ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট কমিশনর সাহেবের অনুমতিক্রমে জজ্ কালেক্টর মাজিষ্টর গয়া হইতে পাটনা আসিতে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে কালেক্টর মণি সাহেব বিবেচনা করিলেন—মবলগ টাকা খাজনাতে মজুত আছে, এ টাকা এক্ষণে রাখিয়া যাওয়া ভাল হয় না, এই বিবেচনা করিয়া পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেবাক খাজনা কেরাচিতে বোঝাই করিয়া লইয়া গমন করিল। সাহেবদিগের টাকা লইয়া গয়া ছাড়িয়া যাওয়াতে সহরের সকল লোক ত্রাসিত হইল, দস্যুগণ প্রফুল্ল হইয়া বহু সমারোহে সহর লুঠিবার মানসে একত্র হইল, তাহাদিগের সমভ্যারে দুই জন গয়াল মিলিল, ইহারা হাজার মানুষ একত্র ২১ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট প্রথমে সাহেবগঞ্জের মহাজনদিগের দোকান সকল লুঠ করিল, কাহার কিছু রাখিল না, পরে সহর মধ্যে যেখানে যত দোকান ছিল, সকল বন্ধ হইল। দস্যুগণ অতিশয় প্রবল হইয়া সহরের সকল মনুষ্যগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া গয়ালদিগের এবং বাঙ্গালী ও আর আর ধনিগণের নিকট হইতে পাঁচশত টাকার কম নহে (এবং) দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত যেমত ব্যক্তি ধনবান্ তাহার নিকট তত টাকা লইয়া স্থগিত রহিল, কিন্তু গয়াল সকল আপন আপন মহল্লা ও বাটী রক্ষার্থে এক শত দেড় শত অস্ত্রধারী বন্দুকচি, ঢোলা তলোয়ার ও বন্দুকে গুলি ভরিয়া পলিতা জ্বালাইয়া দিবারাত্র ছিল। এই মত উপদ্রব ছয় দিবস পর্য্যন্ত সহরে ছিল। বাসিন্দারা বাটী হইতে বাহির হইয়া জল আনিতে যাইতে পারে না, সকলের দ্বার রুদ্ধ ছিল, আহারাদি অনেকের হয় নাই। দস্যুগণ প্রায় মুসলমান আটশত, বাকি নীচ জাতি হিন্দু, ইহারা ঢোলা তলোয়ালে, কাহারও কাহারও

হস্তে বন্দুক পিস্তল কড়াবিন গোলাগুলি পূরিত করিয়া সহরের চতুষ্পার্শ্বে এবং সহর ভিতরে 'আলি আলি' শব্দ ভীষণমূর্তিতে গোর-নায় করিয়া ছিল, এজন্য বিষ্ণুমন্দির পর্য্যন্তও কপাট বন্ধ ছিল, কাহারও দর্শনে গমনাগমনের ক্ষমতা ছিল না। প্রতি দিবস এক এক পিণ্ড দান হওয়া দুষ্কর হইয়াছিল, অতি প্রবল গোলযোগের দিবসে একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ পিণ্ডদান করে, আর কয়েক দিবস অতি কষ্টে পিণ্ডদান হইত। ঐ পুরী মধ্যে যে পূজারী ও চর্চ্চ সওয়াইয়ের নায়েব গোমস্তা সিপাহী যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ এক জন পিণ্ডদান করিত, এই মতে বিষ্ণুপদে পিণ্ড প্রদান হইয়া পূজাদি হয়।

গয়াক্রমের পর, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গোবিন্দ দত্ত আপন পরিবার-দিগকে স্বদেশে পাঠাইয়া সহর-ঘাটি হইতে পাল্কি করিয়া গয়াতে ডিস্পেন্সরিতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল গোলযোগ শুনিয়া পাল্কি হইতে নামিয়া কাহারের বেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন, আর আর অনেকেই ছদ্মবেশে লুকাইয়া ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সাহেবগণ গয়া হইতে পাটনা গমন করাতে গয়া সহরের এতাদৃশ দুরবস্থার সংবাদ পাটনায় পাইয়া দানাপুর হইতে পঞ্চাশ জন গোরা (ও) পঞ্চাশ জন শিখ-সৈন্য লইয়া কলেক্টর মণি সাহেব এবং জজ, মাজিষ্ট্রর ও আর আর সাহেবগণ গয়াভূমে আসাতে দস্যুগণ ছয় দিবস পরে পলায়ন করিল। ইহারা এই সহরের মধ্যস্থ ছিল, দস্যুদিগকে ধৃত করিবার নানামত অনুসন্ধান করিয়া প্রধান প্রধান প্রায় একশত ব্যক্তিকে ফাঁসী দিল, বাকি সকল কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাইল না। এই মত দস্যুগণের শাসন হওয়াতে সহর কিছু স্থির হইলে দোকানদার সকল দোকান খুলিয়া

কর্ম্ম-কার্য্য চালাইতে লাগিল, সাহেবেরা পূর্ব্ব মত আপন আপন রাজকার্য্যাদি করিতে লাগিল। প্রায় ১৫।১৬ দিন গতে সংবাদ হইল যে, এক দল পঞ্চশত অশ্বারোহী মেদিনীপুর হইতে বিগড়িয়া অস্ত্র সহিত গয়া সহরে আসিতেছে, ফতেপুরে ছাউনি করিয়াছে। এই সংবাদে সাহেবগণ সাহেবগঞ্জ হইতে পলাইয়া রহিলেন আর হরকিঙ্করেরা গয়ালের বাটীতে লুকাইয়া রহিল। শিখ ও গোরাগণ আফিসের কুঠী রক্ষা করিয়া রহিল, সহর বাটিতে যে গোরা রহিল তাহারা সওয়ারদিগের সহিত যুদ্ধ জন্য গমন করিল। সওয়ারগণ এমত লক্ষ্য করিল যে, এক বারে এক শত গোরাকে অস্ত্রাঘাতে আহত করিল, তাহাতে বাকি গোরাগণ অগ্রগামী হইতে পারিল না, অশ্বারোহিগণ গয়াধামে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুমন্দির বাহির হইতে প্রণাম করিয়া সহর প্রবেশ কালীন অগ্রে জেলখানা অর্থাৎ বন্দিশালায় প্রধান দ্বার মুক্ত করিয়া বন্দিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে মুক্ত করিয়া তির বন্দিগণকে সমভ্যারে করিয়া লইল। অল্প দিন পরে বন্দিগণকে কহিল, "তোমরা আপন গৃহে গমন কর, প্রজার কদাচ অনিষ্ট করিবে না।" এই কহিয়া সাহেবগঞ্জের কাছারি ঘরের নিকটে গমন করিল। এই সংবাদে মণি সাহেব হরকিঙ্করের বাটীতে থাকিয়া বাহির হইবার জন্ত অতিশয় ব্যস্ত হইতে লাগিল। সকলে অনেক নিবারণ করিল, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া আপন ছয়নলা পিস্তল লইয়া একটি ছোট হস্তীর উপরে দুই কালকম্বলের কামানাকৃতি করিয়া সওয়ারদিগের সম্মুখে গেলেন, অশ্বারোহীরা দূর হইতে হস্তীর উপরে কৃত্রিম কামানকে কামান জ্ঞানে মণিসাহেবের সম্মুখে কেহ আসিতে পারে না, সকলে ভীত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল, পরে অশ্বারোহিগণ বিবেচনা করিল যে, "আমরা মরিবার

আগে পলাইয়া যাওয়া ভাল হয় না, দেখিতে হইবে। কিন্তু একেবারে সকলে না যাইয়া দুই জনে অগ্রে নিকটে যাও।" ইহা কহিয়া দুইজন ধাওয়া করিয়া গজারূঢ় সাহেবের সম্মুখে আসিয়া হস্তিশুণ্ড ধরিয়া দেখিল কৃত্রিম কামান। সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিল, "তোমাদের অনেক নিমক খাইয়াছি, তোমার প্রাণদণ্ড করিব না। তুমি পলাইয়া যাও।" তাহা মণিসাহেব না শুনিয়া পিস্তল চালাইয়াছিল, অশ্বারোহিগণ অতি সুশিক্ষিত, ঐ গুলি উপর হইয়া গেল। উহারা অশ্বসমেত ভূমিতে স্থির হইয়া রহিল, পরে সঙ্কেত শব্দ করিলে সকল অশ্বারোহী চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত করিয়া আইল। তখন মণিসাহেব হস্তী লইয়া পলায়ন করিল। বিপক্ষগণ সাহেবগঞ্জে প্রবেশ করিয়া সাহেবদিগের থাকিবার যত বাঙ্গালা এবং জজ মাজিষ্টর কালেক্টরি কাছারি ডাকঘর ডাক্তারখানা সকল ঘরে অগ্নি দিয়া প্রবল অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল। ঐ সময়ে বন্দিগণ যাহাদিগকে বন্দিশালা হইতে মুক্ত করে, তাহারা এবং সহরের বদমায়েসগণ একত্র হইয়া সাহেবদিগের বাঙ্গালা, যাহাতে অগ্নি দেয় নাই, তাহার দ্বারাদি কপাট পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া লইল এবং সহরের যত বাজার এবং কুঠীওয়ালার কুঠী লুঠ করিতে লাগিল, কাহার কিছু দ্রব্য দ্বিতীয় বার লুঠে রাখিল না, অন্যান্য জিনিস লওয়ার কথা কি কহিব! পাথরওয়ালার পাথর, আচার মোরব্বা শালপাতা পর্য্যন্ত লুটেরা লুটিয়া ভাঙ্গিয়া গোড়াইয়া তছরুপাত করিয়াছে, সওদাগরগণ সহর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর দস্যুগণ পলাইয়াছে। এই সকল উপদ্রবে সহরের ছিন্নাবস্থা হইয়া তদ্ভাব আছে।

এই সকল কথা তথায় শুনিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তথা হইতে রৌদি নামক এক জন সদাশের চাকর, তাহাকে